অমর কীর্ত্তি।

অথবা

ফাদার দামিয়েনের জীবনচরিত।

"To love the lovely in a pure manner is religion, *but to love the unlovely is higher religion.*"

কলিকাতা,

পটলডাঙ্গা, ৪ নং কলেজ-স্কোয়ার সাম্য-যন্ত্রে,
শ্রীনিবারণচন্দ্র ঘোষ দ্বারা মুদ্রিত ও
প্রকাশিত।

বঙ্গাব্দ ১২৯৭।

প্রস্তাবনা।

——:o:——

উপযুক্ত সময়ে বঙ্গীয় পাঠক বর্গের হস্তে "অমর কীর্ত্তি" সমর্পিত হইল। যে মহাপুরুষের জীবন চরিত ইহাতে বর্ণিত হইয়াছে, তাঁহার মৃত্যু হইতে সমস্ত সভ্য জগতের দৃষ্টি, হতভাগ্য কুষ্ঠ রোগগ্রস্তগণের উপর নিপতিত হইয়াছে। একদিকে কুষ্ঠরোগ বাস্তবিক সংক্রামক কিনা, তাহা অবগত হইবার জন্য যেমন লোকের কৌতুহল উদ্দীপিত হইয়াছে; অন্যদিকে তেমনই কি উপায় অবলম্বন করিলে, হতভাগ্য ব্যাধিগ্রস্তগণের কল্যাণ সাধিত হইতে পারে, তদ্বিষয়ে অনেক সহৃদয় পুরুষ এবং কোমল হৃদয়া মহিলার মনোযোগ আকৃষ্ট হইয়াছে। তিনি যে দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন, তাহার অনুকরণ করিয়া ফাদার কনরাডী, ফাদার ওয়েণ্ডিলিন, কুমারী গারট্রুড়বোক এবং কুমারী কেটমার্সডেন প্রভৃতি ইউরোপ খণ্ডের অনেক নরনারী, জীবন উৎসর্গ করিতে প্রস্তুত হইয়াছেন। তাঁহার জন্মভূমি ইউরোপ এবং তাহার কার্য্যক্ষেত্র হাওয়াই দ্বীপ, তাঁহার অমর আত্মার আবির্ভাবে এখনও অনুপ্রাণিত হইতেছে। অথবা কেবল এই দুইটি স্থান কেন, তাঁহার অমূল্য সত্বা অদৃশ্যভাবে পৃথিবীর সর্ব্বত্র কার্য্য করিতেছে। অল্পদিন হইল সংবাদপত্রে পাঠ করিতেছিলাম, ফাদার টেষ্টিভিউডিও নামক জনৈক খৃষ্টীয় ধর্ম্ম প্রচারক, দামিয়েনের ন্যায় জাপান দেশীয় কুষ্ঠরোগিগণের জন্য জীবন উৎসর্গ করিতে সংকল্প করিয়াছেন। জাপান

দেশীয়া একটি হতভাগিনী রমণী ব্যাধিগ্রস্ত হইয়া, স্বামী এবং আত্মীয় স্বজনগণ কর্ত্তৃক পরিতক্ত অবস্থায় প্রাণত্যাগ করিতেছিল। ফাদার টেষ্টিভিউডিও তাহাকে সেই অবস্থায় দেখিতে পাইয়া আশ্রয় দান করেন। এই হইতে হতভাগ্য কুষ্ঠরোগগ্রস্তদিগের সম্বন্ধে তাঁহার হৃদয় আকৃষ্ট হয়। তিনি এক্ষণে কুষ্ঠ রোগিদিগের জন্য একটি বিস্তৃত আশ্রম সংস্থাপন করিয়াছেন এবং তাহাদিগের সেবায় জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন। পুণ্যভূমি ইউরোপ, তুমি ধন্য, তোমার সুসন্তানগণ পৃথিবীর নর নারীদিগের কল্যাণের জন্য কত স্থানে যে কতভাবে জীবন উৎসর্গ করিতেছেন, তাহার সংখ্যা নাই। আর মাতঃ ভারতভূমি, তোমার এই অসংখ্য সন্তানগণের মধ্যে কি এমন কেহ নাই, যিনি ভারতের এই সহস্র সহস্র ব্যাধিগ্রস্ত স্ত্রী পুরুষগণের জন্য কিয়ৎ পরিমানেও স্বার্থ সুখ বিসর্জ্জন দিতে পারেন। হায়! ভারতভূমি কবে একজন দামিয়েন অথবা টেষ্টিভিউডিওর ন্যায় সুসন্তান প্রসব করিবেন?

ইউরোপীয়গণ বৈদেশিকদিগের জন্য আত্ম বিসর্জ্জন করিতেছেন, আর আমরা আমাদিগের স্বদেশীয় এবং স্বজাতীয়গণের সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত রহিয়াছি। এই ভারত ভূমিতে অন্যূন তিন লক্ষ কুষ্ঠ রোগির বাস। গৃহচ্যুত এবং আত্মীয় স্বজন কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত রোগীর সংখ্যা এক লক্ষের ন্যূন নহে। তাহারা যে কি অবস্থায় দিনপাত করে, তাহা বর্ণন করিয়া বুঝাইবার সম্ভাবনা নাই। ইতর পশুপক্ষিদিগের জীবনে যে সুখ এবং যে শান্তি বর্ত্তমান আছে, এই সকল হতভাগ্য এবং হতভাগিনীদিগের জীবনে তাহাও নাই। রোগের যন্ত্রণায় এবং লোকের

উপেক্ষায় মানব হৃদয়ের কোমল বৃত্তি সমূহ তাহাদিগের প্রকৃতি হইতে অদৃশ্য হইয়াছে। ধর্ম্ম, সামাজিক কর্ত্তব্য, আধ্যাত্মিক উন্নতি, তাহাদিগের নিকট আকাশ কুসুমে পরিণত হইয়াছে। সংসারে শান্তি নাই, আশ্রয় নাই, মৃত্যু আসিয়া কবে তাহাদিগকে বিশ্রাম দান করিবে, কেবল এই আশায় তাহারা প্রাণ ধারণ করিয়া রহিয়াছে। সহৃদয় পাঠক পাঠিকা, একবার চিন্তা করিয়া বলুন দেখি, আমাদিগের এই সকল হতভাগ্য ভ্রাতা এবং হতভাগিনী ভগ্নীদিগের সম্বন্ধে কি কোন রূপ কর্ত্তব্য নাই? কর্ত্তব্য আছে, যথেষ্টই আছে। আমরা নিম্নে সে সম্বন্ধে কেবল দুই চারিটী কথা মাত্র বলিব।

দামিয়েনের স্মৃতি চিহ্ন সংস্থাপনের জন্য ইংলণ্ডে যে সভা সংগঠিত হইয়াছিল; তাহা হইতে প্রেরিত চিকিৎসকগণ এক্ষণে ভারতের নানা স্থানে কুষ্ঠরোগ সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিতেছেন। বোম্বাই, পুন, হায়দরাবাদ, মান্দ্রাজ প্রভৃতি স্থান দর্শন করিয়া, তাঁহারা এইবার কলিকাতায় আগমন করিবেন। কুষ্ঠরোগ সংক্রামক কিনা, সেই বিষয়ে অনুসন্ধান করাই তাহাদিগের মুখ্য উদ্দেশ্য। তাহাদিগের অনুসন্ধানের ফলাফলের উপর নির্ভর করিয়া গবর্ণমেণ্ট কুষ্ঠআইন বিধিবদ্ধ করিবেন। কুষ্ঠ আইন কিরূপ হইবে, তাহার আলোচনা করা আমাদিগের অভিপ্রেত নয়। কিন্তু তাহা যাহাই হউক না কেন, তাহা দ্বারা কুষ্ঠরোগীদিগের অবস্থা সম্বন্ধে যে কিয়ৎ পরিমাণে পরিবর্ত্তন সাধিত হইবে, তদ্বিষয়ে অনুমাত্র সন্দেহ নাই। ইচ্ছা করিলে এ সময় আমরা গবর্ণমেণ্টকে অর্থ দ্বারা হউক, সৎ পরামর্শ দ্বারা হউক, সাহায্য করিতে পারি। কুষ্ঠ-

রোগীদিগের দুরবস্থা জ্ঞাপন করিয়া, যাহাতে তাহাদিগের ক্লেশ কিয়ৎ পরিমাণে নিবারিত হইতে পারে, সেই রূপ প্রার্থনা করিতে পারি। আমাদিগের মিউনিসিপালিটি এবং ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ড সমূহ, গৃহচ্যুত দরিদ্র রোগীগণের জন্য গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া দিয়া, তাহাদিগকে শীতাতপ হইতে রক্ষা করিতে পারেন, আমাদিগের সংবাদ পত্র সম্পাদকগণ, তাহাদিগের দুরবস্থা সম্বন্ধে আন্দোলন করিয়া, লোকের দৃষ্টি সে বিষয়ে অধিকতর আকৃষ্ট করিতে পারেন। ইহাদিগের দুরবস্থার শেষ নাই; সুতরাং আমরা ব্যক্তিগত ভাবেও তাহাদিগকে সাহায্য করিতে পারি। সেই জন্যই আমরা বলিয়াছি, কুষ্ঠরোগীদিগের সম্বন্ধে আমাদিগের কর্ত্তব্য এবং কার্য্যক্ষেত্র যথেষ্ট আছে। সে কর্ত্তব্য কি, তাহা নির্দ্দেশ করিয়া দিবার আমাদিগের সাধ্য নাই। সহৃদয় পাঠক পাঠিকা নিজের নিজের প্রবৃত্তি এবং সামর্থ্য অনুসারে তাহা নির্ব্বাচন করিবেন। যে শোচনীয় দৃশ্য, দামিয়েনের জীবন-চরিত লেখকদিগকে এই গ্রন্থ রচনায় প্রণোদিত করিয়াছে, কেবল তাহারই উল্লেখ করিয়া আমরা আমাদিগের বক্তব্য শেষ করিব।

স্বাস্থ্যের জন্য এবং বৈষয়িক কার্য্যবশতঃ প্রবন্ধ লেখকদিগকে কয়েক বৎসর অবধি বৈদ্যনাথে (দেওঘরে) বাস করিতে হইতেছে। বৈদ্যনাথ ভারতবর্ষের মধ্যে একটি অতি প্রধান তীর্থস্থান। বৈদ্যনাথের অনুগ্রহে পীড়ারোগ্য হইবে, এই আশায় সহস্র সহস্র যাত্রী এখানে উপস্থিত হইয়া থাকেন। ইহাঁদিগের মধ্যে কুষ্ঠ রোগগ্রস্তদিগেরও সংখ্যা নিতান্ত অল্প নহে। বাঙ্গালা, বিহার, উড়িষ্যা, উত্তর পশ্চিম প্রদেশ, পঞ্জাব

প্রভৃতি ভারতবর্ষের নানা স্থান হইতে ব্যাধিগ্রস্তগণ এখানে বৈদ্যনাথের পূজা দিবার জন্য আগমন করে। যাহাদিগের আত্মীয় স্বজন আছে, অথবা যাহাদিগের অবস্থা একটু উত্তম, তাহারা কিছু দিন এখানে অবস্থান করিয়া আপন আপন গৃহে প্রতিগমন করে। আর যাহাদিগের আত্মীয়গণ তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়াছে, এইরূপ দরিদ্র কুষ্ঠ রোগিগণ, নিরাশ্রয় অবস্থায় মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত এখানেই বাস করিতে বাধ্য হয়। দুইটি কারণে কুষ্ঠ রোগিগণ অন্য স্থান অপেক্ষা বৈদ্যনাথেই বাস করিতে অধিকতর ইচ্ছা প্রকাশ করে। প্রথম কারণ এই যে, তীর্থ স্থান বলিয়া এখানে অপেক্ষাকৃত অল্পায়াসে ভিক্ষা প্রাপ্ত হওয়া যায়; দ্বিতীয় কারণ এই যে, তাহারা আশা করে, এখানে থাকিলে বৈদ্যনাথ দেবের অনুগ্রহে তাহাদিগের পীড়া আরোগ্য হইতে পারিবে। এই জন্য সকল সময়ই বৈদ্যনাথে বহু সংখ্যক কুষ্ঠ রোগী দেখিতে পাওয়া গিয়া থাকে। বর্ত্তমান সময়ে স্ত্রী পুরুষে প্রায় পঞ্চাশৎ জন কুষ্ঠ রোগী বৈদ্যনাথে বাস করিতেছে। যে অবস্থায় তাহারা এখানে বাস করে, তাহা বর্ণন করিয়া পাঠকদিগের হৃদয়ঙ্গম করাইতে পারি, আমাদিগের সে সাধ্য নাই। অন্নাভাব, বস্ত্রাভাব, বাস গৃহের অভাব, সকল প্রকার অভাব, তাহাদিগকে হিতাহিত জ্ঞানশূন্য পশুর ন্যায় করিয়া তুলিয়াছে। শীতাতপে আশ্রয় গ্রহণ করিতে পারে, তাহাদিগের জন্য এমন স্থান নাই। গৃহস্থের গৃহে, যাত্রিনিবাসে, পান্থশালায়, কোথাও তাহারা আশ্রয় প্রাপ্ত হয় না। পরিত্যক্ত জীর্ণ দেব মন্দিরের পার্শ্বে, বৃক্ষতলে, অথবা রাজপথের সন্নিকটে, তাহারা অনাবৃত অবস্থায় রাত্রি যাপন করে।

বর্ষার ধারা, প্রখর রৌদ্র, দারুণ শীত- সমস্তই অবাধে তাহাদিগের শরীরের উপর দিয়া অতিবাহিত হয়। রোগের প্রাবল্যে যাহাদিগের হস্ত পদ একবারে অকর্ম্মণ্য হইয়া গিয়াছে, সেইরূপ অনেক হতভাগ্যকে এ অবস্থায় শৃগাল কুক্কুরের দংশন সহ্য করিয়া প্রাণত্যাগ করিতে হয়। ঔষধ এবং পথ্য দূরে থাকুক, প্রাণ ধারণোপযোগী খাদ্য এবং শীত নিবারণের উপযুক্ত বস্ত্রও তাহারা প্রাপ্ত হয় না। এখানকার এই নিদারুণ শীতে তাহারা অনাবৃত আকাশের তলে কিরূপ ক্লেশে রাত্রি যাপন করে, তাহা বর্ণন করিয়া বুঝাইবার সম্ভাবনা নাই। ইউরোপীয়গণ শত সহস্র যোজন মহা সমুদ্র অতিক্রম করিয়া কুষ্ঠ রোগিদিগের সেবার জন্য দেশ দেশান্তরে গমন করিতেছেন, আর হিন্দুর এই একটি প্রধান তীর্থ স্থানে হিন্দু রোগিগণ এইরূপ নিদারুণ যন্ত্রণায় অবস্থান করিতেছে, ইহার অপেক্ষা হিন্দু সমাজের পক্ষে আর কি অধিকতর লজ্জার বিষয় হইতে পারে? ইহারা সকলেই যে নীচ জাতীয় তাহা নয়; ইহাদিগের মধ্যে অনেক উচ্চ শ্রেণীর ব্রাহ্মণ পর্য্যন্ত আছেন। কারুণ্যই হিন্দু জাতির চরিত্রগত বিশেষ লক্ষণ; করুণ স্বভাব হিন্দুগণ যে এই সকল ব্যাধিগ্রস্তদিগের সম্বন্ধে এরূপ উদাসীন রহিয়াছেন, ইহাই আশ্চর্য্য! কুষ্ঠরোগ জন্ম জন্মান্তরের মহাপাপের ফল, এবং কুষ্ঠ রোগী অস্পৃশ্য ও অনুকম্পার অযোগ্য, এইরূপ একটি চির প্রচলিত সংস্কারই বোধ হয় কুষ্ঠ রোগীদিগের সম্বন্ধে হিন্দু সমাজের এইরূপ ঔদাসীন্য উৎপাদন করিয়াছে। কিন্তু যাহারা আমাদিগের ন্যায় আধ্যাত্মিক কুষ্ঠ রোগগ্রস্ত, তাহাদিগের পক্ষে কি এইরূপ সংস্কার লইয়া নিশ্চিন্ত থাকিবার অধিকার আছে? প্রেম এবং

পুণ্যের অবতার চৈতন্যদেব, কুষ্ঠরোগীকে আলিঙ্গন দান করিয়াছিলেন। তবে আমাদিগের ন্যায় মহাপাপিগণ কেমন করিয়া বলিতে সাহসী হইবে, "কুষ্ঠরোগি, তুমি আমার দ্বারদেশ হইতে দূরীভূত হও, আমার গৃহে তোমার ন্যায় পাপির জন্য ভিক্ষা মিলিতে পারে না তোমার সম্বন্ধে আমার কোন কর্ত্তব্য নাই।" কুষ্ঠ ব্যাধি পূর্ব্ব জন্মকৃত পাপের পরিণাম কিনা, তাহা বলিতে পারি, আমাদিগের সেরূপ জ্ঞান নাই। আমরা কেবল এইমাত্র মনে করি, অন্যান্য সমস্ত ব্যাধির ন্যায় ইহাও নিজের এবং পিতৃ পিতামহগণের শারীরিক নিয়ম লঙ্ঘনের ফল। বিসূচিকা অথবা তাদৃশ অন্য কোন রোগগ্রস্ত, বিপন্ন ব্যক্তিকে সাহায্য করা যদি আমাদিগের কর্ত্তব্য হয়, তবে কুষ্ঠরোগগ্রস্ত ব্যক্তিকে সাহায্য করাও অকর্ত্তব্য নয়। কি প্রকারে কুষ্ঠরোগিদিগকে সাহায্য করা যাইতে পারে, আমরা নিম্নে তাহা প্রদর্শন করিতেছি। বৈদ্যনাথস্থ কুষ্ঠরোগিদিগের সাহায্যের জন্য এখানকার কয়েকটি ভদ্রলোক কিছুদিন হইতে চেষ্টা করিতেছেন। অন্যান্য সমস্ত অভাবের মধ্যে আশ্রয় গৃহের অভাবই ব্যাধিগ্রস্তদিগের পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর ক্লেশকর। পঞ্চাশৎ জন রোগির বাসের উপযুক্ত গৃহ নির্ম্মাণ করিতে অন্যূন দুই সহস্র মুদ্রার প্রয়োজন। এই উদ্দেশ্যে প্রায় চারি শত টাকা সংগৃহীত এবং স্বাক্ষরিত হইয়াছে, কিন্তু অবশিষ্ট অর্থের অভাবে এখনও গৃহ নির্ম্মাণ কার্য্য আরম্ভ হয় নাই। দামিয়েনের জীবন চরিত পাঠ করিয়া, কুষ্ঠরোগীদিগের অবস্থা সম্বন্ধে যদি কোন পাঠকের হৃদয়ে অনুকম্পার উদ্রেক হয়, তাহা হইলে তিনি, কুষ্ঠরোগীগৃহ নির্ম্মাণার্থ সাধ্যানুসারে সাহায্য করিলে তাহাদিগের বিশেষ

উপকার করা হইবে। প্রচুর অর্থ প্রদান করিবার শক্তি না থাকিলে যে কোন শুভানুষ্ঠানে সাহায্য করিতে নাই, এ বিশ্বাস নিতান্তই ভ্রমাত্মক। যিনি সর্ব্বান্তর্যামী এবং সুস্থ ও ব্যাধি-গ্রস্ত, প্রত্যেকেই যাঁহার করুণার সমাধিকারী, তিনি আমা-দিগের প্রদত্ত দান দেখেন না, যে হৃদয়ে আমরা দান করি, কেবল তাহাই দেখেন। অন্যান্য উপায়েও কুষ্ঠরোগীদিগকে সাহায্য করা যাইতে পারে। শ্রাদ্ধ, বিবাহ, দেব প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি উৎসব উপলক্ষে কত স্থানে কত বস্ত্রাদি বিতরিত হইয়া থাকে। যদি কোন অনুকম্পাশীল পাঠক উদ্যোগী হইয়া, তাহার কয়েক খণ্ড বৈদ্যনাথস্থ কুষ্ঠরোগীদিগের মধ্যে বিতরণের জন্য পাঠাইয়া দেন, তাহা হইলে তাহাদিগের কতই উপকার হয়। সুখাদ্য এবং সুপেয় দ্রব্য যে কি, তাহা জন্মেও কখন তাহারা আস্বাদন করিতে পায় না। কত সময় কত গৃহে নিমন্ত্রিতদিগের ভুক্তাব-শিষ্ট রাশীকৃত দ্রব্য, রাজপথে পদদলিত হইতে থাকে, কিন্তু এই সকল হতভাগ্য ক্ষুধার্ত্ত ব্যক্তিদিগের কথা কেহ কখন এক-বার চিন্তাও করেন না। প্রিয় পাঠক, ইচ্ছা করিলে নানাবিধ উপায়ে কুষ্ঠরোগীদিগের দুরবস্থা দূর করা আপনার সাধ্যায়ত্ত। যদি আপনার ইচ্ছা হয়, বর্ষান্তে এক খানি পরিত্যক্ত জীর্ণ বস্ত্র প্রদান করিয়াও আপনি ইহাদিগের সাহায্য করিতে পারেন। এক মুষ্টি তণ্ডুলের জন্য, একখানি শতগ্রন্থি জীর্ণ বস্ত্রের জন্য যাহারা লোকের দ্বারে রৌদ্র, বৃষ্টি, শীত, সকল সময়ে চীৎকার করিয়া বেড়াইতেছে, তাহাদিগকে সাহায্য করিতে অবসরের অভাব কি? কোন অনুকম্পাশীল পাঠকের এখানকার কুষ্ঠ-রোগীদিগের অবস্থা জ্ঞাত হইতে ইচ্ছা হইলে, নিম্ন স্বাক্ষর-

কারীগণ আনন্দের সহিত তাঁহাকে উপযুক্ত সংবাদ প্রেরণ করিতে প্রস্তুত আছেন। কুষ্ঠরোগীদিগের গৃহ নির্ম্মাণার্থ যে উদ্যোগ হইতেছে, ভক্তিভাজন শ্রীযুক্ত বাবু রাজনারায়ণ বসু মহাশয়, তাহার একজন প্রধান উদ্যোগকর্ত্তা। প্রদত্ত সাহায্য তাঁহার নিকট, অথবা নিম্ন স্বাক্ষরকারীদিগের নিকট প্রেরণ করিলে তাহা যতই সামান্য হউক, সাদরে গৃহীত হইবে। ইতি

নিবেদক,

শ্রীযোগীন্দ্রনাথ বসু,
দেওঘর ইংরাজী বিদ্যালয়ের
প্রধান শিক্ষক।

শ্রীযোগীন্দ্রনাথ বসু,
সুরভির ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক।

বৈদ্যনাথ দেওঘর,
বঙ্গাব্দ ১২৯৭, মাঘ।

অমর কীর্ত্তি

অথবা

ফাদার দামিয়েনের জীবনচরিত।

প্রথম অধ্যায়।

বাল্য-জীবন।

ইউরোপের অন্তঃপাতী বেলজিয়ম দেশে লুভেঁ নামক একটী নগর আছে। সেই নগরের উত্তরে তিন ক্রোশ দূরে ট্রেমেলু নামক একটী ক্ষুদ্র গ্রাম অবস্থিত। ১৮৪০ খৃঃ অব্দের ৩রা জানুয়ারি তারিখে ঐ গ্রামে জোসেফ দি বিউস্তার জন্ম গ্রহণ করেন। ইনিই পরিশেষে ফাদার দামিয়েন নামে অভিহিত হন।

জোসেফের পিতা মধ্যবিৎ শ্রেণীর লোক ছিলেন। তাঁহার চারিটী পুত্র সন্তান হয়। তাঁহাদিগের মধ্যে দুইজন পরিশেষে ধর্ম্ম যাজকের পদ গ্রহণ করেন। ইহাঁদিগের মধ্যে প্রথম, দয়ার অবতার পুণ্যময় মহাত্মা জোসেফ এবং দ্বিতীয় তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা অগস্তি। ধর্ম্ম যাজক হইয়া ইহাঁদিগের নাম যথাক্রমে ফাদার দামিয়েন ও ফাদার পেমফাইল হয়। জোসেফের পিতা মাতা রোমেনকেথলিক নামক খ্রীষ্টীয় ধর্ম্ম সম্প্রদায় ভুক্ত ছিলেন। প্রটেষ্টাণ্ট খৃষ্টীয় ধর্ম্ম প্রধানতঃ যুক্তি ও জ্ঞান মূলক, কিন্তু

রোমেনকেথলিক খৃষ্টীয় ধর্ম্ম ভক্তি ও বিশ্বাস মূলক। এই জন্য প্রটেষ্ট্যাণ্টগণকে প্রায়ই জ্ঞান প্রধান ও রোমেনকেথলিকগণকে ভাব প্রধান হইতে দেখা যায়। জোসেফের পিতারও ধর্ম্মভাব তাঁহার সম্প্রদায়স্থ ব্যক্তিগণের ন্যায় অতি অকপট এবং ভাব মূলক ছিল। বেলজিয়ম দেশবাসী কেথলিক ধর্ম্মাবলম্বী গণ যে চরিত্রের সারবত্তা ও ধর্ম্মপ্রাণতার জন্য প্রসিদ্ধ, জোসেফের পিতা তাহার দৃষ্টান্ত স্বরূপ ছিলেন। যে নিস্বার্থ আত্ম বিসর্জ্জনের এবং ঈশ্বর প্রেমের দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়া জোসেফ আজ জগৎকে বিস্মিত করিয়াছেন, তাঁহার পিতা বাল্যকালেই তাঁহার হৃদয়ে তাহার বীজ বপন করিয়াছিলেন। জোসেফের মাতাও অতি ধর্ম্মপরায়ণা মহিলা ছিলেন। ধার্ম্মিকা মাতা সন্তানের হৃদয়ে অতি সহজে ধর্ম্মের বীজ রোপণ করিতে সক্ষমা হন। মাতৃস্নেহাভিষিক্ত হইয়া সন্তানের হৃদয় ক্ষেত্র অতি উর্ব্বর হয়—মাতা তাহাতে যে বীজ রোপণ করেন তাহা প্রায়ই ফলপুষ্প সুশোভিত বৃক্ষে পরিণত হয়। জোসেফের মাতা তাঁহার হৃদয়ে সযত্নে যে ধর্ম্মবীজ রোপন করিয়াছিলেন তাহা পরে অনুপম সুন্দর বৃক্ষে পরিণত হইয়াছিল। তিনি উপদেশ প্রদান দ্বারা বালক জোসেফকে সৃষ্টিকার্য্যে ঈশ্বরের শুভ উদ্দেশ্য বুঝিতে এবং যাহা কিছু উচ্চ ও মহান তাহা ভালবাসিতে শিক্ষা দিতেন। জোসেফ আজীবন তাঁহার মাতার প্রতি প্রগাঢ় ভক্তি এবং শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন। যে অলোকসামান্য আত্মবিসর্জ্জনের জন্য আজ তিনি ভুবন বিখ্যাত হইয়াছেন, তাঁহার মাতা তাঁহার সেই কার্য্যের বৃত্তান্ত পাঠ ও শ্রবণ করিয়া কিরূপ পুলকিত হইয়াছিলেন পাঠক উপযুক্ত স্থানে তাহার উল্লেখ দেখিতে

পাইবেন। ধার্ম্মিক, কর্ত্তব্যপরায়ণ পুত্রের জননী হওয়া যদি নারী জীবনের একটি সৌভাগ্যের বিষয় হয়, তবে পৃথিবীর অতি অল্প মহিলা দামিয়েনের জননীর ন্যায় সৌভাগ্যশালিনী ছিলেন।

অতি অল্প বয়সে জোসেফ পবিত্রতা ও সরলতা প্রভৃতি সদ্‌গুণের পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন। সেই সুকুমার বয়সেই তাহার ধর্ম্মানুরাগ প্রস্ফুটিত হইয়াছিল। তাঁহার বাল্য সহচরগণ বালস্বভাব বশতঃ ক্রীড়াশক্ত থাকিতেন কিন্তু জোসেফ অন্যান্য বালকগণের ন্যায় ক্রীড়ায় কালক্ষেপ না করিয়া আপনাদিগের পল্লীর চতুর্দ্দিকস্থ প্রান্তরে ভ্রমণ করিতে ভাল বাসিতেন। মেষগণ যখন আনন্দে তৃণ ভক্ষণ করিয়া বেড়াইত, জোসেফ তাহাদিগের সহিত বিচরণ করিতে বড়ই আনন্দ অনুভব করিতেন। কখন কখন তিনি ক্রমাগত চারি পাঁচ ঘণ্টাকাল মেষশাবকগুলির সহিত ক্রীড়া করিতেন। পশুদিগের মধ্যে মেষশাবকের মুখে যে একটু মধুর নম্রতা ব্যঞ্জক ভাব পরিলক্ষিত হয়, তেমন বোধ হয় আর কোন পশুর মুখেই দৃষ্টিগোচর হয় না। মেষশাবকের নম্রতায় মুগ্ধ হইয়াই বোধ হয় জোসেফের নম্রতা-অনুরাগী হৃদয় তাহাদিগের প্রতি আকৃষ্ট হইত। মহাত্মা খ্রীষ্টও মেষশাবকের নম্রতায় মোহিত হইয়া উপদেশ দিয়া গিয়াছেন, "মেষশাবকের ন্যায় নম্র হইও।" জোসেফ বাল্যকালে মেষশাবক ভাল বাসিতেন বলিয়া তাঁহার বালসহচর ও আত্মীয় পরিজনগণ তাঁহাকে "ক্ষুদ্র মেষপালক" এই আখ্যা প্রদান করিয়াছিলেন। ইংরাজীতে একটী চলিতকথা প্রচলিত আছে "The child is father of

the man," "বালক প্রৌঢ়ের পিতা স্বরূপ" অর্থাৎ প্রৌঢ়াবস্থায় মানুষ যেরূপ প্রকৃতি সম্পন্ন হয় বাল্যকালে তাঁহাতে সেইরূপ প্রকৃতির বীজ নিহিত থাকে। মহাপুরুষদিগের জীবন বৃত্তান্ত আলোচনা করিলে ইহার সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। অতি বাল্যকালেই খৃষ্টধর্ম্মপরায়ণতার স্পষ্ট পরিচয় প্রদান করেন। যখন তাঁহার বয়ঃক্রম দ্বাদশ বৎসর মাত্র, তখনই খৃষ্ট ঈশ্বর প্রসঙ্গে নিমগ্ন থাকিয়া অপার আনন্দ প্রাপ্ত হইতেন, তখনই তিনি বলিয়াছিলেন, "আমি আমার পরম পিতার ভবনে অবশ্যই গমন করিব।" বুদ্ধদেব যখন বালক, তখনই তিনি সাংসারিক সুখে বীতস্পৃহতা, চিন্তা শীলতা ও ধর্ম্মানুরাগের পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন। ধর্ম্ম ব্যতীত অন্যান্য বিষয়েও যাঁহারা মহত্ত্ব লাভ করিয়া গিয়াছেন তাঁহাদিগেরও বাল্যজীবন ভবিষ্যৎ জীবনের পরিচায়ক। অসাধারণ যোদ্ধা নেপোলিয়ন বোনাপার্ট বাল্যকালে সৈনিক পুরুষের বেশ ধারণ করিয়া ক্রীড়া করিতে এবং বরফের গোলা প্রস্তুত করিয়া সঙ্গীদিগের সাহত কৃত্রিম যুদ্ধ করিতে ভাল বাসিতেন। স্বদেশানুরাগের জলন্ত প্রতিমা স্বরূপ মহাত্মা ম্যাটসিনির যখন বয়ঃক্রম সাত বৎসর তখন তিনি স্বদেশের পরাধীনতার জন্য শোক চিহ্ন স্বরূপ কৃষ্ণবর্ণ বস্ত্র পরিধান করিয়া স্বদেশ প্রেমের আশ্চর্য্য পরিচয় প্রদান করেন। প্রখ্যাতনামা ইংরাজ গ্রন্থকার ও ইতিহাস লেখক লর্ড মেকলের বয়ক্রম যখন সাত বৎসর তখন তিনি একখানি পৃথিবীর ইতিহাস লিখিবার কল্পনা করেন, এবং এক বৎসর কালের মধ্যে তাহার প্রথমাংশ লিপিবদ্ধ করেন। পৃথিবীর প্রায় সকল মহাপুরুষদিগের

এইরূপ বাল্যকালে ভবিষ্যৎ জীবনের আলোক প্রতিবিম্বিত হইতে দেখা গিয়া থাকে। মহাত্মা ধর্ম্মবীর দামিয়েনও এই নিয়মের বহির্ভূত নহেন।

শৈশবকাল হইতেই দামিয়েন প্রার্থনাশীল ও ঈশ্বর সেবা প্রিয় ছিল। যখন তিনি চারি বৎসরের শিশু তখনই তিনি ঈশ্বরোপাসনা ও পরোপকার সাধন করিতে ভাল বাসিতেন। একবার ট্রেমেলুর নিকটবর্ত্তী কোন গ্রামে কোন খৃষ্টীয় পর্ব্বোপলক্ষে একটী মেলা হয়। শিশু জোসেফ মেলা দেখিতে গমন করিয়াছিলেন, কিন্তু অনেক সময় অতিবাহিত হইল তথাপি তিনি প্রত্যাগমন করিলেন না। তাঁহার পিতা মাতা উৎকণ্ঠিত হইলেন। জোসেফের পিতামহ তাঁহার প্রকৃতি বেশ বুঝিয়াছিলেন, তিনি ভাবিলেন যে যে গ্রামে মেলা হইতেছিল তাহার নিকটে যে উপাসনালয় আছে জোসেফ হয়ত তথায় উপাসনা করিতে গমন করিয়াছেন। এই ভাবিয়া তিনি ঐ উপাসনালয়ে উপস্থিত হইলেন। দেখিলেন বালক দামিয়েন বেদীর নিকট অবনতজানু হইয়া ভক্তি ভরে ঈশ্বর চিন্তায় নিমগ্ন রহিয়াছে, তিনি দেখিয়া বিস্মিত হইলেন। যে শিশু চারি বৎসর বয়সের সময় এই সুন্দর স্বর্গীয় দৃশ্য দেখাইতে পারে, সে যে বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া ভগবৎ ভক্তিতে জগৎ বিমোহিত করিবে, তাহাতে আর আশ্চয্য কি? বালক দামিয়েন পিতা মাতার মুখে ঈশ্বরধ্যান নিরত রোমেনকেথলিক তপস্বীদিগের কথা শুনিতেন। একবার তিনি ও তাঁহার ভাই ভগিনী গুলি তপস্বী ও তপস্বিনী সাজিয়াছিলেন। বালক দামিয়েন গম্ভীরভাবে এবং দৃঢ়প্রতিজ্ঞার সহিত তপস্যায় বসিয়াছিলেন। যিনি সে

সময়ে তাঁহার মুখশ্রী দেখিয়াছিলেন তিনি বুঝিয়াছিলেন যে তাঁহার হৃদয় প্রকৃত তপস্বীর ভাবে অনুপ্রাণিত। উপাসনা-শীলতার ন্যায় গভীর দয়াবৃত্তিও দামিয়েনের স্বভাবসিদ্ধ গুণ ছিল। বাল্যকালেই তাঁহার হৃদয়ে ঐ মহৎ বৃত্তি উন্মেষিত হইয়াছিল। একবার বালক জোসেফ, ভাই ভগিনী গুলির সহিত বিদ্যালয়ের ছুটীর সময় জলযোগ করিতেছেন এমন সময়ে একজন ক্ষুধার্ত্ত ভিক্ষুক আসিয়া তাঁহাদিগের নিকট কিঞ্চিৎ খাদ্য যাচ্ঞা করিল। তাঁহারা সকলে ভিক্ষুককে তাঁহাদের প্রত্যে-কের অংশ হইতে কিছু কিছু দিলেন, কিন্তু ভিক্ষুক সন্তুষ্ট হইল না। জোসেফ বলিলেন, "এস, আমাদের যাহা কিছু আছে সকলই উহাকে দিই; উহার সর্ব্বদা বড়ই অভাব।" জোসেফের কথায় তাঁহার ভাই ভগিনীগুলি দ্বিরুক্তি করিলেন না। তাঁহাদের যাহা কিছু খাদ্য বস্তু সঙ্গে ছিল তাঁহারা সকলই ভিক্ষুককে দান করিলেন এবং সে দিন বিনা জলযোগে অতি-বাহিত করিলেন। দামিয়েনের অসাধারণ ধর্ম্ম জীবন গঠিত হইবার পক্ষে তাঁহার নিজের প্রকৃতি যেরূপ সহায়তা করিয়া-ছিল, তিনি যে ধর্ম্মশীল পরিবারে প্রতিপালিত হইয়াছিলেন এবং বাল্যকাল হইতে যেরূপ ধর্ম্মশিক্ষা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন তাহাও তদনুরূপ সহায়তা করিয়াছিল। তাঁহার মাতা অতীব ধর্ম্মপরায়ণা মহিলা ছিলেন এবং সর্ব্বদাই তাঁহাকে ধর্ম্মোপদেশ দিয়া তাঁহার আত্মাকে উন্নত ও ঈশ্বর সেবা নিরত করিবার চেষ্টা করিতেন, পুত্র কন্যাদিগের জীবন উন্নত করিবার জন্য দামিয়েনের বুদ্ধিমতী মাতা আরও একটী উপায় অবলম্বন করি-তেন। সাধু, ধার্ম্মিক বা মহাপুরুষদিগের জীবনী অধ্যয়ন বা

শ্রবণ শিশু বা বালকের প্রাণে যেমন পবিত্র ও উচ্চ বাসনা সকল জাগ্রত করিয়া তুলে আর কিছুই তেমন করিতে পারেনা। দামিয়েনের মাতা তাহা জানিতেন ও বুঝিতেন। রোমেন কেথালিক সাধুদিগের জীবনবৃত্তান্তপূর্ণ তাঁহার একখানি প্রকাণ্ড গ্রন্থ ছিল। যখনই অবকাশ হইত তখনই তিনি ঐ গ্রন্থ হইতে সাধুদিগের জীবন বৃত্তান্ত পাঠ করিয়া স্বীয় পুত্র কন্যাদিগকে শ্রবণ করাইতেন এবং তাঁহাদিগের জীবনের মহত্ত্ব ও সৌন্দর্য্য তাঁহাদিগের হৃদয়ঙ্গম করাইয়া দিতেন। যে সকল রোমেনকেথলিক সাধু ধর্ম্মসাধন জন্য আত্মোৎসর্গ করিয়াছেন দামিয়েন ও তাঁহার ভ্রাতা ভগিনীগণ তাঁহাদিগেরই বৃত্তান্ত শুনিতে অধিকতর ভাল বাসিতেন। অতি বাল্যকালে যাঁহার হৃদয় আত্ম বিসর্জ্জনকারী ধার্ম্মিক মহাত্মাদিগের জীবন বৃত্তান্ত শ্রবণে উল্লসিত ও উৎফুল্ল হইয়া উঠিত, এবং আত্মোৎসর্গের স্বর্গীয় সৌন্দর্য্য উপলব্ধি করিয়া যিনি মুগ্ধ হইতেন, তিনি যে পরিণত বয়স্ক হইয়া কুষ্ঠ রোগীদিগের ঐহিক ও পারত্রিক মঙ্গলার্থ জীবনবিসর্জ্জন করিবেন তাহা বড় বিস্ময়কর নহে।

কোন কোন মহৎ লোকের জীবনী পাঠে জানা যায় যে তাঁহাদিগের বাল্যকালে বা যৌবনাবস্থায় তাঁহারা কোন একটা প্রাণনাশক বিপদ হইতে অতি আশ্চর্য্যরূপে রক্ষা পান। যাঁহারা ভবিষ্যৎ জীবনে পৃথিবীর মঙ্গলসাধনে সহায়তা করিবেন, তাঁহাদের জীবন যে এরূপ আশ্চর্য্যরূপে রক্ষা পায়, তাহাতে ঈশ্বরের দয়া স্পষ্ট পরিলক্ষিত হয়। জোসেফ দামিয়েনের বাল্যাবস্থায় একবার তাঁহার জীবন অতি বিস্ময়কর রূপে রক্ষিত হইয়াছিল। জোসেফ ভ্রাতা ভগিনীগণের সহিত

একদিন বিদ্যালয় হইতে বাটী আসিতেছিলেন, এমন সময়ে পথ দিয়া একটী গাড়ী দ্রুতবেগে গমন করিতেছিল। জোসেফের ভ্রাতার গাড়ীতে আরোহন করিবার ইচ্ছা হইলে তিনি চালককে গাড়ী থামাইতে আদেশ করিলেন। শকটচালক গাড়ী থামাইলে দামিয়েন ভ্রাতা ভগিনী সহ একে একে তাহাতে আরোহন করিতে লাগিলেন। বালক দামিয়েন সর্ব্বশেষে গাড়ীতে আরোহন কবিতেছিলেন, হঠাৎ পদস্খলিত হইয়া গাড়ীর চাকার সম্মুখে পতিত হয়েন। তিনি চীৎকার করিয়া উঠিলেন, তাঁহার চীৎকারে ঘোড়া চমকিত হইয়া ছুটিতে আরম্ভ করিল, শকট চালক চেষ্টা করিয়াও তাহাকে থামাইতে পারিল না, চাকা দামিয়েনের শরীরের উপর দিয়া চলিয়া গেল। তাঁহারা ভ্রাতা ভগিনীগণ সকলেই মনে করিলেন জোসেফের প্রাণ বিনষ্ট হইয়াছে। বাটী পৌঁছিয়া তাঁহাবা মাতাকে ঐ নিদারুণ সংবাদ দিলেন। তিনি উন্মত্তার ন্যায় দৌড়িয়া প্রিয়তম সন্তান দামিয়েনের নিকট আসিলেন, কিন্তু দেখিলেন মস্তকে ও পৃষ্ঠদেশে সামান্য আঘাতমাত্র লাগিয়াছে; অন্য কোন অপকার হয় নাই। জোসেফের বাল্যকালে এই প্রকারে আশ্চর্য্যরূপে তাঁহার প্রাণরক্ষা না হইলে, পৃথিবী তাঁহার জীবনে প্রদর্শিত পরোপকারের অলৌকিক দৃষ্টান্ত হইতে বঞ্চিত হইত।

সাত বা আট বৎসর বয়ক্রম কালে জোসেফ সাহিত্য-বিদ্যালয়ে প্রবেশ করেন। সেখান হইতে তাঁহার পিতা মাতা তাঁহাকে ব্রেণ-লি-কমৎ নামক নগরের বাণিজ্য বিদ্যালয়ে প্রেরণ করেন। জোসেফের সহপাঠীগণ তাঁহার স্বাভাবিক সদ্গুণ নিচয়ে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে বিশেষ শ্রদ্ধা করিত। ক্রমে দামি-

যেন কৈশোর অবস্থা উত্তীর্ণ হইয়া যৌবনে পদার্পণ করিলেন। এই সময়ে তিনি তাহার অকপটতা, সাহস, মানসিক তেজ, শারীরিক বল ও কার্য্যপটুতা প্রভৃতি সদ্‌গুণের যথেষ্ট পরিচয় প্রদান করেন।

বাণিজ্য বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন কালে জোসেফ তাঁহার পিতা মাতাকে যে সকল পত্র লিখিতেন তাহাতে তাঁহার তৎকালীন মানসিক প্রকৃতির সম্যক আভাস প্রাপ্ত হওয়া যায়। ঐ সকল পত্রের মধ্যে কয়েক খানির অনুবাদ নিম্নে প্রকটিত হইতেছে।

নিম্নোদ্ধৃত পত্রখানি জোসেফের লিখিত প্রথম পত্র ;—

আমার অতি প্রিয় জনক জননী,

আমি এই সর্ব্ব প্রথম আপনাদিগকে পত্র লিখিতেছি। এই পত্র লিখিতে আমার মনে নিরতিশয় আনন্দ হইতেছে। ইহার মধ্যেই এই স্থান আমার নিকট পরিচিত হইয়া পড়িয়াছে। ওয়ালুনদিগের * সহিত আমি অধিক আলাপ করি না। আমার কার্য্য, আমার পাঠ, আমার সঙ্গীগণ, আর আমার শয্যা— এই সকলের সহিত আমার উত্তমরূপ জানাশুনা হইয়া গিয়াছে। এ বাটীর সকলই অতি পরিষ্কার, অতি সুখ সচ্ছন্দকর। আহার্য্য সামগ্রীগুলি সাম্বৎসরিক মেলায় আয়োজিত আহার্য্য দ্রব্যের ন্যায় উপাদেয় এবং মদ্যও অতি উত্তম। আমাদের শিক্ষক একজন ওয়ালুন। তিনি বড় উত্তম লোক এবং সদ্বিদ্যান, তিনি বিদ্যালয়ের সময় ব্যতীত অন্য সময়ে আমাকে পাঠাভ্যাস করাইয়া থাকেন।

---

* প্রাচীন কেল্‌টিক্ জাতি সম্ভূত ফাণ্ডারসবাসীগণকে ওয়ালুন বলিয়া থাকে।

প্রথম দিন আমার একটু লজ্জা করিয়াছিল। সেদিন আমার পুস্তক কাগজ, কলম ও অন্যান্য আবশ্যকীয় দ্রব্য কিছুই ছিল না, তথাপি লজ্জা প্রযুক্ত কাহারও নিকট কিছুই চাহিতে পারি নাই। পরে আমাদের শিক্ষক মিঃ ডারণি মহাশয়ের নিকট হইতে কতকগুলি পুস্তক, কলম, ক্রুস ইত্যাদি চাহিয়া লইয়াছিলাম। রবিবার দিন আমরা ভ্রমণ করিতে গিয়াছিলাম। আমি একজন ওয়ালুনের সহিত ভ্রমণ করিয়াছিলাম। পথে যাহা কিছু দেখিয়াছিলাম তাহার নাম তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম। যতক্ষণ তাঁহার সহিত বেড়াইয়াছিলাম, ততক্ষণ তাঁহারি সহিত কথোপকথন করিয়াছিলাম। লুইট মনডে পর্ব্বের দিবস পাঁচজন ফ্লাণ্ডারসবাসীসহ সাবেনি নামক স্থানের মেলা দেখিতে গিয়াছিলাম। সেখানে একদল লোক সাজসজ্জায় বিভূষিত হইয়া গমন করিতে দেখিলাম। দৃশ্যটী অতি সুন্দর।

আমার ভগিনী কেমন আছেন অনুগ্রহ পূর্ব্বক জানাইবেন। আর আর সংবাদ দিবেন।

আপনাদের চিরকালের

একান্ত অনুরক্ত

পুত্র

জোসেফ দি বিউস্তাব।

নিম্নলিখিত পত্র খানি পিতৃ ও মাতৃ ভক্তির উজ্জ্বল নিদর্শন। অল্প বয়স্ক ইউরোপীয় বালকে জনক জননীর প্রতি এ প্রকার শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতার ভাব সচরাচর দেখা যায় না।

প্রিয় জনক জননী,

আজ একটু অবসর পাইয়া বড় আনন্দ বোধ হইতেছে।

এই সময় আপনাদের নিকট মনের ভাব প্রকাশ করিয়া সুখী হইব বাসনা করিয়াছি। আমি যাহা কিছু সুখ ভোগ করিয়াছি এবং যে শিক্ষা লাভ করিতেছি সে সমুদায়ের জন্য আপনাদের নিকট ঋণী আছি। এই শিক্ষা আমার ভবিষ্যৎ জীবনের প্রত্যেক মুহূর্ত্তে আমার পক্ষে কার্য্যকর হইবে। শৈশব কাল হইতে আপনারা আমার যে সমস্ত উপকার সাধন করিয়া আসিতেছেন, জানিনা তাহার জন্য কিরূপে আপনাদিগের প্রীতি আমি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিব। এতদিন আপনাদিগকে পত্র লিখিনাই বলিয়া আমার যে দোষ হইয়াছে তাহা অনুগ্রহ পূর্ব্বক মার্জ্জনা করিবেন। পত্র লিখিতে বিলম্ব করিবার একটু কারণও আছে। আমাকে এখন মাতৃ ভাষা ব্যতীত আর একটি ভাষা (ফরাসীস্) শিখিতে হইতেছে। বিদেশীয় ভাষা শিক্ষারূপ দুরূহ কার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়া পত্র লিখিতে বড় সময় হয় না। আমার শারীরিক স্বাস্থ্য এখন খুব ভাল। যদি জানিতাম যে আমার আত্মীয়গণ সকলেই আমার ন্যায় সুস্থ শরীরে আছেন তাহা হইলে আমি অত্যন্ত সুখী হইতাম।

নববর্ষারম্ভ উপলক্ষে আমাদিগের বিদ্যালয়ের এক সপ্তাহ ছুটী হইবে। সেই ছুটীর সময় আমি আপনাদিগের সকলকে দর্শন করিতে পারিব প্রত্যাশা করি। বাটীর সকল প্রিয় জনকে আমার ভালবাসা জানাইবেন।

আপনাদিগের
অনুরক্ত
সন্তান
জোসেফ দি বিউস্তার।

জোসেফ ব্রেশ্‌লি কোমক্ নগরের বিদ্যালয়ে যখন অধ্যয়ন করেন, তৎকালে Redemptorist নামক রোমেনকেথলিক সম্প্রদায়ভুক্ত কয়েকজন ধর্ম্মাচার্য্য ঐ নগরে আগমন করেন। তাঁহাদিগের উপাসনা ও ধর্ম্মোপদেশ শ্রবণ করিয়া জোসেফের মনে সর্ব্বপ্রথমে সংসারাশ্রম পরিত্যাগ করিয়া রোমেনকেথলিক ধর্ম্মানুমোদিত ধর্ম্মাশ্রম গ্রহণ করিবার বাসনা উদিত হয়। প্রথম যে দিন জোসেফ উক্ত ধর্ম্মাচার্য্যদিগের উপদেশ শ্রবণ করেন, সেই দিন রাত্রে বাটীতে প্রত্যাগমন করিয়া তিনি শয়ন না করিয়া প্রায় সমস্ত রাত্রি ঈশ্বরোপাসনায় নিযুক্ত ছিলেন। সংসারী না হইয়া কেবলই ধর্ম্মপ্রচারে ও পরোপকার সাধনে জীবন অতিবাহিত কর, যেন স্বর্গ হইতে এই আদেশ বাণী তাঁহার কর্ণকুহরে প্রবেশ করিল। তাঁহার প্রতি ঈশ্বরের ইহাই আদেশ, জোসফের ইহা দৃঢ়রূপে হৃদয়ঙ্গম হইল। স্বভাবতঃই তিনি ধর্ম্মপিপাসু। আবার আশৈশব ধর্ম্ম পরিবার মধ্যে লালিত পালিত হইয়া বর্দ্ধিত হইয়াছিলেন। এখন যৌবনের প্রারম্ভে ধর্ম্মোৎসাহ-পূর্ণ ধর্ম্মাচার্য্যদিগের উপদেশ শ্রবণ করিয়া তাঁহার আত্মা সম্যকরূপে ঈশ্বর সেবার জন্য লালায়িত হইয়া উঠিল। দার পরিগ্রহ না করিয়া ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন পূর্ব্বক ধর্ম্মপ্রচার ও মানবের হিতসাধন করাই রোমেনকেথলিক সম্প্রদায়ের মতানুসারে উচ্চ ধর্ম্মজীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য। শৈশবাবধি তিনি ইহাই ধর্ম্ম জীবনের উচ্চ আদর্শ বলিয়া জানিতেন, এক্ষণে উহাই কার্য্যে পরিণত করিতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হইলেন।

এক্ষণে জোসেফের বয়ক্রম অষ্টাদশ বৎসর হইয়াছিল। এতাবৎকাল পর্য্যন্ত তিনি সচ্চরিত্র বলিয়া সুবিদিত ছিলেন।

এই সময়ের মধ্যে তিনি যে কোন দোষের পরিচয় প্রদান করেন নাই, তাহা নহে কিন্তু সে সকল দোষ চরিত্রের অপরিপক্কতা জনিত অথবা বালস্বভাব সম্ভূত, সুতরাং ততদূর দোষ নামের বাচ্য নহে। ব্রেন-লি-কোমত নগরের বিদ্যালয়ে জোসেফ প্রধানতঃ বাণিজ্য বিদ্যা শিক্ষা করিতেছিলেন। বাসনা ছিল বাণিজ্য ব্যবসায়ে নিযুক্ত হইয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিবেন। কিন্তু যে মূহুর্ত্ত হইতে তিনি ধর্ম্মজীবন গ্রহণ করাই তাঁহার প্রতি ঈশ্বরের আদেশ বলিয়া হৃদয়ঙ্গম করিলেন, সেই মূহুর্ত্ত হইতে বাণিজ্য বিদ্যা শিক্ষা করিবার অভিলাষ তাঁহার মন হইতে পলায়ন করিল। কিরূপে তিনি স্বীয় জীবনকে সর্ব্বোত্তম প্রকারে ঈশ্বর-সেবায় নিযুক্ত করিতে পারিবেন, সেই মহৎ চিন্তাই এক্ষণে তাঁহার মনে বলবতী হইয়া উঠিল। প্রথমে তিনি মনস্থ করেন যে ট্রাপিষ্ট (Trappist) নামক ধর্ম্মসম্প্রদায়ভুক্ত হইয়া তাহাদিগের অবলম্বিত ধর্ম্ম-জীবন অবলম্বন করিবেন। কিন্তু এই বাসনা কার্য্যে পরিণত করিবার পূর্ব্বে জোসেফ স্বীয় জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ফাদার পেম্ফাইলের পরামর্শ গ্রহণ করা আবশ্যক বিবেচনা করিলেন। ফাদার পেম্ফাইল জোসেফ্ অপেক্ষা দুই বৎসরের বয়োজ্যেষ্ঠ ছিলেন। তিনি এই সময়ে "সোসাইটি অব্ দি সেক্রেড্ হার্টস্ অব্ জিসস্ এণ্ড মেরী" নামক রোমেন কেথলিক ধর্ম্ম সম্প্রদায়ে ভুক্ত হইয়া ধর্ম্মশিক্ষা করিতেছিলেন।

এই সময়ে জোসেফ তাঁহার পিতা ও মাতাকে একখানি পত্র লিখেন। এই পত্রের উপসংহারে তাঁহার ভগিনীর আজীবন কুমারী অবস্থায় ধর্ম্মজীবন অতিবাহিত করার সম্বন্ধে

লিখিয়া, তাঁহার নিজের হৃদয়ে ধর্ম্মজীবন গ্রহণ করিবার জন্য যে পবিত্র আকাঙ্ক্ষা প্রজ্জলিত হইয়া উঠিয়াছিল, তাহার কিঞ্চিৎ আভাস দিয়াছিলেন। উক্ত পত্র খানি এই ;—

ব্রেন্-লি-কোমত

১৭ই জুলাই, ১৮৫৮।

প্রিয় জনক জননী,

আর যে অল্পকাল এই বিদ্যালয়ে থাকিব তাহার মধ্যে আপনাদের প্রতি আমার ভক্তির নিদর্শন প্রদান করিবার জন্য এই ক্ষুদ্র পত্র খানি লিখিতেছি। দুই মাস হইল আপনাদের সহিত সাক্ষাৎ হয় নাই। এখন আপনাদিগের শরীর কিরূপ আছে? আশা করি আমার ন্যায় আপনারা সুস্থ আছেন। শীঘ্র আমাদিগের বিদ্যালয়ের অবকাশ আরম্ভ হইবে। তৎসম্বন্ধে দুই চারিটী কথা লিখিতেছি।

আর এক মাস পরে আমাদিগের বিদ্যালয়ের পারিতোষিক বিতরণ উপলক্ষে সভা হইবে। আমাদিগের প্রধান শিক্ষক কল্য আমাদিগকে এই সংবাদ দিয়াছেন। পারিতোষিক বিতরণের পর বিদ্যালয়ের অবকাশ হইবে। অবকাশ এত শীঘ্র হইবে বলিয়া আমি দুঃখিত, কেননা আমি ফরাসীস্ ভাষা যত দূর শিক্ষা করিয়াছি, সাত সপ্তাহকাল ব্যাপী অবকাশের মধ্যে তাহা বিস্মৃত হইয়া যাইব।

যদি সঙ্গী পাইতাম তাহা হইলে পারিতোষিক বিতরণের পর কিছুকাল এখানে থাকিতাম। একাকী থাকা সম্ভবপর নহে। সুতরাং অবকাশ হইলেই বাটী যাইব। ১৬ই আগষ্ট সোমবার বাটীতে উপস্থিত হইব প্রত্যাশা করিতেছি। সেই

দিন মালিনের (Malines) বিদ্যালয়ের পারিতোষিক বিতরণ হইয়া ছুটী হইবে বোধ হইতেছে। যদি তাহা হয় তাহা হইলে ভগিনী ফেলিক্সসকে সঙ্গে লইয়া যাইব।

প্রিয় জনক জননী, সে দিন আপনারা আমাকে যে যে আবশ্যকীয় দ্রব্য পাঠাইয়াছিলেন তাহা এবং ভগিনী পলাইনের পত্র পাইয়া বিশেষ আনন্দিত হইয়াছিলাম। আমার যে যে বস্ত্র প্রয়োজন ঠিক তাহাই আপনারা পাঠাইয়াছেন। কিন্তু বস্ত্রগুলি দেখিবার ইচ্ছা অপেক্ষা পলাইনের পত্র খানি পাঠ জন্য আমার অধিকতর উৎসুকা হইয়াছিল। তিনি লিখিয়াছেন যে গত ৮ই জুন তারিখে তিনি সংসার আশ্রম পরিত্যাগ করিয়া ধর্ম্মজীবন গ্রহণ করিয়াছেন। আহা! জীবন তাঁহার পক্ষে এখন কি সুখকর। ইহজীবনে সর্ব্বাপেক্ষা যাহা কঠিন কার্য্য তাহা সম্পন্ন করিয়া তিনি অতীব সুখিনী হইয়াছেন। যে পথ অবলম্বন করা আমার পক্ষে শ্রেয়স্কর, আশা করি তাহা অনুসরণ করিবার সময় উপস্থিত হইবে। ভ্রাতা পেস্ফাইল যে পথে গমন করিয়াছেন তাহার অনুসরণ করা কি আমার পক্ষে অসম্ভব?

আপনাদের ভক্ত
সন্তান
জোসেফ্ দি বিউস্তার।

জোসেফের পিতা মাতা তাঁহাকে অল্প বয়সেই বিষয় কার্য্যে নিযুক্ত করিবার জন্য উৎসুক হইয়াছিলেন। সেই জন্যই তাঁহারা তাঁহাকে বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রেরণ না করিয়া বাণিজ্য-বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থ পাঠাইয়াছিলেন। কিন্তু অর্থোপার্জ্জন বা বিষয়সুখ

তৃপ্ত করিতে পারে জোসেফের আত্মা তদনুরূপ উপাদানে গঠিত হয় নাই। সাধারণ লোকে ধর্ম্মশূন্য বিষয়সুখের মোহকর চিত্রে মুগ্ধ হইয়া উহারই অনুসরণ করিতে থাকে, পরে তাহার অতৃপ্তিকরতা উপলব্ধি করিয়া ঈশ্বরের পথে বিচরণ করিতে শিক্ষা করে। কিন্তু জোসেফ্ স্বীয় স্বভাবসিদ্ধ আধ্যাত্মিকতার গুণে, কিসে আত্মার যথার্থ সুখ ও প্রকৃত তৃপ্তি হয় তাহা স্পষ্ট বুঝিতে পারিয়াছিলেন। অভিজ্ঞতার সাহায্যে সেই সত্য তাঁহাকে শিক্ষা করিতে হয় নাই। জোসেফের আধ্যাত্মিকতার গভীরতা কত দূর তাহা তাঁহার পিতা মাতা প্রথমতঃ বুঝিতে পারেন নাই, সেই জন্য তাঁহারা তাঁহাকে বাণিজ্য বিদ্যালয়ে প্রেরণ করিয়াছিলেন। কিন্তু স্নেহময় পিতা ও স্নেহময়ী মাতাকে অসন্তুষ্ট করিয়া ধর্ম্মজীবন গ্রহণ সদ্বিবেকসম্পন্ন জোসেফের মনে অসঙ্গত কার্য্য বলিয়া প্রতীতি হইয়াছিল, অতএব তিনি তাঁহাদিগের সম্মতি প্রার্থনা করিয়া এই পত্র খানি লিখেন ;—

ব্রেন্-লি-কোমত

২৫এ ডিসেম্বর ১৮৫৮।

প্রিয় জনক জননী,

আজ প্রভু খ্রীষ্টের জন্ম দিনে আপনাদিগকে পত্র লিখিতে আমি সঙ্কুচিত হইতেছি না, কেননা এই উৎসবের দিনে আমার হৃদয়ে দৃঢ় প্রতীতি জন্মিয়াছে যে সংসার পরিত্যাগ পূর্ব্বক ধর্ম্মজীবন গ্রহণ করাই আমার প্রতি ঈশ্বরের আদেশ। সেই জন্য, হে প্রিয় জনক জননী—আজ পুনরায় ঈশ্বরের এই আদেশ পালন করিতে আমি আপনাদিগের সম্মতি প্রার্থনা করিতেছি। আপনাদের সম্মতি ব্যতিরেকে আমি ধর্ম্মজীবন গ্রহণ করিতে

সাহস করিতে পারি না। পিতা মাতার আদেশ পালন করিতে পরমেশ্বরের যে আজ্ঞা আছে তাহা যে কেবলই বালক বালিকা-দিগের পালনীয় তাহা নহে।

ধর্ম্মজীবন গ্রহণে আমি যে কেবল আমার হৃদয়ের বাসনা কর্ত্তৃক পরিচালিত হইতেছি তাহা মনে করিবেন না। আমি আপনাদিগকে নিশ্চিত করিয়া বলিতেছি যে এই সংকল্প সাধনে তৎপর হইয়া আমি কেবল সেই পরম পিতা বিধাতাপুরুষেরই ইচ্ছা পালন করিতে যাইতেছি। আমার প্রার্থনায় আপনারা অসম্মত হইবেন সে ভয় আমি করিনা, কেননা ঈশ্বরই আমাকে এই পথে আহ্বান করিতেছেন, আর আমি তাহাব আহ্বান না শুনিয়া থাকিতে পারিবনা। ঈশ্বরের এই ইচ্ছা পালনে যদি আপনারা আপনাদিগের সন্তানকে বাধা দেন তাহা হইলে ঈশ্বর আপনাদিগের প্রতি ক্রুদ্ধ হইবেন; তাহার ক্রোধের ফল অবশ্যই অতি ভয়ানক হইবে। শৈশব কাল হইতে ঈশ্বর আমাকে যে কার্য্যের জন্য মনোনীত করিয়া রাখিয়াছেন তাহা সম্পন্ন করিতে না দিলে আপনারা আমাকে অত্যন্ত দুর্দ্দশাপন্ন করিবেন; সে দুর্দ্দশার আর মোচন হইবেনা। কেবল ইহা নহে, আমার এই সংকল্প সাধনে বাধা দিলে আপনারা আমার মুক্তির পথে কণ্টক রোপন করিবেন।

আপনারা অবশ্যই স্বীকার করেন যে ইহজীবনে যিনি কোন পথ অবলম্বন করিবেন, তৎসম্বন্ধে তাঁহার বিবেচনায় ঈশ্বরের যাহা উদ্দেশ্য তাহা যাহাতে সাধিত হয় তজ্জন্য সচেষ্ট হওয়া তাঁহার একান্ত কর্ত্তব্য। এই কর্ত্তব্য পালন না করিলে ভবিষ্যতে কেহ সুখ শান্তির অধিকারী হইতে পারেন না। অতএব

আমার জীবনের লক্ষ্য সম্বন্ধে ঈশ্বরের যে উদ্দেশ্য উপলব্ধি করিতে পারিতেছি তাহা অবগত হইয়া আপনারা কষ্ট অনুভব করিবেন না। ভ্রাতা অগস্তি লিখিয়াছেন যে তিনি যে ধর্ম্ম-শ্রেণী ভুক্ত হইয়াছেন আমিও তাহাতে প্রবেশ করিতে পারি। তিনি আরও লিখিয়াছেন যে আমি যদি তাঁহাদিগের শ্রেণী-ভুক্ত হইবার ইচ্ছা করি তাহা হইলে নব বর্ষারম্ভের সময় তাঁহা-দিগের অধ্যক্ষকে সংবাদ দেওয়া কর্ত্তব্য এবং তাহার কিছু কাল পর হইতে উক্ত শ্রেণীভুক্ত হওয়া আবশ্যক।

ধর্ম্মজীবন গ্রহণরূপ সুখে বঞ্চিত হইবনা এই আশায় আশা-ন্বিত হইয়া আমি এই পত্র সমাপন করিতেছি।

আপনাদিগের আজ্ঞাবহ

সন্তান

জোসেফ দি বিউস্তার,

জোসেফের পিতা মাতা ধর্ম্মপরায়ণ ছিলেন, সুতরাং জোসে-ফের ধর্ম্মানুরাগ প্রকাশক মহৎ প্রস্তাবে তাঁহারা যে বিশেষ আপত্তি করিবেন তাহার অধিক সম্ভাবনা ছিলনা। বিশেষতঃ ইতি পূর্ব্বেই জোসেফের ভ্রাতা অগস্তি সংসারাশ্রম পরিত্যাগ পূর্ব্বক ধর্ম্মজীবন গ্রহণ করিয়াছিলেন। ভ্রাতার পদানুসরণ করিতে জোসেফকে একান্ত উৎসুক এবং তাঁহার সংকল্প তাঁহার প্রকৃতির সম্পূর্ণ অনুযায়ী দেখিয়া তাঁহার জনক জননী তাঁহার উদ্দেশ্য সাধনের প্রতিবন্ধকতাচরণ করিলেন না।

নব বর্ষারম্ভে (১৮৫৯ শালে) জোসেফের পিতা তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া পারিস নগরে পেম্‌ফাইলের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গমন করিলেন। জোসেফকে পেম্‌ফাইলের নিকট রাখিয়া

তিনি কার্য্যানুরোধে অল্পকাল জন্য স্থানান্তরে যাত্রা করিলেন। সন্ধ্যাকালে তিনি প্রত্যাগমন করিলে জোসেফ তাঁহাকে বলিলেন, "পিতঃ আমি স্থির করিয়াছি আজ হইতেই ধর্ম্মজীবন গ্রহণ করিব। আর বাটী প্রত্যাগমন করিবনা। বাটী প্রত্যাগমন করিলে মাতা ও ভ্রাতা ভগিনীগণের নিকট হইতে বিদায় লইতে মনোকষ্ট হইবে। সে কষ্ট আমার পক্ষে দুঃসহ।" জোসেফের পিতা তাঁহার মুখ হইতে এইরূপ কথা শুনিতে পাইবেন প্রত্যাশা করিতেছিলেন। তিনি পুত্রের প্রস্তাবে দ্বিরুক্তি করিলেন না। সেই দিনই জোসেফ পিতার নিকট হইতে বিদায় লইয়া পিকপস্ ফাদারস্ (Picpus Fathers) নামক ধর্ম্ম শ্রেণীভুক্ত হইলেন। ধর্ম্ম জীবন গ্রহণ করণাবধি জোসেফের নাম দামিয়েন হইল।

ধর্ম্মাশ্রমের অধ্যক্ষগণ দামিয়েনের সরলতা ও অকপটতায় মোহিত হইলেন। দামিয়েনের মুখমণ্ডলে তদীয় প্রতিভার আভা উজ্জ্বলরূপে প্রতিভাত হইত, তাঁহার তেজস্বী প্রকৃতি তাঁহার বাহশ্রীতে সুস্পষ্টরূপে প্রকাশিত হইত। অধ্যক্ষগণ তাহা দেখিয়া ধর্ম্মজীবন গ্রহণ কার্য্যে দামিয়েনের উপযোগীত্ব সম্বন্ধে কোন সন্দেহ করিলেন না; সাগ্রহে তাঁহাকে আশ্রমভুক্ত করিলেন। কিন্তু দামিয়েন বাণিজ্য ব্যবসায়োপযোগী শিক্ষাই প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। রোমেন্ কেথলিক ধর্ম্মযাজক হইতে হইলে লাটিন ভাষায় ব্যুৎপন্ন হওয়া আবশ্যক, কিন্তু দামিয়েন লাটিন ভাষা এপর্য্যন্ত কিছুমাত্র শিক্ষা করেন নাই। সুতরাং অধ্যক্ষগণ তাঁহাকে ধর্ম্মযাজকের পদপ্রার্থীদিগের শ্রেণীভুক্ত করিতে পারিলেন না। ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় কার্য্য ব্যতীত

অন্যান্য সৎকার্য্যের সহকারী-স্বরূপ দামিয়েন ধর্ম্মাশ্রমে গৃহীত হইলেন।

ধর্ম্মপ্রচার কার্য্যে জীবন অর্পণ করা দামিয়েনের হৃদগত আকাঙ্ক্ষা ছিল সে আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ হইবার এক্ষণে বড় সুবিধা হইল না দেখিয়া তিনি ক্ষুব্ধ হইলেননা। যেরূপ কার্য্য হউক, ঈশ্বরের কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছেন ইহা ভাবিয়াই দামিয়েন স্বীয় জীবন সার্থক বোধ করিতে লাগিলেন। ব্রেণ-লি-কোমত নগরে যে দিন ধর্ম্ম প্রচারকদিগের উপদেশ শ্রবণ করিয়া তাঁহার মন ধর্ম্মজীবন গ্রহণে উৎসাহিত হইয়া উঠে, সে দিন সমস্ত রাত্রি উপাসনায় নিমগ্ন থাকিয়া তিনি যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, সেই প্রতিজ্ঞা এক্ষণে কার্য্যে পরিণত করিতে সমর্থ হইয়াছেন উপলব্ধি করিয়া দামিয়েন আনন্দ সাগরে ভাসিতে লাগিলেন। তাঁহার জীবনের সেই স্মরণীয় দিন হইতে তাঁহার হৃদয় বাণিজ্যব্যবসায়ের ন্যায় সাংসারিক কার্য্য অপেক্ষা উচ্চতর, মহত্তর কার্য্যে সময় ক্ষেপণ করিতে লালায়িত হইয়া উঠিয়াছিল, সেই পবিত্র আকাঙ্ক্ষা এক্ষণে চরিতার্থ হইল।

ভোগস্পৃহাশূন্যতা ও আত্মবিস্মরণকারী দয়া বৃত্তি এই দুইটী মহৎ গুণ 'দামিয়েনের চরিত্রে বাল্যকাল' হইতেই দেখা যায়। তাঁহার ধর্ম্মজীবন বর্ণনা করিবার পূর্ব্বে আমরা তাঁহার-উক্ত দুইটী গুণের পরিচায়ক দুইটী ঘটনার উল্লেখ করিব।

ধর্ম্মজীবন গ্রহণ করিবার বহু পূর্ব্ব হইতেই দামিয়েনের ভোগ সুখে বীতস্পৃহতার পরিচয় পাওয়া গিয়াছিল। রাত্রিকালে তাঁহার মাতা তাঁহার শয়নের জন্য প্রত্যহ কোমল শয্যা

প্রস্তুত করিয়া দিতেন। কিন্তু দামিয়েন তাহাতে শয়ন করি-তেন না। তিনি শয্যার নিম্নে একখানি কাষ্ঠ ফলক লুক্কায়িত রাখিতেন। রাত্রে তাহা বাহির করিয়া তাহারই উপর শয়ন করিতেন, এবং প্রত্যুষে শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিয়া তিনি উহা যথা-স্থানে লুকাইয়া রাখিতেন। এক দিন তিনি তাহা লুকাইতে বিস্মৃত হওয়াতে, তাঁহার মাতা তাহা দেখিতে পান এবং তজ্জন্য দামিয়েনকে তিরস্কার করেন। মাতার মনস্তুষ্টির জন্য দামিয়েন কিছু কালের জন্য কাষ্ঠ ফলকে শয়ন পরিত্যাগ করিয়াছিলেন।

দামিয়েনের পিতার প্রতিবেশীগণের মধ্যে এক দরিদ্রা বৃদ্ধা স্ত্রীলোকের একটী গাভী ছিল। সেই গাভীটী তাহার জীবিকা নির্ব্বাহের উপায় স্বরূপ ছিল বলিয়া সে তাহার সবিশেষ যত্ন করিত। একদা গাভীটীর কঠিন পীড়া হয়। গো চিকিৎসক তাহার চিকিৎসা করিয়া তাহার রোগের কিছুমাত্র উপশম করিতে কৃতকার্য্য হইল না। দামিয়েন এই সংবাদ পাইয়া করুণার্দ্র হইয়া বৃদ্ধার গোশালায় উপস্থিত হইলেন এবং সমস্ত রাত্রি জাগ্রত থাকিয়া, সযত্নে ও সাগ্রহে সেই গাভীর শুশ্রূষা করিয়া তাহার রোগ বহুলাংশে প্রশমিত করিলেন। তাঁহারই দয়াগুণে গাভীটীর জীবনরক্ষা হইল এবং দরিদ্র বৃদ্ধা স্ত্রীলোকটীও বিশেষ উপকৃতা হইল।

দ্বিতীয় অধ্যায়

ধর্ম্মজীবন আরম্ভ এবং ধর্ম্মপ্রচারার্থ সেণ্ড উইচ্ দ্বীপপুঞ্জে যাত্রা।

ঈশ্বর সেবায় স্বীয় জীবন উৎসর্গ করিয়া কৃতার্থ হইব, কত দিন হইতে দামিয়েন হৃদয়ের গভীরতম প্রদেশে এই পবিত্র বাসনা পোষণ করিয়া আসিতেছিলেন, এক্ষণে সেই বাসনা সিদ্ধ হইবার সুবিধা হইল দেখিয়া তাঁহার প্রাণ স্বতঃই বিমল আনন্দে পূর্ণ হইল। দামিয়েনের এক্ষণে উনবিংশতি বৎসর মাত্র বয়ঃক্রম হইয়াছিল। তিনি কেবল মাত্র যৌবনে পদ বিক্ষেপ করিয়াছিলেন। যৌবন কালে ইন্দ্রিয় চাঞ্চল্যবশতঃ অগণ্য লোক সুখের আশায় পাপের পথে গমন করে এবং পরিণামে ঘোর দুঃখ কষ্টের ভাগী হইয়া অমৃতের বাসনায় হলাহল পান করিয়া যন্ত্রণায় অস্থি. হ । কিন্তু নবযুবক দামিয়েন ইন্দ্রিয়ের দাস না হইয়া, ঈশ্বরের দাস হইবার জন্য প্রস্তুত হইলেন, ভোগসুখের প্রার্থী না হইয়া ধর্ম্মানুষ্ঠান জনিত আনন্দের অভিলাষী হইলেন। এক জন নব যুবক যৌবনের প্রেম, অনুরাগ, যৌবনের উদ্যম উৎসাহ, যৌবনের আশা ভরসা লইয়া ধর্ম্ম সাধনে অগ্রসর হইতেছেন, ইহা অপেক্ষা সুন্দর স্বর্গীয় দৃশ্য পৃথিবীতে আর হইতে পারে না। যৌবন কাল হইতেই ধর্ম্মশীল হইবে, "যুবৈব ধর্ম্মশীলস্যাৎ" প্রাচীন আর্য্য ঋষিদিগের এই মহোপদেশ; অন্যান্য দেশের মহাজনদিগেরও তাঁহাই অনুজ্ঞা। কিন্তু দামিয়েনের ন্যা

কয়জন ব্যক্তি যৌবনকাল হইতেই ধর্ম্মগত প্রাণ হইয়া ধর্ম্মের জন্য সমস্ত জীবন উৎসর্গ করিতে সক্ষম হয়েন? আমরা সন্ন্যাসাশ্রমের পক্ষপাত নহি, কিন্তু দামিয়েনের যে কর্ত্তব্য-প্রিয়তা, যে ভগবদভক্তি, যে ধর্ম্মানুরাগ ছিল, যৌবনের প্রারম্ভ হইতেই প্রত্যেক যুবারই তাহা লাভ করিতে সচেষ্ট হওয়া কর্ত্তব্য।

আশ্রমে প্রবেশ করিয়াই দামিয়েন স্বীয় স্বভাবসিদ্ধ-উদ্যম ও অনুরাগের সহিত নবাবলম্বিত ধর্ম্মজীবনের নানা কর্ত্তব্য কার্য্য সম্পাদনে প্রবৃত্ত হইলেন। সাংসারিক সকল বাসনা পরিত্যাগ পূর্ব্বক ইন্দ্রিয়দিগকে বশীভূত করিয়া ক্যাথলিক সম্প্রদায়ানু-মোদিত বিবিধ ধর্ম্ম ক্রিয়ায় নিযুক্ত থাকিয়া তিনি দিনে দিনে আশ্রমের অধ্যক্ষগণের অনুরাগ ভাজন হইয়া উঠিতে লাগি-লেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা পেম্‌ফাইল ধর্ম্মযাজক পদ প্রার্থী হইয়া এই আশ্রমে শিক্ষালাভ করিতেছিলেন, দামিয়েন আব-শ্যক হইলেই তাঁহার নিকট গমন করিয়া নানা বিষয়ে তাঁহার পরামর্শ গ্রহণ করিতেন। দামিয়েনের অসাধারণ বুদ্ধি শক্তি এবং অল্পায়াসে জ্ঞান লাভ করিবার আশ্চর্য্য শক্তির পরিচয় পাইয়া, তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা তাঁহাকে লাটিন ভাষা শিখাইতে আরম্ভ করিলেন। ছয় মাসের মধ্যে তিনি এই ভাষা এতদূর শিক্ষা করিলেন, যে কর্ণিলিয়াস্‌ নিপস্‌ নামক লাটিন গ্রন্থকার রচিত দুরূহ গ্রন্থের যে কোন স্থল অতি সত্বর এবং সুন্দর রূপে অনুবাদ করিবার ক্ষমতা লাভ করিলেন। ছয় মাসের মধ্যে লাটিন ভাষায় এতদূর ব্যুৎপত্তি লাভ করিতে অতি অল্প লোকেই সক্ষম হইয়া থাকে। ধর্ম্মাশ্রমের অধ্যক্ষগণ দামিয়েনের অধ্যয়নশীল-

তার যথেষ্ট পরিচয় প্রাপ্ত হইয়া তাঁহাকে ধর্ম্ম যাজকের পদে উন্নত করিবার মানস করিলেন এবং তদোপযোগী পুস্তকাদি অধ্যয়নে নিযুক্ত করিয়া দিলেন। এই কার্য্য সম্পন্ন করিবার জন্য দামিয়েনকে পারিস নগরে গমন করিতে হইল। এই স্থানে অবস্থান কালে তিনি তাঁহার জনক জননীকে যে সকল পত্র লিখিতেন, তাহাতে তাঁহাদিগের প্রতি তাঁহার ভক্তি ও ধর্ম্মানুরাগের সবিশেষ নিদর্শন প্রাপ্ত হওয়া যায়। ১৮৬১ সালে নব বর্ষোপলক্ষে পিতা মাতা ও আত্মীয় স্বজনের মঙ্গল কামনা করিয়া দামিয়েন তাঁহার জনককে যে পত্র খানি লিখেন তাহা অকপট ধর্ম্ম ভাব পূর্ণ। নববর্ষের দিনে মানব জীবনের অনিত্যতা উপলব্ধি করিয়া তিনি লিখিয়াছিলেন ;—"ইহলোকে জীবনের কিছুই স্থিরতা নাই। বৎসর শেষ না হইতে হইতেই হয়ত ভক্তি ভাজন জনক বা স্নেহময়ী জননী, অথবা প্রিয় ভ্রাতা বা প্রাণাধিকা ভগ্নী, মৃত্যু কর্ত্তৃক পরলোকে নীত হইবেন। জীবনের অনিত্যতা উপলব্ধি করিয়া আমরা যেন অকপট ভাবে অনুতাপ করিতে শিক্ষা করি। এ জগৎ বিদেশ, স্বর্গই আমাদিগের স্বদেশ। প্রতি মুহূর্ত্তেই স্বদেশ যাত্রার সময়ের নিকটবর্ত্তী হইতেছে এই ভাবিয়া সাধু ও ধর্ম্মপরায়ণ খৃষ্টান মৃত্যু প্রতীক্ষা করেন। মৃত্যু তাঁহাদিগের পক্ষে সুখকর।"

দামিয়েন উক্ত পত্রে যে আশঙ্কা প্রকাশ করিয়াছিলেন তাহা সত্য ঘটনায় পরিণত হইল। ১৮৬১ সালের এপ্রিল মাসের পূর্ব্বেই দামিয়েনের মাতামহী পরলোক গমন করিলেন। তিনি পরিবারস্থ সকলেরই বিশেষ ভক্তির পাত্রী ছিলেন।

দামিয়েন তাঁহার মৃত্যু সংবাদ প্রাইয়া পরিতপ্ত হৃদয়ে তাঁহার জনক জননীকে লিখেন; "পিতামহীর মৃত্যু সংবাদে আমি শোক সন্তপ্ত হইলাম। কিন্তু পরক্ষণেই আমার হৃদয়ে আনন্দের সঞ্চার হইল। ঈশ্বর যাহা করেন সে সমস্তই ন্যায় সঙ্গত, এই সত্য আমার হৃদয়ে উদয় হইল। আমার মাতামহী স্বর্গ রাজ্যে প্রবেশ করিবার জন্য সম্পূর্ণ রূপে প্রস্তুত হইয়াছিলেন। তিনি সেখানে গিয়া স্বর্গ সুখের সম্পূর্ণ অধিকারিণী হইবেন, তদ্বিষয়ে আমার কিছু মাত্র সন্দেহ নাই।" এই সকল বাক্য দামিয়েনের জ্বলন্ত ধর্ম্মবিশ্বাসের সুন্দর পরিচয় প্রদান করিতেছে। এক্ষণে দামিয়েন্ একবিংশ বৎসর বয়সে উপনীত হইয়াছিলেন। এই নব যৌবনের সময় কত হৃদয়ে পাপ বাসনা পাপ চিন্তা কত উদয় হয়, কিন্তু দামিয়েনের মনে এই কালে ধর্ম্ম পথে উন্নতি লাভের বাসনাই উদিত হইত। এই একবিংশতি বৎসর বয়ক্রম কালেই তিনি তাঁহার পিতা মাতাকে লিখিয়াছিলেন। "প্রিয় জনক জননী, যাহাতে আমরা আনন্দিত চিত্তে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিতে পারি, তজ্জন্য আমাদের প্রস্তুত হওয়া কর্ত্তব্য। যে কয়েক দিন আমরা জীবিত থাকিব, তাহার এক মূহুর্ত্তও যেন আমরা বৃথা ক্ষেপণ না করি। ন্যায় ও পবিত্রতার পথে আমরা যেন দিনে দিনে অগ্রসর হইতে থাকি।"

পারিস নগরবাসীদিগের আমোদপ্রিয়তা ও বিলাসীতার প্রতি যুবক দামিয়েনের সম্পূর্ণ বিরাগ লক্ষিত হইত। তিনি আশ্রম পরিত্যাগ করিয়া নগর ভ্রমণ করিতে ভাল বাসিতেন না। তিনি তাঁহার পিতাকে যে সকল পত্র লিখিতেন, তাহাতে

আগ্রহের সহিত আশ্রমের নানা কথা লিখিতেন, কিন্তু ভোগ সুখের আবাস স্থল পারিস নগরীর কোন সংবাদ দিতেন না। ইহা যৌবনকালেই সাংসারিকতা হইতে তাঁহার আত্মার বিমুক্তির একটী নিদর্শন স্বরূপ গণ্য হইতে পারে।

পারিস নগরের আশ্রমে অবস্থিতি করিয়া যতদূর শিক্ষার প্রয়োজন ছিল তাহা সমাধা করিয়া দামিয়েন লুভেঁ নগরে প্রত্যাগমন করিলেন। এখানে আগমন করিয়া তিনি তাঁহার ভ্রাতা পেম্‌ফাইলের সহিত এক গৃহে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন এবং ধর্ম্মপ্রচারক পদের উপযুক্ত হইবার জন্য ধর্ম্মশাস্ত্র ও দর্শন শাস্ত্র অভিনিবেশ সহকারে অধ্যয়নে প্রবৃত্ত হইলেন।

উপাসনাগারে ভুবন বিখ্যাত রোমেন্ কাথলিক সাধু পুরুষ সেণ্টজেভিয়ারের একটী চিত্র ছিল। হস্তে ক্রশ লইয়া, ধর্ম্মপ্রচারকের পরিচ্ছদ পরিহিত হইয়া জেভিয়ার দণ্ডায়মান রহিয়াছেন। এই চিত্রে দামিয়েন যেন স্বীয় ভবিষ্যত জীবনের চিত্র দেখিতে পাইলেন। জেভিয়ার যেরূপ অসাধারণ জ্বলন্ত উৎসাহের সহিত স্বদেশ হইতে দূরস্থ প্রদেশে গমন করিয়া তথায় স্বীয় ধর্ম্মমত প্রচারপূর্ব্বক ভ্রমণ করিয়াছিলেন, দামিয়েন ভবিষ্যতে তাহাই করিবেন তাঁহার মনে এক্ষণে এই মহৎ বাসনা ও আকাঙ্ক্ষার উদ্রেক হইয়াছিল। দামিয়েন প্রত্যহ নিয়মিত রূপে জেভিয়ারের চিত্রের সম্মুখে অবনতজানু হইয়া তাঁহার পরলোকগত আত্মার নিকট এই প্রার্থনা করিতেন, যেন তাঁহার অনুগ্রহে তিনিও এক দিন তাঁহার ন্যায় দূরদেশে ধর্ম্মপ্রচার জন্য গমন করিতে সক্ষম হয়েন। * দামিয়েনের ভবিষ্যৎ জীবনে

রোমেন কেথলিক সম্প্রদায়ের বিশ্বাস যে পরলোকগত

প্রদর্শিত হইবে যে তাঁহার এই পবিত্র প্রার্থনা তাঁহার হৃদয়ের এই মহা আকাঙ্ক্ষা সম্পূর্ণরূপে পূর্ণ হইয়াছিল। সম্মুখে একটী উচ্চ আদর্শ ধারণ করিয়া চেষ্টা, যত্ন, পরিশ্রম ও অধ্যবসায়ের বলে সেই আদর্শ অনুযায়ী স্বীয় জীবনকে গঠিত করা যে সম্ভব-পর, তাহা পৃথিবীর অনেকানেক মহাপুরুষ প্রমাণ করিয়া গিয়াছেন। দামিয়েনও তাহার আর একটী দৃষ্টান্ত স্থল। যৌবনকালে সেণ্টজেভিয়ারকে তিনি আপনার জীবনের আদর্শ করেন। তাঁহার জীবনী পাঠে পাঠক অবগত হইবেন যে স্বার্থত্যাগ, কষ্টসহিষ্ণুতা, উৎসাহ ও ধর্ম্মানুরাগ প্রভৃতি বিবিধ মহৎ গুণে তিনি জেভিয়ারের সমকক্ষ হইয়া সন্তুষ্ট থাকেন নাই, বিপন্নের সেবা সম্বন্ধে তিনি তাঁহাকেও অতিক্রম করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

যাঁহারা ধর্ম্মসমাজভুক্ত হইয়া ধর্ম্মসাধনের জন্য জীবন অর্পণ করিয়াছেন তাঁহাদিগের মধ্যে সামান্য মত বিভেদ জন্য কিম্বা অন্য কোন কারণে বিরোধ ও কলহ অতীব দূষনীয়। স্বীয় স্বাভাবিক ধর্ম্মভাব প্রণোদিত হইয়া দামিয়েন তাহা স্পষ্ট হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন। তিনি সহসাধক-দিগের সহিত কখন কোন প্রকার বিরোধে প্রবৃত্ত হইতেন না, এবং তাঁহাদিগের মধ্যে কাহাকেও কলহ বা বিরোধে প্রবৃত্ত হইতে দেখিলে বিরক্ত হইতেন। একদিন দুইজন সাধককে পরস্পরের প্রতি রূঢ় বাক্য ব্যবহার করিতে শ্রবণ করিয়া দামিয়েন বড়ই অসন্তুষ্ট হইয়া তাহাদিগকে বলেন; "আপনারা কি সেক্রেড্ হার্টস্ নামক পবিত্র ধর্ম্মাশ্রয়ের সাধক মণ্ডলীর

সাধুদিগের আত্মার নিকট প্রার্থনা করিলে তাহা তাঁহারা ঈশ্বরের অনুগ্রহে পূর্ণ করিতে সক্ষম হয়েন।

সভ্য নামের উপযুক্ত ?" এই বলিয়া তিনি তাঁহাদিগের নিকট হইতে প্রস্থান করেন। প্রত্যেক ধর্ম্মসম্প্রদায়ের সাধকমণ্ডলীর মধ্যে প্রকৃত ধর্ম্মভাব সম্পন্ন লোকের সংখ্যা অধিক নহে। রোমেন কেথলিক সম্প্রদায় মধ্যে এই নিয়মের ব্যতিক্রম দেখা যায় না। দামিয়েন যে ধর্ম্মাশ্রমের সাধক মণ্ডলীভুক্ত হইয়াছিলেন তৎ-প্রদর্শিত ধর্ম্ম-পথ হইতে যাহাতে তিনি স্খলিত না হয়েন তৎপ্রতি তাঁহার বিশেষ দৃষ্টি ছিল। কেহ অবলম্বিত ধর্ম্মের বিরুদ্ধে কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হইলে তিনি তাহা নিতান্ত অসঙ্গত ও কপট ব্যবহার জ্ঞান করিতেন।

দামিয়েন শ্রদ্ধাবান্ ছিলেন। গুরু জন ও মাননীয় ব্যক্তিগণের প্রতি যথোচিত শ্রদ্ধা ও ভক্তি প্রদর্শন করা তিনি একটী বিশেষ কর্ত্তব্য কার্য্য বলিয়া জ্ঞান করিতেন। ধর্ম্মাশ্রমের আচার্য্যগণের কোন কার্য্য সাধকদিগের নিকট অসঙ্গত বা অন্যায় বোধ হইলে যদি কখন তাঁহারা তাহা তীব্রভাবে সমালোচনা করিতেন, দামিয়েন তাহা সহ্য করিতে পারিতেন না। ভক্তিভাব সমন্বিত তদীয় হৃদয়ে তাহা শেল স্বরূপ বিদ্ধ হইত। যাঁহারা ভক্তি ও সম্মানভাজন তাঁহারা অন্যায় কার্য্য করিলে সম্মান ও শ্রদ্ধার সহিত তাহার প্রতিবাদ করা উচিত, এই নীতির সহিত দামিয়েনের হৃদয়ের প্রকৃতির সম্পূর্ণ ঐক্য ছিল।

নম্রতা সাধু হৃদয়ের একটী প্রধান লক্ষণ। দামিয়েনের হৃদয়ে বাল্যকাল হইতেই সাধুতার এই লক্ষণ বর্ত্তমান ছিল। অনেকে যৌবনকালে অহঙ্কার ভাবাপন্ন হইয়া থাকেন। আত্মশ্লাঘা-পরায়ণতা যুবা পুরুষদিগের মধ্যে সচরাচর দেখিতে পাওয়া গিয়া

থাকে। কিন্তু যুবক দামিয়েন যখন ধর্ম্মাশ্রমে বাস করিয়া ধর্ম্ম ও জ্ঞানলাভে ব্যাপৃত ছিলেন তখনও তিনি বাল্য-সুলভ নম্রতার পরিচয় দিয়াছিলেন। সকল সময়ে ও সকল কার্য্যে তিনি বিনম্র ভাবের পরিচয় প্রদান করিতেন। তিনি বলিতেন "যখন আমি এই তীক্ষ্ণ বুদ্ধি সম্পন্ন সহ-সাধকদিগের সহিত একত্রে উপবেশন করিয়া ধর্ম্মতত্ব শিক্ষায় ব্যাপৃত থাকি তখন ইহাঁদিগের বিদ্যা বুদ্ধির সহিত আমার বিদ্যাবুদ্ধি তুলনা করিয়া আমি লজ্জায় ম্রিয়মান হই।" আমাদিগের বিশ্বাস দামিয়েনের এইরূপ নম্রতা না থাকিলে তিনি জ্ঞান ও ধর্ম্মে উন্নতিলাভ করিতে সক্ষম হইতেন না। নম্রতা হইতেই উন্নতি লাভের আকাঙ্ক্ষার উৎপত্তি। অহঙ্কার-পূর্ণ আত্মা মনে করে যে তাহার যে পরিমাণ উন্নতিলাভ হইয়াছে, তাহাই যথেষ্ট, কিন্তু বিনম্র আত্মা সর্ব্বদাই স্বীয় হীন দশা উপলব্ধি করিয়া সতত উন্নতিলাভের জন্য সচেষ্ট হয়। মানবাত্মার উন্নতির পরিসমাপ্তি নাই ইহা উপলব্ধি করিয়া আমাদিগের আত্মাকে সর্ব্বদাই অহঙ্কারের আক্রমণ হইতে রক্ষা করা অতীব কর্ত্তব্য

ধর্ম্মাশ্রমের কোন আচার্য্য একদিন উপদেশ দেন, যে মৌনব্রত, গত জীবনের কার্য্যকলাপ চিন্তা, ও নিরন্তর ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা, এই তিনটী উপায় ধর্ম্মপথে অগ্রসর হইবার পক্ষে বিশেষ সাহায্য করে। এই উপদেশ দামিয়েনের নিকট অতীব উপাদেয় বলিয়া প্রতীয়মান হয়। তিনি ঐ উপদেশ অনুসারে সর্ব্বদা কার্য্য করিবেন মানস করিয়া স্বীয় ডেস্কের উপর তাহা স্বহস্তে খোদিত অক্ষরে লিখিয়া রাখিয়াছিলেন।

দামিয়েনের পিতা ধর্ম্মনিষ্ঠ বলিয়া সুপরিচিত ছিলেন।

রোমান ক্যাথলিক ধর্ম্মের নিয়মানুসারে যে সকল ধর্ম্ম নিয়ম পালন করিতে হয়, তিনি সাধ্যানুসারে তাহা পালন করিতেন। কোন কোন বিশেষ ধর্ম্মক্রিয়া তিনি বৎসরের মধ্যে চারিবার করিতেন, কিন্তু দামিয়েনের তাহা মনঃপূত হইত না। যখন দামিয়েন লুভেঁ নগরের ধর্ম্মাশ্রমে বাস করিতেছিলেন তখন একদা তাঁহার পিতা তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আইসেন। এই সময়ে তিনি বিনম্র ভাবে পিতাকে বুঝাইয়া বলেন যে তিনি যে ধর্ম্মক্রিয়াগুলি চারিবার করিয়া সম্পন্ন করিয়া থাকেন তাহা তদপেক্ষা অধিক বার সম্পন্ন করা তাঁহার পক্ষে শুভকর। দামিয়েনের পিতা পুত্রের এই সাধু অনুরোধের ঔচিত্য হৃদয়ঙ্গম করিয়া তদনুসারে কার্য্য করিতে স্থির সংকল্প হয়েন। পিতার কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য সম্বন্ধে পুত্রের পক্ষে কোন মত প্রকাশ করা সাধারণতঃ আমাদিগের দেশের সামাজিক প্রথার বিরোধী, কিন্তু ইউরোপ ও আমেরিকা খণ্ডের নানা সভ্য দেশে উহা রীতি বহির্ভূত কার্য্য নহে। যথোচিত ভক্তি সহকারে বিনম্র ভাবে, ও শুভ উদ্দেশে যদি জ্ঞান সম্পন্ন পুত্র পিতার কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য সম্বন্ধে কোন অভিপ্রায় প্রকাশ করেন তাহা হইলে পুত্র ঔদ্ধত্য দোষে দোষী হয়েন না।

দামিয়েন ও তাঁহার ভ্রাতা যখন ধর্ম্মাশ্রমে বাস করিতেছিলেন তৎকালে উহার অধ্যক্ষেরা তথাকার উপাসনালয়ের জীর্ণ সংস্কার করাইতেছিলেন। আশ্রমের অধ্যক্ষগণ শিক্ষার্থিগণকে অনুরোধ করিয়াছিলেন যে তাঁহারা অবসরক্রমে উপাসনালয় সংস্কার কার্য্যে সাহায্য করিবেন। তাঁহারা আহ্লাদিত চিত্তে অধ্যক্ষগণের এই আদেশ পালন করিতেন। উপাসনালয়ের

ছাদের উপরিভাগস্থ ভগ্নপ্রায় একটী উচ্চ অংশ সম্পূর্ণরূপে ভাঙ্গিয়া তাহা পুনঃ নির্ম্মাণ করিবার প্রয়োজন হয়। সেই ভগ্নপ্রায় অংশের নিকট যাইয়া তাহা ভগ্ন করিতে গেলে হঠাৎ তাহা ভগ্নকারীর উপর পতিত হইয়া তাহার প্রাণ বিনাশ করিতে পারে এরূপ সম্ভাবনা ছিল, সুতরাং কেহই ঐকার্য্যে অগ্রসর হইতেছিলেন না। দামিয়েনের হৃদয় সাহসে পরিপূর্ণ, তিনি ভগ্ন-প্রায় স্থানে একটী সোপান সংলগ্ন করিয়া তদুপরি আরোহণ করিয়া ধীরে ধীরে ঐ স্থানটী ভগ্ন করিয়া ফেলিলেন। তাঁহার অকুতোভয়তা দেখিয়া সকলে চমৎকৃত হইয়া গেল।

১৮৬৩ শালের, এপ্রিল মাসে দামিয়েন, ভ্রাতা পেমফাইল ও কয়েক জন সহধ্যায়ী সহ জন্ম স্থান ট্রেমেলু গ্রামে গমন করিয়া পিতা মাতা ও অন্যান্য আত্মীয় পরিজনের সহিত কিয়ৎকাল ধর্ম্মোৎসব ও সদালাপে ক্ষেপণ করেন। তথা হইতে লুভেঁ নগরে প্রত্যাগমন করিবার স্বল্প কাল পরেই নিম্নে বর্ণিত ঘটনাটী ঘটে। ঐ ঘটনা দামিয়েনের জীবনের গতি পরিবর্ত্তন করিয়া দেয়। ঐ ঘটনা তাঁহার প্রকৃতিগত সুন্দর ও মহৎ গুণ গুলিকে সম্পূর্ণরূপে প্রস্ফুটিত করাইবার উপায় স্বরূপ হয়। ঐ ঘটনাই তাঁহার অমরকীর্ত্তির সোপান স্বরূপ বিবেচিত হইতে পারে।

১৮৬৩ শালে পেমফাইল ধর্ম্মযাজক পদে উন্নত হইলেন। ধর্ম্মপ্রচার করিবার জন্য তাঁহার প্রথম হইতেই বিশেষ আগ্রহ ছিল। ধর্ম্মাশ্রমের অধ্যক্ষগণ তাহা সম্যক অবগত ছিলেন। পোপ দ্বাদশ লিও এই ধর্ম্মাশ্রমের অধ্যক্ষগণকে প্রশান্ত সমুদ্রস্থ দ্বীপ সমূহের মধ্যে সেণ্ডউইচ নামক দ্বীপে

ধর্ম্ম প্রচারের অধিকার প্রদান করিয়াছিলেন। এক্ষণে পেমফাইল্‌কে তাঁহারা ঐ দ্বীপে ধর্ম্ম প্রচার উদ্দেশে যাত্রা করিতে আদেশ করিলেন। তিনি সানন্দ চিত্তে এই পবিত্র আদেশ শিরোধার্য্য করিলেন। কিন্তু মানবের অতি নিঃস্বার্থ ও মহৎ বাসনা চরিতার্থতা সম্বন্ধেও অনেক সময় অনতিক্রমণীয় বাধা বিঘ্ন উপস্থিত হইয়া থাকে। পেমফাইল সেণ্ডউইচ্‌ দ্বীপে যাত্রা করিবার জন্য প্রস্তুত হইতেছেন, যে অর্ণবপোতারূঢ় হইয়া যাত্রা করিবেন তাহা স্থির হইয়া গিয়াছে, উপযুক্ত অর্থ দিয়া টিকিট ক্রয় করা পর্য্যন্ত হইয়াছে, এমন সময়ে তিনি জ্বর বিকারে আক্রান্ত হইলেন। এই ঘটনায় দামিয়েনের মন উদ্বেলিত হইয়া উঠিল—তাহার ভ্রাতার পরিবর্ত্তে তাঁহার স্বয়ং সেণ্ডউইচ দ্বীপে যাত্রা করিবার বাসনা অকস্মাৎ যেন তাড়িতের ন্যায় প্রবলবেগে তাহার মনে প্রবেশ করিল। তিনি রোগশয্যাশায়ী ভ্রাতার নিকট গমন করিয়া সুসম্ভ্রমে ও সস্নেহে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"যদি আমি আপনার পরিবর্ত্তে সেণ্ডউইচে ধর্ম্ম প্রচার্থ জন্য গমন করি তাহা হইলে কি আপনার মনোবেদনার কিঞ্চিৎ লাঘব হয়? আপনি কি তাহা হইলে এই রোগ শয্যায় কিঞ্চিৎ শান্তি প্রাপ্ত হইতে পারেন?" তিনি রোগাক্রান্ত হওয়াতে ধর্ম্মপ্রচার্থ পক্ষে যে ব্যাঘাত উপস্থিত হইল, তাহাতে পেমফাইল্‌ মর্ম্মাহত হইয়াছিলেন। দামিয়েনের অকপট ধর্ম্মভাব, স্থির বুদ্ধি, ও জ্বলন্ত উৎসাহের প্রতি তাঁহার বিশেষ শ্রদ্ধা ছিল। তাহাকে উপরোক্ত প্রকার প্রস্তাব করিতে দেখিয়া পেমফাইল আনন্দে বিগলিত হইলেন এবং সাগ্রহে তাঁহার প্রস্তাবে সম্মতি প্রদান করিলেন।

দামিয়েন আর কাল বিলম্ব না করিয়া পারিস্ নগরে ধর্ম্মাশ্রমের সর্ব্বপ্রধান অধ্যক্ষের নিকট স্বীয় প্রার্থনা অবগত করাইলেন। দামিয়েন এখনও ধর্ম্মযাজকের পদ প্রাপ্ত হন নাই, সুতরাং ধর্ম্মপ্রচার কার্য্যে তাঁহার অধিকার জন্মে নাই। তথাপি তিনি ঐ কার্য্যের জন্য আবেদন করিতে কুণ্ঠিত হইলেন না। তাঁহারই হৃদয়ে যে ধর্ম্মানুরাগ ও ধর্ম্মোৎসাহ প্রজ্বলিত হইতেছিল তাহার বল ও তেজের উপর নির্ভর করিয়াই তিনি তাঁহার এই অপ্রাপ্য অধিকার লাভে সাহসী হইয়াছিলেন। এরূপ আত্মবল ও সাহস বীর হৃদয়ের পরিচায়ক। ধর্ম্মাশ্রমের প্রধান অধ্যক্ষ দামিয়েনের আবেদন প্রাপ্ত হইয়া তৎক্ষণাৎ তাহা গ্রাহ্য করিলেন এবং আশ্রমের অধ্যক্ষগণকে অনুমতি করিয়া পাঠাইলেন যে পেমফাইলের পরিবর্ত্তে তাঁহার ভ্রাতা দামিয়েনকে সেণ্ডউইচ দ্বীপে ধর্ম্ম প্রচারার্থ প্রেরণ করা হউক। আশ্রমের অধ্যক্ষগণ দামিয়েনের উপর কিঞ্চিৎ বিরক্ত হইয়া তাঁহাকে বলিলেন; "তুমি এখনও ধর্ম্মযাজকের পদে উন্নত হও নাই, অতএব এখন ধর্ম্মপ্রচার করিতে যাওয়া তোমার পক্ষে বরং নির্ব্বোধের কার্য্য।" দামিয়েন তাঁহাদের এই বাক্যে কিছুমাত্র নিরুৎসাহিত না হইয়া প্রধান ধর্ম্মাধ্যক্ষের অনুজ্ঞাপত্র খানি লইয়া সাহ্লাদে ভ্রাতার নিকট গমন করিলেন এবং তাঁহার আনন্দকর মর্ম্ম তাঁহাকে অবগত করাইলেন।

সেণ্ড উইচ্ দ্বীপগামী যে অর্ণবপোতে যাত্রা করিবার জন্য পেম্ফাইল টিকিট ক্রয় করিয়াছিলেন তাহার যাত্রার দিবস ক্রমে নিকটবর্ত্তী হইতেছিল, সুতরাং দামিয়েন আর কালবিলম্ব না করিয়া জনকজননী ও আত্মীয় পরিজনগণের

নিকট হইতে বিদায় লইবার জন্য স্বীয় জন্মভূমি ট্রেমেলু গ্রামে যাত্রা করিলেন। তাঁহাদের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া প্রত্যাগমনকালে মাতা ও ভ্রাতৃবন্ধু সমভিব্যাহারে দামিয়েন্ ট্রেমেলু গ্রামের নিকটবর্ত্তী তাঁহার বাল্যকালের প্রিয় উপাসনালয়ে গমন করেন। সেই উপাসনালয়ে তিনি গভীর অকপট একপ্রাণতার সহিত এই প্রার্থনা করেন যে তিনি যেন ঈশ্বরের কর্ম্মক্ষেত্রে অন্ততঃ দ্বাদশ বৎসরকাল কার্য্য করিতে সক্ষম হয়েন। তাঁহাব জীবনীপাঠে অবগত হওয়া যায় যে তাঁহার এই প্রার্থনা পরিবর্দ্ধিত আকারে পূর্ণ হইয়াছিল, কেননা দামিয়েন্ দ্বাদশ বৎসব নহে, দ্বি-দ্বাদশ বৎসর স্বীয় আদর্শানুসারে ঈশ্বরের সেবা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

একদিবস মাত্র পিত্রালয়ে বাস করিয়া, দামিয়েন প্রিয়তম আত্মীয়গণের নিকট হইতে ইহজীবনের জন্য বিদায় লইয়া বিষন্নমনে লুভেঁ নগরে প্রত্যাগমন করিলেন এবং তথা হইতে অবিলম্বে পারিস নগরে যাত্রা করিলেন। এই স্থানে তাঁহার ফটোগ্রাফ গ্রহণ করা হয়। তাঁহার ভ্রাতা কর্ত্তৃক ইংরাজীতে তাঁহার যে জীবনী প্রকাশিত হইয়াছে তাহার প্রথমে উক্ত ফটোগ্রাফানুযায়ী তাঁহার একটী প্রতিমূর্ত্তি প্রদত্ত হইয়াছে। এই সময়ে দামিয়েনের দ্বাবিংশতি বর্ষ বয়স হইয়াছিল। এই সময়ে তাঁহার চরিত্রের যেরূপ দৃঢ়তা ছিল এই প্রতিকৃতিস্থ তদায় মুখশ্রীতে তাহার ছায়া স্পষ্ট প্রতিফলিত দেখা যায়। এই প্রতিকৃতিতে দেখিতে পাই, তিনি হস্তে একটী ক্রশ ধারণ করিয়া বক্ষঃস্থলে তাহা রক্ষা করিতেছেন, যেন বলিতেছেন "এই ক্রশে বিদ্ধ করিয়া সমস্ত ভোগ সুখ বিনাশ পূর্ব্বক

আমি ঈশ্বরের নাম প্রচারে ও তাঁহার সন্তানগণের দুঃখ লাঘবে জীবন ক্ষেপণ করিব। পারিস নগরে তিন দিবস কাল অবস্থিতি করিয়া দামিয়েন ব্রিমারহেবেন নামক বন্দরে উপস্থিত হয়েন। সেখানে সেণ্ডউইচ দ্বীপগামী অর্ণবপোতে আরোহণ করেন। ১৮৬৩ সালের ১লা নবেম্বর তারিখে জাহাজ ব্রিমারহেবেন বন্দর পরিত্যাগ করিয়া প্রশান্ত সমুদ্রাভিমুখে যাত্রা করিতে আরম্ভ করে। উক্ত জাহাজে পাঁচজন ফরাসীস্ ধর্ম্মযাজক ও দশজন লোকহিতব্রতাবলম্বিনী ভগিনী নাম ধারিণী মহিলা, সেণ্ড উইচ দ্বীপপুঞ্জে ধর্ম্মপ্রচার ও তৎঅধিবাসী অসভ্যগণের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি সাধনে জীবন ক্ষেপণ করিবার জন্য যাত্রা করিতেছিলেন। দামিয়েন উক্ত পাঁচ জন ধর্ম্মযাজকের সহিত পরিচিত হইয়া অতীব সুখী হইলেন এবং অবিলম্বে তাঁহাদের স্নেহ ও শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিলেন। অর্ণবপোতে ইহাঁরা যে নিয়মে জীবন যাত্রা করিতেন, তাহার সহিত ধর্ম্মাশ্রমের নিয়মাবলীর কোন বিভিন্নতা ছিল না। ধর্ম্মালোচনা, উপাসনা, অধ্যয়ন, ও অবকাশ সম্বন্ধীয় যে সকল নিয়ম ধর্ম্মাশ্রমে প্রতিপালিত হইত, সমুদ্র বক্ষে ভাসমান অর্ণবপোতে বাসকালেও ইহাঁরা সেই সকল নিয়ম সম্যকরূপে পালন করিয়া আপনাদিগের গভীর ধর্ম্মানুরাগের পরিচয় দিতে লাগিলেন।

দামিয়েন চিরকালের জন্য স্বদেশ, মাতা পিতা, আত্মীয় বন্ধু বান্ধব পরিত্যাগ করিয়া সুদূর বিদেশে বিজাতীয় অসভ্যদিগের মধ্যে চির জীবন ক্ষেপণ করিতে যাইতেছেন। সুসভ্য স্বদেশ, স্নেহময়ী মাতা, স্নেহময় জনক, অনুরক্ত আত্মীয় বন্ধু-

বান্ধবদিগকে চির বিসর্জ্জন দিয়া যাত্রা করিতে দামিয়েনের স্নেহশীল হৃদয় গভীর বিরহ ব্যথায় ব্যথিত হইতে লাগিল। একদিকে স্বদেশ ও আত্মীয় স্বজন গণের প্রতি প্রীতি, অপর দিকে স্বীয় হৃদিস্থিত আদর্শানুযায়ী কর্ত্তব্য সাধনের প্রতি আগ্রহ—উভয়ের আকর্ষণে তাঁহার প্রাণ, মন আকৃষ্ট হইতেছিল, কিন্তু স্বীয় জীবনের আদর্শ কর্ত্তব্য পালনই ঈশ্বরের অভিপ্রেত স্থির করিয়া তাহাই সংসাধন জন্য বীরের ন্যায়, স্বদেশ ও স্বজনের স্নেহ মমতা বিসর্জ্জন করিলেন। ব্রিমারহেবেন্ পরিত্যাগ করিবার পূর্ব্বে অর্ণবপোত হইতে দামিয়েন স্বীয় জনক জননীকে যে পত্র লিখেন তাহাতে তিনি লিখিয়াছিলেন ;—"আমি আপনাদিগকে, জন্মভূমিকে ও আত্মীয় স্বজনকে হৃদয়ের সহিত ভালবাসি। সুতরাং চিরকালের জন্য আপনাদিগের সহিত সম্বন্ধবিচ্ছিন্ন করিয়া দূরদেশে ধর্ম্মকার্য্যে জীবন উৎসর্গ করা আমার পক্ষে ঘোরতর আত্মত্যাগের কার্য্য। কিন্তু যাঁহার আদেশ এই আত্ম বিসর্জ্জনের জন্য আমাকে প্রবোধিত করিতেছে তিনি স্বয়ং ঈশ্বর। আমরা আমাদিগকে সর্ব্বশক্তিমান ঈশ্বরের অধীন করিয়াছি। তিনি করুণা করিয়া আমাদিগকে আশ্রয় দিয়াছেন। অতএব আপনারা আমার জন্য উৎকণ্ঠিত হইবেন না। আপনাদিগের নিকট আমার কেবল এই মাত্র অনুরোধ যে আপনারা ঈশ্বরের নিকট এই প্রার্থনা করিবেন যেন আমরা নিরাপদে গন্তব্য স্থানে পৌঁছিতে পারি। ঈশ্বরের পবিত্র ইচ্ছা পালন করাই আমার জীবনের উদ্দেশ্য। আশীর্ব্বাদ করুন যেখানে থাকি, যতদিন জীবিত থাকি, সর্ব্বদাই যেন ঐ উদ্দেশ্য পালন করিতে সক্ষম হই।"

দামিয়েন যে অর্ণবপোতারূঢ় হইয়া সেণ্ডউইচ দ্বীপে যাত্রা করিয়াছিলেন তাহা বাষ্পীয়পোত ছিল না, সুতরাং গন্তব্য স্থানে পৌঁছিতে পাঁচ মাসকাল সময় লাগিয়াছিল। পথি মধ্যে হরন অন্তরীপের নিকটে ঘোর ঝটিকা উপস্থিত হওয়াতে জাহাজ খানি জলে পূর্ণ হইয়া সমুদ্র গর্ভে মগ্ন হইবার সম্ভাবনা হয়। কিন্তু যাত্রীগণ ঈশ্বরানুগ্রহে সে বিপদ হইতে উত্তীর্ণ হয়েন। এই ঘটনার পর কয়েক দিবস প্রবল বায়ু প্রবাহিত হইতে থাকে। হরন অন্তরীপের নিকট সর্ব্বদাই ঝটিকা হইয়া শত শত জাহাজ জলমগ্ন হয়। সুতরাং এই স্থানে প্রবল বায়ু প্রবাহিত হইতে দেখিয়া যাত্রীগণ বড়ই উৎকণ্ঠিত হইয়াছিলেন। দামিয়েন অর্ণবপোতের রক্ষার জন্য খ্রীষ্টমাতা মেরীর নয় দিবসব্যাপী উপাসনা আরম্ভ করেন। ইহা অতি বিস্ময়ের বিষয় যে যে, দিন তিনি উপাসনা সমাধা করিলেন, সেই দিবসই বায়ুর প্রবলতার লাঘব হইল এবং সমুদ্র শান্ত ভাব ধারণ করিল। ইহার কয়েক দিবস পরে চতুর্ব্বিংশ ঘণ্টাব্যাপী ঘোর ঝটিকা উপস্থিত হইয়া যাত্রীদিগের মনকে বিচলিত ও ভয়ার্ত্ত করিয়াছিল। পরিশেষে ১৮৬৪ সালের ১৯ মার্চ্চ তারিখে দামিয়েন সেণ্ডউইচ দ্বীপের রাজধানী হনোলুলু নগরে উপস্থিত হইলেন।

আমরা এই স্থলে সেণ্ডউইচ দ্বীপপুঞ্জের সংক্ষেপ বিবরণ প্রদান করিতেছি।

এই দ্বীপপুঞ্জ উত্তর প্রশান্ত মহাসাগরে এবং বিষুব রেখার উত্তর ভাগে দ্বাবিংশ ও ত্রয়োবিংশ ডিগ্রীর মধ্যে অবস্থিত। ইহাতে সর্ব্বশুদ্ধ দ্বাদশটী দ্বীপ আছে, তন্মধ্যে আটটীতে লোক জনের বসতি আছে, অবশিষ্ট চারিটী জীবজন্তু শূন্য। এই

দ্বীপপুঞ্জ হইতে এক হাজার ক্রোশ গমন না করিলে আমেরিকা মহা দেশের কোন অংশে উপস্থিত হওয়া যায় না। ১৭৭৮ খৃঃ অব্দে সুপ্রসিদ্ধ কাপ্তেন কুক্ এই দ্বীপ আবিষ্কার করেন। ১৭৭৯ খৃঃ অব্দে কুক্ সাহেব দ্বিতীয় বার এই দ্বীপে উপস্থিত হইলে তথাকার বর্ব্বর অধিবাসীগণ কর্ত্তৃক নিহত হয়েন। পৃথিবী বেষ্টনকারী এই সুবিখ্যাত ইংরাজ নাবিকই এই দ্বীপ গুলিকে "সেণ্ডউইচ দ্বীপ পুঞ্জ" নাম প্রদান করেন। ইহাঁদিগের মধ্যে হওয়ে নামক দ্বীপটী সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ। ঐ দ্বীপস্থ হনোলুলু নামক নগর সেণ্ডউইচ দ্বীপ পুঞ্জের রাজধানী। এই নগরের অধিবাসীর সংখ্যা দশ সহস্র মাত্র। রাজা ও তাঁহার অমাত্যগণ এইখানে বাস করিয়া থাকেন। দ্বীপপুঞ্জের জল বায়ু অস্বাস্থ্যকর নহে। দামিয়েন স্বয়ং তাঁহার ভ্রাতা পেমফাইলকে লিখিয়াছিলেন যে, যে সকল বিদেশী ঐ দ্বীপে আসিয়া বসতি করে তাহারা শারীরিক স্বাস্থ্যে উন্নতি লাভ করিয়া থাকে। হওয়ে দ্বীপে তিনটী আগ্নেয় গিরি আছে, তন্মধ্যে দুইটী হইতে আগ্ন্যুৎপাত হয় না, কিন্তু তৃতীয়টী হইতে মধ্যে মধ্যে জ্বলন্ত অগ্নিময় দ্রবধাতু উদ্গীরিত হইয়া চতুর্দ্দিকে প্লাবিত হয়। এই আগ্নেয় গিরির অতি নিকটবর্ত্তী গ্রাম সমূহের মধ্যে ধর্ম্মপ্রচারের ভারই দামিয়েনের উপর অর্পিত হইয়াছিল। বর্ত্তমান শতাব্দীর প্রথম ভাগে আমেরিকা নিবাসী প্রটেষ্ট্যাণ্ট খ্রীষ্টীয় মিসনরীগণ এই দ্বীপে সর্ব্ব প্রথমে খ্রীষ্ট ধর্ম্ম প্রচার আরম্ভ করেন। পরে ১৮২৫ খৃঃ অব্দে পোপ দ্বাদশ লিওর অনুজ্ঞা অনুসারে এই দ্বীপপুঞ্জে রোমেনকেথলিক ধর্ম্ম প্রচারিত হইতে আরম্ভ হয়। দামিয়েন এবং তাঁহার সহযাত্রী রোমেনকেথলিক

ধর্ম্মযাজকগণ এখানে উপস্থিত হইবার অষ্টাত্রিংশ বৎসর কাল পূর্ব্ব হইতে এই দ্বীপবাসীদিগের মধ্যে রোমেনকেথলিক ধর্ম্মমত প্রচারিত হইতেছিল।

দামিয়েন যখন আনন্দে ও উৎসাহে ধর্ম্মপ্রচার কার্য্যের গুরুভার গ্রহণ করিয়া লুভেঁ নগর পরিত্যাগ করেন, তখন সময়াভাবে তাঁহাকে ধর্ম্মযাজকের পদে উন্নত করিবার সুবিধা হয় নাই। ধর্ম্মযাজকের পদে উন্নীত না হইলে ধর্ম্মপ্রচারের অধিকার জন্মেন, সুতরাং হনোলুলু নগরে উপস্থিত হইয়াই দামিয়েন উক্ত পদের উপযুক্ত হইবার জন্য দুইমাস কাল সময় গ্রহণ করিলেন। তৎপরে ১৮৬৪ সালের জুন মাসে তিনি ধর্ম্মযাজকের পদে উন্নীত হইলেন। ধর্ম্ম প্রচারের অধিকার লাভ করিয়াই তিনি অপরিসীম আগ্রহ ও উৎসাহের সহিত স্বীয় কর্ত্তব্য কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইলেন।

প্রধান ধর্ম্মাধ্যক্ষ, ফাদার দামিয়েন ও ফাদার ক্লেমেণ্ট নামক অপর একজন প্রচারককে হওয়ে দ্বীপের নানা স্থানে প্রচার কার্য্যে নিযুক্ত হইতে আদেশ করিয়াছিলেন। প্রথম কয়েক দিবস তিনি দুই তিন স্থানের ধর্ম্মযাজকদিগের সহিত পরিচয় করিতে ব্যাপৃত রহিলেন। ধর্ম্মযাজকপদ গ্রহণ করিবার প্রায় একমাস কাল পরে সর্ব্বপ্রথম অসভ্য অধিবাসীদিগের মধ্যে ধর্ম্মবিষয়ে বক্তৃতা করেন। বক্তৃতার পর শ্রোতাগণের মধ্যে অনেকে কেথলিক ধর্ম্ম নিয়মানুসারে তাঁহার নিকট আগমন করিয়া তাঁহাদের পাপ স্বীকার করিল। শারীরিক বল এবং স্বাস্থ্যের অভাবে অনেক উৎসাহী ব্যক্তির আশা পূর্ণ হইতে পায়না; কিন্তু দামিয়েনের শারীরিক স্বাস্থ্য ও বল, তাঁহার হৃদ-

য়ের প্রবল উৎসাহের অনুযায়ী ছিল, সুতরাং উৎসাহ তাঁহাকে যে কার্য্য যেরূপ ভাবে সম্পন্ন করিতে পরিচালিত করিত, তিনি প্রায়ই তাহা সেই ভাবে সম্পন্ন করিতে সক্ষম হইতেন। ১৮৬৪ সালের একদিন তিনি ও ফাদার ক্লেমেণ্ট পঞ্চচত্বারিংশ ক্রোশ দূরবর্ত্তী এক স্থানে প্রচারার্থ গমনকালে কোন প্রকার যান না পাইয়া, ঐ পথের অধিকাংশ পদব্রজে গমন করিয়াছিলেন। অন্য এক সময়ে তিনি সহযোগী ক্লেমেণ্টর সঙ্গে সার্দ্ধ তিন দিন পদব্রজে ভ্রমণ করিয়া ধর্ম্মপ্রচার করিয়া বেড়াইয়াছিলেন।

পুনা নামক অঞ্চলে ধর্ম্মপ্রচার করিবাব ভার দামিয়েনের উপর অর্পিত হইয়াছিল। পুনা আয়তনে অতি বৃহৎ ছিল উহার এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত ভ্রমণ করিতে তিন দিবস লাগিত। পুনা জিলায় বহু সংখ্যক লোকের বাস ছিল। দামিয়েনের পূর্ব্বে, ঐ জেলায় কোন ধর্ম্মপ্রচারক বাস করিয়া প্রচার কার্য্যে নিযুক্ত থাকেন নাই, সুতরাং দামিয়েন কার্য্য করিবার বিশাল ক্ষেত্র প্রাপ্ত হইলেন। প্রথম দিবসেই তিনি প্রচার কার্য্যে বহির্গত হইয়া উনত্রিংশ জন লোককে খ্রীষ্টিয়ান ধর্ম্মে দীক্ষিত করিলেন। এখানে উপাসনালয় ছিল না, অল্পকাল মধ্যেই তিনি দুইটী উপাসনালয় সংস্থাপন কবিলেন। এখানকার অধিবাসীগণের খৃষ্ট ধর্ম্মের প্রতি অত্যন্ত বিদ্বেষ ভাব ছিল। যাহারা খৃষ্ট ধর্ম্ম অবলম্বন করিতে যাইত, তাহাদিগের আত্মীয় বান্ধবগণ তাহাদিগকে বিশেষ বাধা দিত; তথাপি ফাদার দামিয়েন স্বীয় গভীর ধর্ম্মভাব ও ধর্ম্ম প্রচার কার্য্যে পারগতার প্রভাবে অল্পকাল মধ্যেই বহু সংখ্যক লোককে খৃষ্ট ধর্ম্মাবলম্বী

করিতে সক্ষম হইলেন। উদার চরিত, প্রকৃত ধার্ম্মিক প্রচারক, ধর্ম্ম-মত প্রচার করিতে যত দূর চেষ্টিত হয়েন, তদপেক্ষা ধর্ম্মভাব, লোকের হৃদয়ে সঞ্চারিত করিবার জন্য অধিক যত্নশীল হয়েন। দামিয়েন এইরূপ উচ্চ শ্রেণীর ধর্ম্ম প্রচারক ছিলেন। তিনি বলিতেন, যে ঈশ্বরের প্রতি প্রেম ও আত্মার মুক্তির জন্য প্রবল আগ্রহ, এই দুইটী ভাব পুনা অঞ্চলবাসীদিগের হৃদয়ে উদ্দীপ্ত করিতেই তিনি বিশেষ সমুৎসুক হইবেন। * হাওয়াই দ্বীপে অবস্থান কালে তিনি কিরূপে তাঁহার কর্ত্তব্য কার্য্য করিয়াছিলেন পরবর্ত্তী অধ্যায়ে আমরা তাহা বর্ণনা করিব।

---

* দামিয়েন তাহার পিতাকে লিখিয়াছিলেন;—"Among the Volcanoes of Puna I should wish above all to have that pure love of God, that ardent zeal for the salvation of souls, with which M. Vianney, the Cure d'Ars, was inflamed."

তৃতীয় অধ্যায়।

হাওয়াই দ্বীপে অবস্থান এবং ধর্ম্ম প্রচার।

কিরূপ অবস্থায় দামিয়েন তাঁহার জন্ম ভূমি, পিতা মাতা এবং আত্মীয় বন্ধুদিগকে পরিত্যাগ করিয়া আসিয়াছিলেন, তাহা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। বন্ধনে অনভ্যস্ত অশ্ব, বন্ধন মুক্ত হইলে যেমন আনন্দে উল্লম্ফন দিয়া উঠে, ধর্ম্ম প্রচার কার্য্যে অনুমতি প্রাপ্ত হইয়া, তিনিও তেমনি উল্লসিত হইয়াছিলেন। কর্ত্তব্য সাধন সম্বন্ধে এইরূপ আন্তরিক অনুরাগ না থাকিলে কেহ কখন তাহা সুসম্পন্ন করিতে পারে না। লোকে সাধারণতঃ কার্য্য ক্ষেত্রের পরিমাণ বৃদ্ধি দেখিলে ভীত হয়। কিন্তু কার্য্য ক্ষেত্রের আয়তন বৃদ্ধি দর্শনে ভীত হওয়া দূরে থাকুক, দামিয়েনের উৎসাহ যেন আরও পরিবর্দ্ধিত হইতে লাগিল। পিতামাতাকে এবং জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে এই সময় তিনি যে সমস্ত পত্র লিখিতেন, তাহা তাঁহার অতুলনীয় উৎসাহ, কর্ত্তব্য নিষ্ঠা এবং ঈশ্বরেচ্ছার উপর নির্ভর ভাবের নিদর্শনে পূর্ণ। তাঁহার এই সময়ের লিখিত একখানি পত্রের অনুবাদ নিম্নে প্রদত্ত হইল।

স্যাণ্ডউইচ দ্বীপপুঞ্জ মার্চ্চ ১৮৬৫।

আমার একান্ত প্রিয় জনক জননি,

যখন আমি, আপনাদিগকে আমার সংবাদ প্রেরণ করিবার অবসর প্রাপ্ত হই এবং যখন আমি আপনাদিগকে স্মরণ করাইয়া

দিতে পারি, যে বিশাল প্রশান্ত সাগরের বক্ষে দুই শত পঁচিশ বর্গ ক্রোশ ব্যাপি একটি দ্বীপের অভ্যন্তর হইতে একজন পুত্ররূপে আপনাদিগকে ভাল বাসিতেছে; ধর্ম্মাচার্য্যরূপে ভগবানের নিকট আপনাদিগের জন্য প্রার্থনা করিতেছে; এবং প্রচারক রূপে আমাদিগের আরাধ্য মুক্তি দাতার বিপথগামী পুত্র কন্যা দিগকে ফিরাইয়া আনিতেছে; তখন আমার বড়ই আনন্দ হয়। প্রিয় জনক জননি, এখানে আমার অশান্তি এবং উদ্বেগের কারণ যথেষ্ট আছে, কিন্তু তথাপি আমি সুখে আছি।

অল্প দিন হইল আমাদিগের ধর্ম্মাধ্যক্ষ আমার প্রচার কার্য্যের জন্য একটি নূতন স্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন। আমাদিগের বাসস্থান টিমিলু বিভাগ অপেক্ষা ইহা আয়তনে কিঞ্চিৎ অধিক। ইহার চতুর্দ্দিক একবার পরিবেষ্টন করিয়া আসিতে হইলে এক মাস সময় আবশ্যক করে। এখানে আমাদিগের পদব্রজে, শকটে অথবা রেল যোগে যাতায়াত করিবার উপায় নাই। আমরা কিরূপে তবে এত অধিক পথ ভ্রমণ করি বলুন দেখি? এখানে অশ্ব এবং অশ্বতর পাওয়া যায়। অল্প দিন হইল আমি প্রায় চল্লিশ টাকায় একটি অশ্ব এবং ত্রিশ টাকায় একটি অশ্বতর ক্রয় করিয়াছি। সময়ে সময়ে আমাকে নৌকা করিয়াও ভ্রমণ করিতে হয়। দরিদ্র দ্বীপবাসীগণ যখন আমাকে এবং কানিনোকে আসিতে দেখে, তখন বড়ই আনন্দিত হয়। আমি তাহাদিগকে প্রকৃতই আন্তরিক স্নেহ করি এবং আমার মনে হয় আমাদিগের স্বর্গীয় প্রভুর ন্যায় আমিও অনায়াসে তাহাদিগের জন্য জীবন বিসর্জ্জন দিতে পারি। যখন দশ বার ক্রোশ দূরবর্ত্তী কোন পীড়িত ব্যক্তিকে দেখিবার প্রস্তাব হয়, আমি তখন নিজের

সুবিধার দিকে দৃষ্টিপাত করি না। এ বৎসর এখানে একবার ভয়ানক ভূমিকম্প হইয়া গিয়াছে; এরূপ ঘটনা এখানে প্রায়ই হইয়া থাকে।

শাসন প্রণালী সম্বন্ধে এখানে এখন সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। পূর্ব্বে ধর্ম্ম বিশ্বাস হীন ব্যক্তিদিগের হস্তেই এখানকার শাসনভার ন্যস্ত ছিল; এক্ষণে তাহার পরিবর্ত্তন হইয়াছে। এরূপ পরিবর্ত্তনে ধর্ম্ম সম্বন্ধে কোন কল্যাণ সাধিত হইবে কিনা, তাহা আমি এখনও বলিতে পারি না। পৌত্তলিকতা এখনও সম্পূর্ণরূপে এখান হইতে তিরোহিত হয় নাই। কোন ব্যক্তির পীড়া হইলে তাহারা এখনও দেব দেবীগণের উদ্দেশে বলি প্রদান করে। অনেকে কিন্তু ইহার মধ্যেই খৃষ্ট ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছে; যাহারা আজিও হয় নাই আমরা তাহাদিগকে খৃষ্ট ধর্ম্ম গ্রহণ করিবার জন্য সর্ব্বদা চেষ্টা করিতেছি।

প্রিয় জনক জননি, এখানে আমাদিগের কার্য্যের নানা প্রকার অন্তরায় আছে; এখানকার প্রচারকগণ যাহাতে কৃতকার্য্য হইতে পারেন তজ্জন্য আপনারা ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিবেন। প্রিয় জনক জননি, এখন তবে বিদায়। সকলকে আমার স্নেহ সম্ভাষণ জানাইবেন। লিয়ন্স, জিরার্ড এবং ভিক্টরকে আমায় পত্র লিখিতে বলিবেন এবং আপনাদিগের সংবাদও অতি অবশ্য পাঠাইবেন। আমার জন্য কোন কারণে উৎকণ্ঠিত হইবেন না; কিন্তু যাহাতে আমি কর্ত্তব্য সম্পাদনে দৃঢ়ব্রত হইতে পারি, তজ্জন্য ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিবেন।

আপনাদিগের চিরানুগত পুত্র আচার্য্য দামিয়েন

ধর্ম্মযাজক এবং ধর্ম্মপ্রচারক।

দামিয়েনের পত্র হইতে পাঠক বুঝিতে পারিয়াছেন, যে কর্ত্তব্য সম্পাদন সম্বন্ধে তাঁহার কিরূপ আন্তরিক অনুরাগ ছিল। পিতা মাতার নিকট তাঁহার শেষ প্রার্থনা এই, যে যেন তিনি কর্ত্তব্য সম্পাদনে দৃঢ়ব্রত হইতে পারেন। অনুষ্ঠেয় কার্য্যে এরূপ অনুরাগ না থাকিলে তাহা সম্পাদন করা সম্ভব নয়। তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে লিখিত একখানি পত্রেও তিনি এইরূপ ভাব ব্যক্ত করিয়াছিলেন। সুবৃহৎ প্রচার ক্ষেত্রের ভার প্রাপ্ত হইয়া তিনি ভ্রাতাকে সগৌরবে লিখিয়াছিলেন; "ভাই আমার প্রচার ক্ষেত্র সম্বন্ধে আমার যথার্থই গৌরব করিবার আছে। আয়তনে ইহা ম্যালিনিসের সমগ্র প্রচার ক্ষেত্রেরই ন্যায় বৃহৎ"। দামিয়েনের এই সুবৃহৎ প্রচার ক্ষেত্রে সাতটী উপাসনালয় সংস্থাপিত ছিল। তিনি অশ্বারোহণে এই সাতটীতেই পর্য্যায়ক্রমে উপাসনা করিতেন। পাছে তাঁহার পিতা মাতা তিনি এরূপ বৃহৎ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন শুনিয়া, তাঁহার স্বাস্থ্য ভঙ্গের আশঙ্কায় উদ্বিগ্ন হন, এই ভয়ে তিনি তাঁহাদিগকে ইতিপূর্ব্বে যে পত্র লিখিয়াছিলেন তাহাতে তাঁহার প্রচার ক্ষেত্রের আয়তন স্বল্প করিয়া লিখিয়াছিলেন। দামিয়েনের পূর্ব্বে যাঁহার উপর এ সুবৃহৎ প্রচার ক্ষেত্রের ভার অর্পিত ছিল, তিনি দুর্ব্বল এবং পরিশ্রমে অপটু ছিলেন, সুতরাং সেরূপ গুরুতর কার্য্যের ভার বহন করা তাঁহার পক্ষে কোন ক্রমেই সম্ভব ছিল না। ভগবানের কার্য্যের ক্ষতি হইতেছে, আর তিনি সবল পরিশ্রম পটু দেহ লইয়া অপেক্ষাকৃত অনায়াসসাধ্য কার্য্যে সময়ক্ষেপ করিতেছেন, এইরূপ চিন্তা করিয়া দামিয়েনের কর্ত্তব্যানুরাগী হৃদয় ব্যথিত হইল। তিনি উপযাচক

হইয়া তাঁহাদিগের ধর্ম্মাধ্যক্ষের নিকট তাঁহার প্রচার ক্ষেত্র পরিবর্ত্তনের জন্য প্রার্থনা করিলেন এবং তাঁহার সহযোগী ধর্ম্ম ভ্রাতাকে অপেক্ষাকৃত লঘুভার সমর্পণ করিয়া প্রফুল্লিত চিত্তে নিজের স্কন্ধে সেই আয়াস-সাধ্য গুরুভার গ্রহণ করিলেন।

দামিয়েন কিরূপ ভাবে আপনার কর্ত্তব্য কার্য্য সম্পাদন করিতেন, নিম্ন লিখিত একটি ঘটনা হইতে পাঠক তাহা বুঝিতে পারিবেন। হওয়াই দ্বীপপুঞ্জের অনেক স্থান পর্ব্বত এবং গণ্ড শৈলে আবৃত। অতি সামান্য ক্ষণ সেখানে পর্য্যটন করিলে ক্লান্ত হইয়া পড়িতে হয়, কিন্তু দামিয়েন প্রচার কার্য্যে বহির্গত হইয়া ক্লান্তি, ক্ষুৎপিপাসা কিছুরই দিকে ভ্রূক্ষেপ করিতেন না। এক দিন তিনি অশ্বারোহণে একটি উচ্চ এবং দুরারোহ পর্ব্বতের পাদদেশে উপস্থিত হইলেন। তিনি শুনিয়াছিলেন পর্ব্বতের অপর পার্শ্বস্থিত একটি পল্লীতে কতকগুলি খৃষ্ট ধর্ম্মাবলম্বী লোক বাস করেন। নূতন প্রচার ক্ষেত্রের ভার প্রাপ্ত হওয়া অবধি তিনি কখনও এই পল্লী দর্শন করেন নাই। তাঁহার মনে হইল, স্বচক্ষে তাহাদিগের অবস্থা একবার দর্শন করা তাঁহার একান্ত কর্ত্তব্য। তিনি নিকটবর্ত্তী একস্থানে অশ্বটীকে বন্ধন করিয়া পর্ব্বতের উপর উঠিতে আরম্ভ করিলেন। পর্ব্বত এরূপ দুরারোহ এবং তাহার উপর উঠিবার পথ এরূপ সঙ্কীর্ণ এবং পিচ্ছিল ছিল, যে তিনি জানু এবং হস্তের উপর ভর দিয়া উঠিতে বাধ্য হইলেন। অতি কষ্টে এবং বহু পরিশ্রমে তিনি পর্ব্বতের শিখর দেশে উপস্থিত হইলেন। কিন্তু উপস্থিত হইয়া দেখেন, তিনি একটি প্রকাণ্ড গহ্বরের পার্শ্বে আসিয়া পড়িয়াছেন। কোন দিকে মনুষ্যালয়ের চিহ্নমাত্র নাই; তাঁহার পার্শ্বে

সেই প্রকাণ্ড গহ্বর মুখ ব্যাদান করিয়া রহিয়াছে এবং তাহার অপর দিকে আর একটী উত্তুঙ্গ পর্ব্বত শৃঙ্গ মস্তক উন্নত করিয়া দণ্ডায়মান রহিয়াছে। দামিয়েন নির্ভীক হৃদয়ে এবং অকুণ্ঠিত চিত্তে গহ্বরে অবতীর্ণ হইলেন এবং তাহা অতিক্রম করিয়া, পূর্ব্বেরই ন্যায় পরিশ্রমে এবং ক্লেশে দ্বিতীয় পর্ব্বত শৃঙ্গের উপরে আরোহণ করিতে আরম্ভ করিলেন, এবং অতি কষ্টে যখন তাহার শিরোদেশ প্রাপ্ত হইলেন, তখন দেখিলেন, কোন স্থানে পল্লী অথবা উপাসনালয়ের নিদর্শন মাত্র নাই। তাঁহার সম্মুখে কেবল একখণ্ড সমতল ভূমি প্রসারিত রহিয়াছে। এবং তাহার অপর দিকে আর একটি নূতন পর্ব্বত শৃঙ্গ সগর্ব্বে মস্তক উন্নত করিয়া দণ্ডায়মান রহিয়াছে। পাঠক, এ অবস্থায় আপনি কি করিতেন বলিয়া মনে হয়! আপনি নিশ্চয়ই বলিবেন, বিষাদিত চিত্তে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে বাধ্য হইতাম। কিন্তু প্রকৃত মনস্বী পুরুষদিগের হৃদয়, সাধারণ মনুষ্যের হৃদয় হইতে বিভিন্ন উপাদানে নির্ম্মিত। দামিয়েন জানিতেন, তাঁহার দয়াময় প্রভুর প্রিয় পুত্র কন্যাগণের আত্মার কল্যাণের ভার তাঁহার উপর অর্পিত রহিয়াছে, তাঁহার ন্যায় ব্যক্তির ক্লেশে ভীত হইলে চলিবে কেন? তিনি সেখানে বসিয়া একবার প্রাণ ভরিয়া ভগবানের আরাধনা করিলেন এবং তাঁহার ইচ্ছার উপর নিজের মঙ্গলামঙ্গল সম্পূর্ণরূপ সমর্পণ করিলেন। তাঁহার শরীরে নূতন বল সঞ্চারিত হইল। অভিনব উৎসাহের সহিত তিনি তৃতীয় পর্ব্বত শৃঙ্গটি অতিক্রম করিতে প্রবৃত্ত হইলেন এবং তাহার পর আরও একটি প্রকাণ্ড গহ্বর অতিক্রম করিলেন। বারম্বার এইরূপ পরিশ্রমে তাঁহার সবল দেহও শিশুর দেহের ন্যায় দুর্ব্বল হইয়া

পড়িয়াছিল। পরিশ্রমে অবসন্নপ্রায় হইয়া তিনি কিয়ৎক্ষণ বিশ্রাম করিতে বাধ্য হইলেন। সমতল ভূমিতে অভ্যস্ত পাঠক এই পর্ব্বত আরোহণ এবং অবরোহণের ক্লেশ অনুভব করিতে পারিবেন না; কিন্তু যাঁহারা কখন পর্ব্বতারোহণের ক্লেশ ভোগ করিয়াছেন তাঁহারা বুঝিতে পারিবেন, যে বহুক্লেশে একটি পর্ব্বত শৃঙ্গের উপর উঠিয়া সেখানে আর একটি নূতন শৃঙ্গ দেখিলে শরীর এবং মন দুই কিরূপ অবসন্ন হয়। বারম্বার ব্যর্থ পরিশ্রম করিয়া দামিয়েনের হৃদয় যে কেবল নিরাশায় অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছিল তাহা নয়; তাহার শরীরও দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছিল। সুতীক্ষ্ণ উপল খণ্ডের আঘাতে তাঁহার হস্ত ক্ষত বিক্ষত হইয়াছিল এবং তাহা হইতে অবিশ্রান্ত রক্ত নির্গত হইতেছিল। তাঁহার পদ দ্বয়ও অনাহত ছিল না। অনবরত প্রস্তর খণ্ডের সংঘর্ষণে তাঁহার পাদুকা ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু এ অবস্থায়ও দামিয়েন উদ্দেশ্য চ্যুত হইবার পাত্র ছিলেন না। নিজের আহত এবং অবসন্ন দেহ তাঁহার হৃদয়ে এক নূতন ভাব উদ্দীপিত করিল। নিজের রুধিরদিগ্ধ হস্তের দিকে তিনি দৃষ্টিপাত করিলেন; মহাত্মা খ্রীষ্টের অবস্থা বিদ্যুতের ন্যায় সহসা তাঁহার স্মৃতি পথে উদিত হইল। পৃথিবীর মলিনতা যাঁহাকে কলুষিত করিতে পারে নাই তাঁহার সেই স্বর্গীয় প্রভু মনুষ্য জাতির প্রেমে এত ক্লেশ সহ্য করিয়া গিয়াছেন, আর তিনি তাঁহার সেবক হইয়া শারীরিক ক্লেশে ভীত হইতেছেন, একথা সহসা তাঁহার মনে হইল। তিনি আপনাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, হৃদয় আশ্বস্ত হও, তোমার দয়াময় প্রভুও এই সকল আত্মার জন্য রক্তপাত করিয়াছিলেন।" যে মহাপুরুষকে তিনি

জীবনের আদর্শরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহার স্মৃতি তাড়িতের ন্যায় তাঁহার অবসন্ন দেহে বল আনিয়া দিল। তিনি পুনর্ব্বার উৎসাহের সহিত যাত্রা করিলেন; এবং অবশেষে পথশ্রান্তি এবং ক্লেশে অবসন্ন প্রায় হইয়া গন্তব্য স্থলে উপস্থিত হইলেন। পল্লীবাসীদিগকে দেখিয়া দামিয়েনের সমস্ত ক্লেশ দূরীভূত হইল। পল্লীস্থ ব্যক্তিগণ বহু দিন পর্য্যন্ত কোন ধর্ম্ম প্রচারকের বাণী শুনিতে পান নাই। নীরস শুষ্ক ভাবে তাঁহাদিগের ধর্ম্মজীবন অতিবাহিত হইতেছিল। দামিয়েনকে প্রাপ্ত হইয়া তাঁহারা আনন্দে পূর্ণ হইলেন, এবং তাঁহাদিগের আনন্দ দেখিয়া, দামিয়েনও আপনার সমস্ত পরিশ্রম এবং ক্লেশ সার্থক মনে করিলেন।

কিজন্য যে দামিয়েন মনুষ্য হইয়াও দেবতার ন্যায় কার্য্য করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, উপরি লিখিত ঘটনা হইতে পাঠক তাহা অনুমান করিতে পারিবেন। কর্ত্তব্য সাধন সম্বন্ধে এরূপ প্রাণগত অনুরাগ না থাকিলে কেহ কখন সেরূপভাবে জীবন উৎসর্গ করিতে পারেন না। বিধাতা তাঁহার শরীরে যেমনই অমানুষিক বল দিয়াছিলেন, তাঁহার হৃদয়েও তেমনই মনুষ্য জাতির প্রতি অদম্য অনুরাগ সঞ্চরিত করিয়াছিলেন। তাঁহার শরীরের বল দেখিয়া হাওয়াইবাসিগণ বিস্মিত হইত। তিনজন লোকে একত্রে যে কাষ্ঠখণ্ড উত্তোলন করিতে পারিত না, তিনি তাহা একাকী স্কন্ধে লইয়া পর্ব্বতের উপর উঠিতেন। লোকে তাঁহার বল দেখিয়া বিস্মিত হইত, ভাবিত তিনি কোন দৈব বলে বল-বান। দামিয়েনের হৃদয়ের বলও তাঁহার শারীরিক বল অপেক্ষা ন্যূন ছিল না। ক্লান্তি নাই, বিশ্রাম নাই, অবকাশ নাই, নরনারীর সেবার জন্য সর্ব্বদাই তিনি ব্যস্ত থাকিতেন। বিধাতার আদেশে

তিনি যে কার্য্য সম্পাদনের জন্য সেখানে আসিয়াছিলেন, তাহারই চিন্তা এবং ধ্যানে তাঁহার সমস্ত হৃদয় পরিপূর্ণ থাকিত এবং প্রত্যেক নিশ্বাসের সঙ্গে যেন তাহা তাঁহার হৃদয় হইতে নিসৃত হইত। তাঁহার স্বভাবত স্নেহ-প্রবণ হৃদয়ে ভ্রাতা ভগ্নী জনক জননী প্রভৃতির প্রতি স্নেহের মধ্যেও তাঁহার কর্ত্তব্যানুবর্ত্তিতা এবং মনুষ্য জাতির প্রতি প্রেম কিরূপ একাধিপত্য করিত, তাহা তাঁহার লিখিত পত্র হইতে পাঠক বুঝিতে পারিবেন।

কোহালা, হাওয়াই

১২ই অক্টোবর ১৮৬৯।

আমার প্রিয় জনক জননি,

এতদিন পরে আমি আপনাদিগের পত্র প্রাপ্ত হইলাম। কি জানি আপনাদিগের যদি কিছু অমঙ্গল ঘটিয়া থাকে, সেই ভয়ে এতদিন আমি বড় অসুখে ছিলাম; কিন্তু আপনারা সুস্থ শরীরে আছেন শুনিয়া পরম সুখী হইলাম। আমি নিজে ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদে নির্ব্বিঘ্নে আছি। এখানে আসা অবধি একদিনের জন্যও আমি অসুস্থ হই নাই। আমার কর্ত্তব্য কর্ম্ম পূর্ব্বেরই ন্যায় চলিতেছে। গত বৎসর আমি দুইটি নূতন উপাসনালয় নির্ম্মাণ করিয়াছি। ইহার মধ্যে একটির ভার, এবং আমার সুবৃহৎ প্রচার ক্ষেত্রের অর্দ্ধাংশ, আর একজন ধর্ম্ম-প্রচারকের হস্তে সমর্পণ করিয়াছি। সেই জন্য আমার কার্য্য এক্ষণে পূর্ব্বাপেক্ষা একটু লঘু হইয়াছে। এখন আমাকে কেবল তিনটি উপাসনালয়ের কার্য্য করিতে হয়। এই সকল উপাসনালয় পরস্পরের নিকট হইতে সাত আট ক্রোশ দূরবর্ত্তী। আমি রবিবার পর্য্যায়ক্রমে তাহার এক একটিতে উপাসনা করি।

আমি শেষবার যে উপাসনালয়টি প্রস্তুত করিয়াছি তাহা দেখিতে অতি সুন্দর হইয়াছে এবং তাহার উপরে একটি সুন্দর চূড়া প্রস্তুত করিয়াছি। অগষ্ট * আমার নিকট বারম্বার যে ঘণ্টাটি দিবেন বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন, আমি তাহার জন্য আজিও অপেক্ষা করিয়া আছি; কিন্তু কই আজিওত তাহা আসিলনা।

আমার শারীরিক পরিশ্রম ব্যতীত এই কাষ্ঠ নির্ম্মিত উপাসনালয়টি প্রস্তুত করিতে আমার প্রায় ষোলশত টাকা ব্যয় হইয়াছে। ইহার জন্য আমার প্রত্যেক পাইপয়সা শেষ করিয়াও আমার প্রায় ১৬০ টাকা ঋণ ছিল। কিন্তু ঈশ্বর অবশেষে আমার প্রতি অনুগ্রহ করিয়াছেন। উপাসনালয়ে ঘণ্টার অভাবে আমরা এখন শিঙ্গা বাজাইয়া উপাসকদিগকে আহ্বান করি।

এই সকল উপধর্ম্মাবলম্বীদিগের পরিবর্ত্তনের জন্য আপনারা ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিতে থাকিবেন। বোধ হয় আপনাদিগের প্রার্থনার বলেই ঈশ্বর গত বৎসর আমাকে চল্লিশ পঞ্চাশ জন ধর্ম্ম বিশ্বাসহীন এবং উপধর্ম্মাবলম্বী ব্যক্তিদিগকে খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত করিতে সক্ষম করিয়াছেন। ঈশ্বরের নিকট আমাদিগের প্রার্থনা গ্রাহ্য করাইতে হইলে, বিধান মত প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা আমাদিগের বিবেককে পবিত্র করা এবং সকল কার্য্যে তাঁহাকে ভয় করিয়া চলাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট উপায়। এখানে আমার আত্মার এবং শরীরের পক্ষে কত প্রকার বিপদই বর্ত্তমান আছে। কিন্তু আমি জানি

* দামিয়েনের ভ্রাতার নাম।

যে আমার নিজের কিছুমাত্র শক্তি নাই। আমি সম্পূর্ণরূপে তাঁহারই উপর নির্ভর করিয়া থাকি। তিনিও আমার প্রার্থনা শুনিয়াছেন এবং দিন দিন আমাকে তাঁহার পবিত্র দেহ এবং পবিত্র রক্ত দ্বারা পরিপুষ্ট করিতেছেন। আমি যে আমার প্রিয় জনক জননী এবং ভ্রাতা ভগ্নীদিগের জন্য সময়ে সময়ে উপাসনা করি, তাহাতে আমি বিশেষ শান্তিলাভ করি। * * *

যত শীঘ্র পারেন আমায় পত্র লিখিবেন আরও ভাল করিয়া সকলের সংবাদ দিবেন। লিয়ন্স এবং এডওয়ার্ডের কটি ছেলে মেয়ে হইয়াছে, কলটা কেমন চলিতেছে লিখিবেন।

আপনাদিগের স্নেহশীল

পুত্র

জোসেফ্।

উপরি উদ্ধৃত পত্র হইতে পাঠক বুঝিতে পারিবেন, যে কর্ত্তব্য সম্পাদনে দামিয়েনের কিরূপ আন্তরিক অনুরাগ এবং উৎসাহ ছিল। লোকে নিজের বাস গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া, যেমন সগৌরবে এবং আনন্দে আত্মীয় স্বজনকে সংবাদ দেয়; প্রচার ক্ষেত্রে উপাসনালয় নির্ম্মাণ করিয়া, তিনি তেমনই প্রফুল্লচিত্তে পিতা মাতাকে সংবাদ প্রদান করিয়াছিলেন। প্রচার কার্য্যের কল্যাণেই যেন তাঁহার কল্যাণ এবং তাঁহার জীবনের সুখ যেন তাহারই উপর নির্ভর করিত। অনুষ্ঠেয় কার্য্য সামান্য হউক, অথবা গুরুতর হউক তাহার সম্বন্ধে এইরূপ অনুরাগ থাকারই নাম প্রকৃত কর্ত্তব্যনিষ্ঠা। এই কর্ত্তব্যনিষ্ঠা যাঁহার নাই, তাঁহার দ্বারা কোন মহৎ কার্য্য সম্পন্ন হইতে পারে না। দামিয়েনের ভগ্নী পলিন চিরকৌমার ব্রত গ্রহণ করিয়া, হলণ্ডের অন্তর্গত উদ্দেন

নামক স্থানে একটি ধর্ম্মাশ্রমে বাস করিতেছিলেন। দামিয়েন তাঁহাকে এই সময়ে যে পত্র লিখিয়াছিলেন তাহাও তাঁহার ভ্রাতৃস্নেহ, নির্ভরশীলতা এবং কর্ত্তব্যনিষ্ঠার নিদর্শনে পূর্ণ; আমরা নিম্নে সেই পত্রখানি প্রদান করিলাম।

কোহালা, হাওয়াই, ১৪ ই জুলাই, ১৮৭২।

আমার প্রিয় ভগ্নি পলিন,

তিন বৎসর গত হইল; কিন্তু আজিও তোমার নিকট হইতে একটি পংক্তিও প্রাপ্ত হইলাম না। স্নেহের বোন, তুমি তবে এখন কোথায়? তুমি কি ইতিমধ্যেই স্বর্গে গমন করিয়াছ? না তোমার সে সৌভাগ্য ভোগ করিতে হইলে আরও কিছুদিন অপেক্ষা করা আবশ্যক। তোমার এই দরিদ্র ভাইএর উপর একটু দয়া রাখিও। তোমরা ভগিনা থাকিলে এই অসভ্যদিগের মধ্যে আমিও প্রকৃত প্রস্তাবে অসভ্য হইয়া যাইব। কিন্তু বোন, আমি আমার এই অসভ্যদিগকে বাস্তবিকই ভাল বাসি; অল্প দিনের মধ্যে তাহারা ইউরোপীয়দিগের অপেক্ষা সুসভ্য হইবে। তাহারা সকলেই লিখিতে পড়িতে শিখিয়াছে এবং রবিবার দিন সুন্দর পরিচ্ছদে সজ্জিত হয়। আমার নিজের প্রচার ক্ষেত্রের লোক সংখ্যা তিন হাজার; সেখানে চারটি কাষ্ঠ নির্ম্মিত সুন্দর উপাসনালয় আছে, আমি রবিবার দিন পর্য্যায় ক্রমে ইহার এক একটিতে উপাসনা করি। আমি এখানকার লোকদিগকে, বিশেষত যাঁহারা এখানকার মধ্যে সম্ভ্রান্ত তাঁহাদিগকে শিক্ষা দিবার জন্য সাধ্যানুসারে চেষ্টা করি। এই সকল ব্যক্তি আমি উপস্থিত না থাকিলে, আমার পরিবর্ত্তে রবিবার দিবস সমাজ আহ্বান করেন এবং বক্তৃতাদি করেন। পীড়িত ব্যক্তিদিগকে

পরিদর্শন আমার সর্ব্ব প্রধান দৈনিক কার্য্য। এখানকার চিকিৎসকদিগের সঙ্গেও আমাদিগকে সংগ্রাম করিতে হইতেছে। তাহারা প্রায় সকলেই যাদুবিদ্যায় অভ্যস্ত। পীড়া হইলে পৌত্তলিকতানুযায়ী প্রথা অনুসারে পূজা দিবার রীতি এখনও এখানে প্রচলিত আছে। সকল প্রকার পীড়াই অপরিজ্ঞেয় এবং আধিদৈবিক কারণ হইতে উৎপন্ন বলিয়া এখানকার লোকের বিশ্বাস। এই সকল অশিক্ষিত ব্যক্তিদিগের হৃদয় হইতে এইরূপ কুসংস্কার পূর্ণ বিশ্বাস দূরীভূত করা বড় কঠিন। কিন্তু আমার মনে হয়, ক্রমাগত উপদেশের বলে এবং পীড়িতাবস্থায় সর্ব্বদা পর্য্যবেক্ষণ দ্বারা তাহাদিগের মধ্যে অনেকে মৃত্যুকালে বিশ্বাস এবং প্রফুল্লতার সহিত প্রাণত্যাগ করে। শেষাবস্থায় খ্রীষ্টধর্ম্মানুযায়ী বিধান প্রাপ্ত হইতে পারিলে তাহারা বড়ই সুখী হয়। এখানে প্রতি বর্ষে যত লোক জন্মগ্রহণ করে, তাহার অপেক্ষা মৃত্যু সংখ্যা অধিক। তজ্জন্য এখানকার অধিবাসীর সংখ্যা ক্রমাগতই হ্রাস হইয়া আসিতেছে। সমস্ত দ্বীপ গুলিতে এখন মোট ষাট হাজার লোক আছে। আমাদিগের প্রচার কার্য্য সুন্দর রূপ চলিতেছে। আমরা সমুদায়ে পঁচিশ জন প্রচারক এখানে আছি, এবং প্রায় সকল স্থানেই উপাসনালয় আছে। প্রোটেষ্ট্যাণ্ট সম্প্রদায় হইতে আমাদিগের আত্মরক্ষার জন্য আমরা সাধ্যানুসারে চেষ্টা করি। বালিকা বিদ্যালয় সম্বন্ধে আমাদিগের ধর্ম্ম ভগ্নীগণ তাঁহাদিগকে পরাজিত করিয়াছেন, কিন্তু বালকদিগের শিক্ষা সম্বন্ধে আমরা তাঁহাদিগের নিকট পরাজিত। প্রচার এবং উপাসনাদি কার্য্যে অনেক সময় যায় বলিয়া আমরা বিদ্যালয়ের কার্য্য ভাল করিয়া করিতে পারি না। ধর্ম্ম-

ভ্রাতাদিগকে এই-উদ্দেশ্যে এখানে রাখিতে পারিলে ভাল হয়। কয় মাস হইল এখানে দুইবার ভয়ানক ঝড় হইয়া গিয়াছে। প্রথম বারের ঝড় কেবল দুই ঘণ্টা মাত্র ছিল, কিন্তু তাহাতেই প্রায় এক শত গৃহ চূর্ণ হইয়া গিয়াছে। দ্বিতীয় বারের ঝড় তিন দিন ধরিয়া ছিল। আমার নিজের উপাসনালয়গুলির ইহাতে কোন ক্ষতি হয় নাই; কিন্তু নিকটবর্ত্তী একটি প্রচার ক্ষেত্রের দুইটি উপাসনালয় ইহাতে উড়িয়া গিয়াছে। আবশ্যক মত আমি এখানে ছুতারের কায করি, উপাসনালয় সাজাইতে এবং চিত্রিত করিতেও আমাকে অনেক কায করিতে হয়। মোটের উপর ধরিতে হইলে এখানে আমার অশান্তির কারণ যথেষ্ট এবং শান্তির বিষয় অতি সামান্যই আছে। কেবল ঈশ্বরের অনুগ্রহেই এই বন্ধন আমার নিকট কোমল এবং এই গুরুভার আমার নিকট লঘু মনে হয়। যখন আমার একটু অসুখ হয়, তখন মনে হয়, আমার শেষ দিন নিকটবর্ত্তী এবং তাই ভাবিয়া আমি আনন্দিত হই। কিন্তু যে কার্য্য আরম্ভ করিয়াছি, অধ্যবসায় বলে যদি তাহা সম্পন্ন করিতে পারি, তাহা হইলে আমি আমার বর্ত্তমান অবস্থায় পরিতৃপ্ত থাকিব। সুনিপুণ শিল্প-করের হস্তের যন্ত্রের ন্যায় আমরাও যেন ভগবানের হস্তে যন্ত্র স্বরূপ হইতে পারি। মৃত্যুতে হউক অথবা জীবনে হউক, সকল অবস্থাতেই আমরা যিশুর

আমার মঙ্গলের জন্য ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিও।

দামিয়েন।

যে কার্য্যক্ষেত্র প্রস্তুত করিয়া বিধাতা দামিয়েনকে হাওয়াই দ্বীপে প্রেরণ করিয়াছিলেন, সেখানে উপস্থিত

হইবার জন্য অদৃশ্য সূত্র দ্বারা তিনি তাঁহাকে ধীরে ধীরে আকর্ষণ করিতে ছিলেন। দামিয়েন নিজে অশান্তি ভোগ করুন, আর মৃত্যুর জন্য প্রার্থনা করুন, বিধাতা তাঁহার দ্বারা যে কার্য্য সম্পন্ন করিয়া লইবেন বলিয়া স্থির করিয়াছিলেন, তাহার অন্যথাচরণ করিতে পারেন, তাঁহার সে সাধ্য কি? দামিয়েন নিজেও তাহা বুঝিতেন এবং সেই জন্যই আপনাকে ভগবানের হস্তের যন্ত্র স্বরূপ বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন। আমরা অদৃষ্টবাদী নহি; সুতরাং মনুষ্য নিয়তির হস্তে ক্রীড়া পুত্তল, তাহা মনে করি না। তবে এমন একটি মহা শক্তির সত্ত্বায় বিশ্বাস করি, যে সে শক্তির নিকট পুরুষকার পরাজিত। ধর্ম্মবীর বুদ্ধদেব হইতে যুদ্ধবীর নেপোলিয়ান পর্য্যন্ত প্রত্যেকেই এই অপরিজ্ঞেয় শক্তিবলে পরিচালিত। ইহা অদৃষ্টবাদ নয়; ঈশ্বর বিশ্বাসীর নিকট ইহা ভগবৎ নির্দ্দিষ্ট বিধান। মানবাত্মার স্বাধীনতা স্বীকার করিলেও এই বিধানবাদ অস্বীকার করা যায় না। দামিয়েন এই অপরিজ্ঞেয় শক্তিবলে পরিচালিত হইয়াই ক্রমশঃ তাঁহার লক্ষস্থলের নিকটবর্ত্তী হইতেছিলেন। কোথায় ইউরোপস্থিত সুদূর বেলজিয়াম, আর কোথায় প্রশান্ত মহাসাগরের তরঙ্গমালা বেষ্টিত সেণ্ডউইচ দ্বীপ! কে তাঁহাকে সেখানে আকর্ষণ করিয়া আনিল? স্নেহময় জনক জননীর বক্ষ হইতে ছিন্ন করিয়া, ভ্রাতা, ভগ্নী এবং শৈশব সুহৃদদিগের আলিঙ্গন হইতে আকর্ষণ করিয়া, কে তাঁহাকে সেই দূর দেশে সংস্থাপিত করিল? তাঁহার জন্য উপযুক্ত ক্ষেত্র প্রস্তুত করিয়াই, বা কে যথাকালে তাঁহাকে সেখানে আহ্বান করিল?" পাঠক এ সকলকে আকস্মিক ঘটনা বলিতে চান্

বলুন, কিন্তু আমরা ইহার মূলে বিধাতার গূঢ় মঙ্গল অভিপ্রায় দেখিতে পাই। যে অদৃশ্য কর্ম্ম সূত্র দামিয়েনকে আকর্ষণ করিতেছিল, তাহার অনুসরণ করিলেই পাঠক আমাদিগের কথার যাথার্থ্য উপলব্ধি করিতে পারিবেন।

চতুর্থ অধ্যায়।

হাওয়াই প্রবাস—মোলোকাই কুষ্ঠ উপনিবেশে গমনের সংকল্প।

কিঞ্চিদধিক পঞ্চাশৎ বর্ষ হইল, হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জে কুষ্ঠ রোগ প্রথম লক্ষিত হয়। এই ভয়ঙ্কর ব্যাধি কেমন করিয়া সেখানে সর্ব্ব প্রথম আনীত হইল, তাহা নিশ্চিতরূপে জানিতে পারা যায় না। অনেকে অনুমান করেন, আসিয়া হইতেই কোন হতভাগ্য ব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তির দ্বারা ইহা প্রথমে সেখানে আনীত হয়। বৃক্ষলতার বীজ যেমন অভিনব ক্ষেত্রে পতিত হইলে সতেজে বর্দ্ধিত হইতে থাকে, অনেক সংক্রামক ব্যাধিও তেমনই নূতন দেশে এবং নূতন সমাজে প্রবর্ত্তিত হইলে অধিকতর বিক্রম প্রকাশ করে। কুষ্ঠ ব্যাধির বীজ হাওয়াইএ আনীত হইবার অনতিকাল মধ্যে সর্ব্বত্র ভয়ঙ্কর রূপে প্রসারিত হইল। দ্বীপবাসিগণের সামাজিক আচার ব্যবহার এই ব্যাধির প্রসারণ সম্বন্ধে বিশেষ অনুকূলতা করিল। হাওয়াইবাসিগণ আতিথেয়তা এবং শিষ্টাচারের জন্য প্রসিদ্ধ। উপযুক্ত সংসারাভিজ্ঞতার অভাবে তাহাদিগের এই সকল সদ্‌গুণ, তাহাদিগের সর্ব্বনাশের কারণ স্বরূপ হইল। আত্মপর কাহাকে বলে, তাহারা তাহা জানিত না। অপরিচিত আগন্তুক, এক রাত্রি তাহাদিগের সহিত

যাপন করিলে, পরদিন আর তিনি আগন্তুক থাকেন না। চিরপরিচিত সুহৃদের ন্যায় তিনি তাহাদিগের আহার্য্য পরিচ্ছদ, গৃহ, সকল সামগ্রীতেই অধিকারী হন। অন্তঃপুরে তাঁহার গতি অব্যাহত, মহিলাগণের সহিত ঘনিষ্ঠতায় তিনিও পরিবারস্থ একজন, এবং সাংসারিক সুখ দুঃখের কথোপকথনে তিনিও একজন অংশভাগী। যাহারা অপরিচিতের সম্বন্ধে এইরূপ উদার, আত্মীয় স্বজন সম্বন্ধে তাহাদিগের বৎসলতা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে। প্রথম হইতে সাবধান হইলে দ্বীপবাসিগণ হয়ত এই ভয়ঙ্কর ব্যাধির আক্রমণ হইতে অনেক পরিমাণে অব্যাহতি পাইতে পারিতেন। কিন্তু অভিজ্ঞতার অভাবে তাঁহারা প্রথমে এসম্বন্ধে কোন প্রকার সাবধানতা অবলম্বন করাই আবশ্যক মনে করেন নাই। তাঁহাদিগের ন্যায় স্নেহ-প্রবণহৃদয় লোকদিগের পক্ষে সহসা সাবধান হওয়াও সম্ভব ছিলনা। ব্যাধিগ্রস্ত আত্মীয়ের সহবাস পরিত্যাগ করা যে কর্ত্তব্য, সে কথা তাঁহাদিগের হৃদয়ে স্থান প্রাপ্ত হয় নাই। রোগগ্রস্ত ব্যক্তিদিগের সহিত তাঁহারা এক পাত্রে আহার, এক শয্যায় শয়ন এবং একই আধার হইতে ধূমপান করিতেন। সুস্থ ব্যক্তি অকুণ্ঠিত চিত্তে অসুস্থের ক্লেদপূর্ণ বিষাক্ত বস্ত্র পরিধান করিতেন। এরূপ অবস্থায় এই ভয়ঙ্কর ব্যাধি যে অল্পদিনের মধ্যে দেশব্যাপী হইবে তাহাতে আশ্চর্য্য কি? ক্রমশঃ সুকুমার শিশু, বলিষ্ঠ যুবা, অশীতিপর বৃদ্ধ, সকলেই সমভাবে ইহার করালগ্রাসে পতিত হইতে আরম্ভ করিলেন। গৃহে গৃহে হাহাকার ধ্বনি উত্থিত হইতে লাগিল। হাওয়াইবাসিগণ প্রফুল্লতা এবং সদানন্দ প্রকৃতির জন্য প্রসিদ্ধ ছিলেন; তাঁহাদিগের সেই প্রফুল্লতা এবং

সদানন্দ ভাব, কোথায় যেন অন্তর্ধান করিল। এক সময় যে স্থান আনন্দোৎসবে পরিপূর্ণ ছিল, বিষাদের ঘনান্ধকার ক্রমশঃ তাহা আবৃত করিয়া ফেলিল। স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট এত দিন নিশ্চেষ্ট ভাবে এই শোচনীয় দৃশ্য পর্য্যবেক্ষণ করিতেছিলেন, এখন তাহারা বুঝিতে পারিলেন, আর উদাসীন থাকিবার সময় নাই। তাঁহারা সুস্পষ্ট বুঝিতে পারিয়াছিলেন, যে ব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তিদিগকে সুস্থব্যক্তিদিগের নিকট হইতে স্থানান্তরিত না করিলে রক্ষা নাই। সেই জন্য মোলোয়াই নামক একটি ক্ষুদ্র দ্বীপের উত্তরাংশ তাহারা কুষ্ঠরোগিদিগের বাসের জন্য নির্দ্দিষ্ট করিলেন। রোগাক্রান্ত ব্যক্তি মাত্রকেই মোলকাই যাইয়া বাস করিতে হইবে এবং না করিলে রাজবিধি অনুসারে দণ্ডনীয় হইতে হইবে, ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে এই রাজ নিয়ম প্রবর্ত্তিত হইল।

গবর্ণমেণ্ট রোগ শান্তির জন্য ব্যবস্থা প্রবর্ত্তন করিলেন বটে, কিন্তু তাঁহাদিগের উদ্দেশ্য কার্য্যে পরিণত করা সম্বন্ধে বিষম ব্যাঘাত উপস্থিত হইল। রাজ নিয়মের আশ্রয় গ্রহণ করা দূরে থাকুক, তাহার কার্য্যকারিতা বিফল করিবার জন্যই দ্বীপবাসিগণ সচেষ্ট হইল। ব্যাধিগ্রস্ত আত্মীয় স্বজনকে রাজপুরুষদিগের হস্তে সমর্পণ করিবার পরিবর্ত্তে তাহারা তাহাদিগকে পর্ব্বতের গহ্বরে এবং নির্জ্জন বনে লুকাইয়া রাখিতে লাগিল। কিন্তু গবর্ণমেণ্টও এ সম্বন্ধে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়াছিলেন। যে উপায়েই হউক, ব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তিদিকে সমগ্র দ্বীপ হইতে নিষ্কাশিত করিয়া মোলোকাইএ আবদ্ধ করিয়া রাখাই তাঁহারা রোগ শান্তির একমাত্র উপায় বলিয়া স্থির করিয়াছিলেন। ধনী,

দরিদ্র কেহই যাহাতে রাজবিধির অন্যথাচরণ করিতে না পারে, তাঁহারা তৎসম্বন্ধে তীক্ষ্ণদৃষ্টি হইলেন। ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে নূতন রাজপ্রতিষ্ঠার সঙ্গে গবর্ণমেণ্টের মনোযোগ এ বিষয়ে আরও অধিকতর আকৃষ্ট হইল। স্বয়ং রাজমহিষীরও একজন নিকট সম্পর্কীয় আত্মীয় ব্যাধিগ্রস্ত বলিয়া মোলোকাইএ নির্ব্বাসিত হইলেন। এরূপ বল প্রয়োগ পূর্ব্বক নির্ব্বাসনে, রোগী এবং তাঁহাদিগের আত্মীয়গণের অবস্থা কিরূপ হইত তাহা বর্ণন করা নিষ্প্রয়োজন। দ্বীপের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত আর্ত্তনাদে পরিপূর্ণ হইল। কিন্তু রাজপুরুষেরা হাহাকার আর্ত্তনাদ, কিছুতেই ভ্রূক্ষেপ করিলেন না। সর্প দষ্ট অঙ্গুলীর ন্যায় ব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তিদিগকে তাঁহারা সমাজের অঙ্গ হইতে কর্ত্তন করিয়া ফেলিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলেন।

দামিয়েনের কোমল হৃদয় এই শোচনীয় দৃশ্যে আকৃষ্ট হইতেছিল। একদিকে রোগের মর্ম্মভেদী যন্ত্রণা, অন্য দিকে আত্মীয়গণের সহিত চিরবিচ্ছেদ, এই উভয় ক্লেশে হতভাগ্য ব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তিগণের জীবন যন্ত্রণাময় হইয়াছিল। এ অবস্থায় পৃথিবীর কোন পদার্থই সান্ত্বনা দিতে পারে না। যদি কোথাও সান্ত্বনার সম্ভাবনা থাকে, তবে তাহা অটল ধর্ম্ম বিশ্বাসে এবং সেই মঙ্গলময়ের ইচ্ছার উপর নির্ভরশীলতায়। কিন্তু কয় জন ব্যক্তি এ অবস্থায় বিশ্বাস এবং নির্ভরশীলতা প্রদর্শন করিতে সক্ষম হন্? হতভাগ্য ব্যাধিগ্রস্তগণ, সকল প্রকার সান্ত্বনার অভাবে দারুণ ক্লেশে জীবন অতিবাহিত করিত। তাহাদিগের অবস্থা চিন্তা করিয়া দামিয়েনের হৃদয় ব্যাকুলিত হইত। কি করিলে তাঁহাদিগের যন্ত্রণার কিয়ৎ পরিমাণে উপশম হইতে পারে, তিনি সর্ব্বদাই তাহা

চিন্তা করিতেন। রোগের যাতনার অপেক্ষা, আত্মীয় স্বজনগণের অদর্শন জনিত মনঃক্লেশে ব্যাধিগ্রস্তগণ অধিকতর কাতর হইত। রাজকর্ম্মচারিগণ যখন তাহাদিগকে আত্মীয় স্বজনগণের হৃদয় হইতে বলপূর্ব্বক বিচ্ছিন্ন করিয়া নির্ব্বাসন করিতেন, তখন তাহাদিগের মনের ভাব কিরূপ হইত, বর্ণন করা নিষ্প্রয়োজন। রোগাক্রান্তদিগকে নির্ব্বাসন করিবার সময় পোতাধিরোহণ স্থান আর্ত্তনাদ এবং হাহাকারে পরিপূর্ণ হইত। পতি পত্নীকে, পত্নী পতিকে, জননী পুত্রকে এবং পুত্র জননীকে, চিরদিনের জন্য বিদায় দিয়া অশ্রুপূর্ণ নয়নে গৃহে প্রত্যাগমন করিতেন। অনেক সুস্থ শরীর ব্যক্তি, ব্যাধিগ্রস্ত আত্মীয়ের প্রতি স্নেহবশতঃ স্বেচ্ছাক্রমে নির্ব্বাসন দণ্ড গ্রহণ করিয়া সেখানে গিয়া বাস করিতেন। যিনি একবার সেখানে গিয়া বাস করিতেন, তিনি আর স্বদেশে প্রত্যাগমন করিবার অনুমতি প্রাপ্ত হইতেন না। জীবনের অবশিষ্ট কাল তাঁহাকে সেইখানেই অতিবাহিত করিতে হইত। ব্যাধিগ্রস্তগণের নির্ব্বাসন কালীন মর্ম্মভেদী দৃশ্য প্রায় প্রতিদিন দামিয়েনের চক্ষুতে পতিত হইত। যিনি সমস্ত রাত্রি জাগরণ করিয়া, প্রতিবাসিনীর পীড়িত গাভীর শুশ্রূষা করিয়াছিলেন, তিনি যে এ দৃশ্যে নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিবেন তাহা সম্ভব নয়। তিনি নির্জ্জনে অশ্রুপাত করিতেন, ভগবানের নিকট তাহাদিগের কল্যাণের জন্য প্রার্থনা করিতেন, আর যাহাতে তিনি কোন প্রকার উপায়ে তাহাদিগের ক্লেশের শান্তি করিতে পারেন, সে জন্য বল এবং অবসর ভিক্ষা করিতেন। বিধাতা তাঁহার প্রার্থনা শ্রবণ করিলেন। তাঁহার অভিলাষ সম্পন্ন হইল। তিনি যে অবসরের প্রতীক্ষা

করিতেছিলেন, নিম্নলিখিত অনুকূল ঘটনায় তাহা উপস্থিত হইল।

১৮৭৩ খৃষ্টাব্দের মে মাসে এক দিন একটি উপাসনালয় প্রতিষ্ঠার সময় দামিয়েন, তাঁহাদিগের ধর্ম্মাধ্যক্ষ এবং আরও অনেক প্রচারক একত্র উপস্থিত ছিলেন। তাঁহাদিগের ধর্ম্মাধ্যক্ষ ইহার কিছু দিন পূর্ব্বে প্রচার কার্য্যের সহায়তার জন্য ইউরোপ হইতে কয় জন নূতন প্রচারক সঙ্গে লইয়া আসিয়াছিলেন। প্রতিষ্ঠাকার্য্য শেষ হইলে তিনি কথোপকথন প্রসঙ্গে বলিলেন, অন্যান্য বিষয়ে প্রচারকার্য্য সুসম্পন্ন হইতেছে বটে, কিন্তু প্রচারকের অভাবে মোলোকাই দ্বীপস্থিত কুষ্ঠরোগীদিগের জন্য কিছুই করা হইতেছে না। যদিও সময়ে সময়ে দুই একজন প্রচারক সেখানে কিছুকালের জন্য অবস্থান করিয়াছেন, কিন্তু তাহা দ্বারা কোন স্থায়ী উপকার সাধিত হয় নাই; মোলোকাই-এর কুষ্ঠ উপনিবেশের জন্য একজন স্থায়ী প্রচারকের প্রয়োজন। দামিয়েন অনেক দিন পূর্ব্ব হইতে এইরূপ অবসরের প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। ধর্ম্মাধ্যক্ষের কথা শুনিবামাত্র তিনি পুলকিত হৃদয়ে বলিলেন; "মহোদয়, আপনি যে সকল নূতন প্রচারকদিগকে সঙ্গে আনিয়াছেন, তাঁহাদিগের মধ্যে কেহ আমার প্রচারক্ষেত্রের ভার গ্রহণ করিলে এবং আপনি দয়া করিয়া অনুমতি দিলে, আমিই মোলোকাই দ্বীপে গিয়া কুষ্ঠরোগিদিগের সেবা করিতে পারি। তাহাদিগের শারীরিক এবং আধ্যাত্মিক দুরবস্থা স্মরণ করিয়া আমার হৃদয় অনেকবার বিদীর্ণ প্রায় হইয়াছে।" ধর্ম্মাধ্যক্ষ দামিয়েনের এই নিস্বার্থ প্রস্তাব শুনিবামাত্র আনন্দের সহিত সম্মতি প্রকাশ করিলেন এবং সেই

দিনই তাঁহাকে এবং পঞ্চাশজন নির্ব্বাসন দণ্ডগ্রস্ত কুষ্ঠ-রোগীকে সঙ্গে লইয়া মোলোকাই যাত্রা করিলেন। মোলোকাইএ উপস্থিত হইয়া তিনি সমস্ত কুষ্ঠরোগীদিগকে সমবেত করিলেন। দামিয়েনের নিস্বার্থ আত্মবিসর্জ্জন, ধর্ম্মাধ্যক্ষের হৃদয়ে গভীর ভাব মুদ্রিত করিয়াছিল। এতদিন পরে তিনি যে তাহাদিগের সেবার জন্য একজনকে নিয়োজিত করিতে পারিলেন, এই ভাবিয়া তাঁহার হৃদয় আনন্দে পরিপূর্ণ হইল। মানসিক ভাবের উচ্ছ্বাসে তাঁহার কণ্ঠরোধ হইয়া আসিতে লাগিল; তিনি সমবেত কুষ্ঠরোগিদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন "বৎসগণ, এতদিন তোমরা একা ছিলে, তোমাদিগকে রক্ষণাবেক্ষণ করিতে কেহ ছিলেন না; কিন্তু আজ হইতে তোমাদিগের অবস্থার পরিবর্ত্তন হইল। দেখ, আমি এমন এক জনকে সঙ্গে লইয়া আসিয়াছি, যিনি এখন হইতে তোমাদিগের পিতার অভাব পূর্ণ করিবেন। তিনি তোমাদিগকে এতই ভাল বাসেন, যে তোমাদিগের মঙ্গলের জন্য, এবং তোমাদিগের অবিনশ্বর আত্মার কল্যাণের জন্য, তোমাদিগের অবস্থা প্রাপ্ত হইতে, তোমাদিগের মধ্যে বাস করিতে এবং তোমাদিগের ন্যায় প্রাণ ত্যাগ করিতেও তিনি কুণ্ঠিত নহেন।"

দামিয়েন যখন মোলোকাইএ উপস্থিত হইলেন, তখন তাঁহার শরীর সম্পূর্ণ সুস্থ এবং সবল ছিল; কোন প্রকার ব্যাধির চিহ্ন মাত্রও তাঁহার শরীরে ছিল না। কিন্তু দীর্ঘকাল কুষ্ঠরোগীদিগের মধ্যে বাস করিলে, তাঁহার সেই সুস্থ এবং সবল দেহেরও পরিণাম কিরূপ হইবার সম্ভাবনা তাহা ধর্ম্মাধ্যক্ষের উপরিলিখিত কথা হইতে প্রতীয়মান হইতেছে। কুষ্ঠ ব্যাধি যে কি ভয়ঙ্কর, ধর্ম্মাধ্যক্ষ

তাহা জানিতেন বলিয়াই, তিনি তাঁহার বক্তৃতায় সেরূপ ভাব ব্যক্ত করিয়াছিলেন। দামিয়েন নিজেও এসম্বন্ধে অনভিজ্ঞ ছিলেন না। মোলোকাইএ আগমনের অব্যবহিত কাল পূর্ব্বে তিনি তাঁহার পিতাকে যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহাতে তিনি কুষ্ঠরোগের সংক্রামকত্ব এবং একবার আক্রমণ কবিলে তাহার গ্রাস হইতে যে অব্যাহতি নাই, সে কথা সুস্পষ্টরূপে ব্যক্ত করিয়াছিলেন। তিনি হাঁউয়াইএ কুষ্ঠরোগের ভীষণত্ব সম্বন্ধে লিখিয়াছিলেন; "কুষ্ঠরোগ এখানে ক্রমে ক্রমে বড়ই প্রবল হইতেছে। এখানকার অনেক লোকই ইহার দ্বারা আক্রান্ত। ইহাতে হঠাৎ মৃত্যু হয় না, কিন্তু একবার আক্রান্ত হইলে ইহা হইতে প্রায়ই আরোগ্য লাভ করিতে পারা যায় না। ইহার সংক্রামকত্ব অত্যন্ত প্রবল এবং সেই জন্য এই ব্যাধি অতি ভয়ানক বিপদজনক।" দামিয়েনের মহত্ব বুঝিতে হইলে এই কয়টি কথা স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য। স্বেচ্ছাক্রমে এবং সম্পূর্ণরূপ জ্ঞাতসারে এরূপ আত্ম বলিদানের দৃষ্টান্ত জগতে বড়ই বিরল। দুই একজন মনুষ্য দেব ভিন্ন আর কেহই তাহা দেখাইতে পারেন নাই। কুষ্ঠরোগের সংক্রামকত্ব না জানিয়া, তাহার সংসর্গে প্রাণত্যাগ করিলে, দামিয়েনের মহত্ব যে পরিমাণে প্রকাশিত হইত, জানিয়া শুনিয়া করাতে তদপেক্ষা শত গুণ অধিক প্রকাশিত হইয়াছে। যে ব্যক্তি মত্তসিংহের বিক্রম না জানিয়া তাহার কবলিত প্রাণীর রক্ষার জন্য প্রস্তুত হন, তাহার অপেক্ষা যিনি তাহার বল এবং প্রচণ্ড স্বভাব পরিজ্ঞাত থাকিয়াও তাহার সম্মুখীন হন, তিনিই অধিকতর বীরত্বের পরিচয় প্রদান করেন। এইরূপ স্বেচ্ছাগৃহীত ক্লেশভোগেই প্রকৃত মহত্বের পরিচয়। যে ভয়ঙ্কর ব্যাধির কথা

স্মরণ করিলেও হৃৎকম্প উপস্থিত হয়, অবিরাম তাহার অভ্যন্তরে বাস করিতে যাইতেছি ভাবিয়া, দামিয়েনের মস্তকের একটি কেশও একবার কম্পিত হইল না। যে আনন্দোচ্ছ্বাসের পূর্ণতায় তিনি স্বদেশ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, এখনও তাহা অক্ষুন্ন রহিল। যে কার্য্য সম্পাদন করিতে যাইতেছি, তাহা সেই মঙ্গলময় ঈশ্বরের কার্য্য এবং যেখানেই থাকি, তাঁহার মঙ্গল হস্ত সর্ব্বত্রই বর্ত্তমান রহিয়াছে, এই ভাবিয়া তিনি চিরদিনের জন্য মনুষ্য সমাজের নিকট বিদায় গ্রহণ করিলেন;—তাহার জীবন রূপ মহাকাব্যের সর্ব্বোৎকৃষ্ট অধ্যায় আবদ্ধ হইল।

পঞ্চম অধ্যায়।

মোলোকাই কুষ্ঠ উপনিবেশে বাস এবং অনুষ্ঠিত কার্য্য।

বিধাতা দামিয়েনের জন্য যে কর্ম্ম ক্ষেত্র নির্দ্দিষ্ট করিয়া রাখিয়াছিলেন, এতদিন পরে তিনি সেখানে উপস্থিত হইলেন। মহাপুরুষদিগের স্মৃতি, অনেক অপরিচিত স্থানকে পরিচিত এবং অনেক উপেক্ষণীয় দেশকে তীর্থ ক্ষেত্রে পরিণত করিয়াছে। পার্থিব সুখের নির্ব্বাণ ক্ষেত্র বলিয়া, যেমন বুদ্ধগয়া এবং স্বদেশের জন্য আত্মবিসর্জ্জনের ক্ষেত্র বলিয়া যেমন থার্ম্মাপলি, তীর্থ ক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছে; আধিক্লিষ্ট মনুষ্য জাতির সেবায় উৎকৃষ্ট কর্ম্মক্ষেত্র বলিয়া মোলোকাইও তেমনি চিরদিন সম্মান প্রাপ্ত হইবে। যতদিন মানব জাতি প্রকৃত মহাপুরুষদিগকে সম্মান করিতে এবং নিস্বার্থ আত্মবিসর্জ্জনের মাহাত্ম্য অনুভব করিতে বিস্মৃত না হইবে, ততদিন দামিয়েনের কর্ম্মক্ষেত্র বলিয়া মোলোকাইএর নাম বিলুপ্ত হইবেনা। পাঠকবর্গের মধ্যে অনেকেরই নিকট মোলোকাইএর নাম নূতন বলিয়া, আমরা ইহার ভৌগোলিক বিবরণ সংক্ষেপে প্রদান করিতেছি। হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জের বিবরণ পূর্ব্বেই প্রদত্ত হইয়াছে; মোলোকাই এই হাউয়াই দ্বীপপুঞ্জের অন্তর্গত এবং আয়তনে ইহার মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষুদ্র। ইহা দৈর্ঘ্যে ত্রিশ হইতে চল্লিশ মাইল এবং প্রস্থে সাত মাইল মাত্র। দ্বীপস্থ ভূভাগ দক্ষিণ হইতে

ক্রমোচ্চ হইয়া, উত্তরদিকে একটি দুরারোহ এবং লম্বভাবে দণ্ডায়মান শৈল শ্রেণীতে পর্য্যবসিত হইয়াছে। এই শৈল শ্রেণী পূর্ব্ব এবং পশ্চিমদিকে সাগরগর্ভ পর্য্যন্ত প্রসারিত। তাহার উত্তর দিকে একটি ক্ষুদ্রায়তন প্রায়দ্বীপ, প্রায়দ্বীপের উত্তরে সমুদ্র। এইরূপে তিনদিকে সমুদ্র এবং একদিকে দুরারোহ পর্ব্বত শ্রেণী বর্ত্তমান থাকাতে উক্ত প্রায়দ্বীপটি মোলোকাই-এর অন্যান্য অংশ হইতে সম্পূর্ণ রূপে ব্যবচ্ছিন্ন। পর্ব্বতশ্রেণী এরূপ দুরারোহ ছিল, যে তাহা অতিক্রম করিয়া আসা সহজ ছিলনা; সুতরাং প্রায়দ্বীপ হইতে মোলোকাইএর অপর অংশে আসিতে হইলে সমুদ্র দিয়াই আসিতে হইত। হাউয়াই গবর্ণমেণ্ট, এই নির্জ্জন মনুষ্যাবাস শূন্য উপদ্বীপটি কুষ্ঠ রোগীগণের বাসের জন্য নির্দ্দিষ্ট করিয়াছিলেন। এখানে কলোয়া এবং কর্লো পাপানামে দুইটী পল্লী, কুষ্ঠ উপনিবেশরূপে সংস্থাপিত হইয়াছিল। হতভাগ্য ব্যাধিগ্রস্তগণ আত্মীয় স্বজন হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া, জীবনের অবশিষ্ট কাল সেইখানে অতিবাহিত করিত। কিরূপ অবস্থায় যে তাহারা সেখানে জীবন যাপন করিত, তাহা বর্ণন করিয়া হৃদয়ঙ্গম করাইবার সম্ভাবনা নাই। নিরাশ্বাস এবং রোগজনিত যন্ত্রণায়, তাহাদিগের মানসিক বৃত্তি সমূহ নিতান্ত কলুষিত আকার ধারণ করিত। পৃথিবীতে তাহাদিগের আর কোন প্রকার সুখের প্রত্যাশা নাই এবং সমাজ তাহাদিগকে অপবিত্র এবং অস্পৃশ্য ভাবিয়া পরিত্যাগ করিয়াছে, এই ভাবিয়া তাহারা নিরাশায় কোন প্রকার সাধু বৃত্তিরই উন্মেষণে যত্নবান হইত না। বাস গৃহের অভাব, পরিধেয়ের অভাব, আহার্য্য বস্তুর অভাব, সকল প্রকার অভাব, তাহাদিগকে হিতাহিত জ্ঞানশূন্য

পশুর ন্যায় করিয়া ফেলিয়াছিল দারিদ্র্যের নিপীড়নে মনুষ্যের পক্ষে যত প্রকার নিকৃষ্ট পাপ আচরণ করা সম্ভব, তাহারা তাহার কোনটিতেই পরাঙ্মুখ হইত না। ন্যায়পরতা এবং অত্যাচার, সরলতা এবং কপটতাচরণ, পরোপকার এবং স্বার্থসাধন তাহাদিগের নিকট সমতুল্য বলিয়া বিবেচিত হইত। কোন প্রকার সামাজিক বন্ধন তাহাদিগের মধ্যে বর্ত্তমান ছিলনা। কোন নূতন লোক সেখানে আসিলে তাহাদিগের মধ্যে অনেকে বলিত; এখানে যাহা ইচ্ছা হয় কর, এখানে আবার বিধি নিয়ম কি ?" স্ত্রী পুরুষের পবিত্র সম্বন্ধ তাহাদিগের নিকট উপহাসের সামগ্রী হইয়াছিল। জগতে ধর্ম্মের জন্য ধার্ম্মিক কয়জন ? অধিকাংশ লোকই সামাজিক শাসনের অনুরোধে ধার্ম্মিক। এই সামাজিক শাসন অথবা বন্ধনের অভাবে, মোলোকাইবাসী কুষ্ঠরোগীগণ মনুষ্যত্ব হইতে যেন একপদ নিম্নবর্ত্তী হইয়াছিল। পর্ব্বতের নিকটে এক প্রকার উদ্ভিত জন্মিত, তাহারা তাহার ক্বাথ হইতে অতি তীব্র সুরা প্রস্তুত করিয়া পান করিত। পানদোষের সঙ্গে ব্যভিচার দোষও বিলক্ষণ প্রবল ছিল। জীবিকা উপার্জ্জনের জন্য অনেক হতভাগিনী রমণী দ্বীপের অন্যান্য স্থান হইতে সেখানে গিয়া পাপস্রোতে পৃথিবী কলঙ্কিত করিত। সে পৈশাচিক দৃশ্য বর্ণন করিয়া বুঝাইবার সম্ভাবনা নাই। স্ত্রী পুরুষ সকলে একত্রিত হইয়া সুরাপান, ব্যভিচার এবং হুলা নামক এক প্রকার নৃত্যে জীবন অতিবাহিত করিত। এরূপ অত্যাচার এবং ইন্দ্রিয় সেবার ফলে তাহাদিগের আয়ুস্কালও অল্প দিনের মধ্যে সংক্ষিপ্ত হইয়া আসিত। মোলোকাই আসিবার তিন চারি বৎসরের মধ্যে অনেকে পরলোক গমন করিত।

মোলোকাই দ্বীপের কুষ্ঠ উপনিবেশের এইরূপ অবস্থায় দামি-য়েন সেখানে উপনীত হইলেন। আমাদিগের শাস্ত্রকারগণ বলিয়া গিয়াছেন; যখন পৃথিবীতে অধর্ম্ম এবং অত্যাচারের প্রাবল্য হয়, ভগবান তখন দুষ্কৃতগণের বিনাশের জন্য এবং সাধুগণের পরিত্রাণের জন্য, অংশরূপে পৃথিবীতে আবির্ভূত হন। হতভাগ্য কুষ্ঠরোগী গণের দুরবস্থা চরম সীমায় উপস্থিত হই-য়াছে দেখিয়াই, যেন ভগবান দামিয়েনকে দেবদূত রূপে মোলো-কাইএ প্রেরণ করিলেন। মোলোকাইএ পদক্ষেপ করিয়াই দামি-য়েন আপনাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,"জোসেফ এই তোমার জীবনের কর্ম্মক্ষেত্র" এবং সেই মুহূর্ত্ত হইতে তাঁহার হৃদয় কুষ্ঠ-রোগীগণের কল্যাণের জন্য উৎসর্গীকৃত হইল। স্বাস্থ্য এবং সহৃদয়তায় বিধাতা তাঁহাকে এই মহাব্রতের উপযুক্ত করিয়া সৃজন করিয়াছিলেন। তাঁহার বয়স এক্ষণে তেত্রিশ বৎসর মাত্র হইয়া-ছিল। তাঁহার সেই শালপ্রাংশু নীরোগ দেহ দেখিলে তিনি যে কখনও ব্যাধিগ্রস্ত হইবেন, তাহা কেহ কল্পনাও করিতে পারিত না। এই স্বর্ণ তুল্য দেহ এবং হৃদয়, তিনি কুষ্ঠরোগীদিগের সেবায় উৎসর্গ করিতে প্রস্তুত হইলেন। তিনি দেখিলেন চিকিৎসা, পথ্য এবং শুশ্রূষার অভাবে কুষ্ঠরোগীদিগের অবস্থা দিন দিন অতি ভয়ানক আকার ধারণ করিতেছে। যাহারা রোগের কেবল বীজ মাত্র লইয়া, মোলোকাইএ আগমন করে, সেখানে আসি-বার অল্পদিন পরে তাহারাও একবারে মুমূর্ষু অবস্থা প্রাপ্ত হয়। প্রতি সপ্তাহে দশ বার জন করিয়া প্রাণত্যাগ করে। ঔষধ পথ্য কাহাকে বলে এজন্মে তাহারা কখন দেখিতে পায় না। গবর্ণমেণ্ট তাহাদিগকে কেবল বর্ষে বর্ষে যৎসামান্য পরিধেয় বসন

পাঠাইয়া নিরস্ত থাকেন ; হতভাগ্যগণ দুই চারি বৎসর মর্ম্মান্তিক যন্ত্রণা ভোগ করিয়া অবশেষে নিষ্কৃতি লাভ করে।

দামিয়েন কুষ্ঠরোগীগণের এইরূপ নিদারুণ কষ্টের লাঘব করিবার জন্য কৃতসঙ্কল্প হইলেন। নিজের সুখ সচ্ছন্দের দিকে দৃষ্টিপাত করিবার তাঁহার অবসর রহিল না। যাহাদিগের সেবার জন্য বিধাতা তাঁহাকে সেখানে প্রেরণ করিয়াছিলেন, তাহারাই তাঁহার সমস্ত মনোযোগ আকৃষ্ট করিল। মনের উৎসাহে তিনি ধর্ম্মাধ্যক্ষের অনুমতি পাইবামাত্র মোলোকাই যাত্রা করিয়াছিলেন ; নিজের প্রয়োজনীয় কোন প্রকার সামগ্রী সঙ্গে লইয়া আসিবার সময় প্রাপ্ত হন নাই। যে পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া আসিয়াছিলেন, তাহাই তাঁহার একমাত্র পরিধেয় ছিল। ধর্ম্মপ্রচারকের জন্য কুষ্ঠ উপনিবেশে কোন নির্দ্দিষ্ট গৃহ ছিলনা; সুতরাং বাস গৃহের অভাবে দামিয়েনকে প্রথম প্রথম বৃক্ষতলে রাত্রি যাপন করিতে হইত। নিজের জন্য গৃহ নির্ম্মাণ করিবার তাঁহার সময় ছিলনা ; সময় থাকিলেও গৃহ নির্ম্মাণের উপযুক্ত উপকরণ তিনি কোথায় পাইবেন ? রৌদ্র, বৃষ্টি এবং শীত কিছুরই দিকে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া, তিনি বৃক্ষ তলে বাস করিতেন এবং কুষ্ঠ রোগীদিগের সেবা করিয়া রাত্রিতে একটু অবসর পাইলে সেইখানেই নিদ্রা যাইতেন। নিজের সুখের দিকে দৃষ্টি করিবার অবসর পাওয়া দূরে থাকুক্, শরীর রক্ষার জন্য যে সকল নিয়ম প্রতিপালন করা আবশ্যক, তাহাও তিনি সকল সময় করিয়া উঠিতে পারিতেন না। দারিদ্র্য এবং রোগ যন্ত্রণায় যাহারা নিরাশ্বাস হইয়া শঙ্কিত, তিনি তাহাদিগকে সান্ত্বনা করিতেন, দুশ্চিকিৎস্য-

দিগকে অসৎপথ হইতে নিবৃত্ত হইতে উপদেশ দিতেন, এবং ধর্ম্মের সুশীতল বারি সিঞ্চন করিয়া, তাহাদিগের তাপদগ্ধ হৃদয় শীতল করিবার চেষ্টা করিতেন। পীড়ার যন্ত্রণায় এবং লোকের দুর্ব্ব্যবহারে হতভাগ্য ব্যাধিগ্রস্তগণ, মানব হৃদয়ের স্বাভাবিক কোমলতা এবং সরল ভাব হারাইয়া ফেলিয়াছিল। যে ঈশ্বরের জগতে বাস করিয়া তাহারা এত যন্ত্রণাভোগ করিতেছে, তিনি করুণাময়, এবং পারত্রিক মঙ্গলের জন্য তাঁহার উপাসনা আবশ্যক, একথা তাহাদিগের হৃদয়ে স্থানপ্রাপ্ত হইত না। তাহাদিগের ন্যায় অবস্থায় পড়িলে আমাদিগের মধ্যে কয়জনেরই বা ঈশ্বর প্রেম অক্ষুণ্ণ থাকে? হতভাগ্য কুষ্ঠ রোগীগণের নিকট ইহকাল এবং পরকাল, ধর্ম্ম এবং অধর্ম্ম, ন্যায় এবং অন্যায়, সমান হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। দামিয়েনের মহত্ব এবং নিস্বার্থভাব উপলব্ধি করিতেও যেটুকু মনুষ্যত্বের প্রয়োজন, তাহাও যেন তাহাদিগের প্রকৃতিতে ছিলনা। এরূপ স্থলে ধর্ম্ম প্রচার কার্য্যে সিদ্ধি লাভ করা কতদূর কঠিন, তাহা সহজেই অনুভব করা যাইতে পারে। কিন্তু বনচর পশুও যখন ভালবাসার আকর্ষণ বুঝিতে পারিয়া প্রতিপালকের অনুগামী হয়, তখন হতভাগ্য কুষ্ঠ রোগীগণ যন্ত্রণায় বিশুষ্ক হৃদয় হইলেও যে দামিয়েনের সদ্ব্যবহারে বশীভূত হইবে না, তাহা কখনও আশা করা যাইতে পারে না। দামিয়েনের স্নেহের আকর্ষণ, তাহারা অল্প দিনের মধ্যেই অনুভব করিতে শিক্ষা করিল। তাঁহার স্নেহপূর্ণ সহাস্য দৃষ্টি যাহার উপর পতিত হইত, সে যেন ক্ষণকালের জন্য সমস্ত ক্লেশ ভুলিয়া যাইত। নিরাশ হৃদয় তাঁহার মধুর আশ্বাস বাক্যে আশা প্রাপ্ত হইত; এবং পাপাসক্ত ব্যক্তি তাঁহার উপদেশ গুণে নিজের অনুষ্ঠিত

কার্য্যের অহিতকারিতা উপলব্ধি করিতে পারিত। ধীরে ধীরে মোলোকাইবাসীগণের মধ্যে একটী পরিবর্ত্তন আরম্ভ হইল এবং নিরাশার ঘোরান্ধকার ভেদ করিয়া উষার প্রথমালোক সেখানে নিপতিত হইল।

দামিয়েন যে কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, তাহাতে যে কোন-রূপ বিঘ্ন জন্মিতে পারে, তাহা অনুভব করাই সুকঠিন; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাঁহার কার্য্যে নানারূপ বিঘ্ন উপস্থিত হইতে লাগিল। যে সকল স্থল হইতে দামিয়েন কখন কোনরূপ প্রতিবন্ধকের আশা করেন নাই, সেই সকল স্থান হইতেও বাধা আসিতে লাগিল। মোলোকাইএ কয়েক সপ্তাহ অবস্থানের পর, তিনি প্রয়োজনবশতঃ একবার স্যাণ্ডউইচ দ্বীপপুঞ্জের রাজধানী হনলুলু নগরে গমন করিলেন। সেখানে যাইয়া, তিনি স্থানীয় স্বাস্থ্য সংরক্ষিণী সমিতির সভাপতির সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। কুষ্ঠরোগী-দিগের অবস্থা বর্ণন করিয়া, যাহাতে কোন উপায়ে তাহাদিগের কষ্টের লাঘব করিতে পারেন, সেই জন্যই তিনি সভাপতি মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। কিন্তু সভাপতি তাঁহার প্রতি কোন প্রকার আদর অথবা সম্মান প্রদর্শন করিলেন না; বরং তাঁহাকে সেখানে উপস্থিত দেখিয়া বিস্ময় প্রকাশ করি-লেন। বিদায় লইবার সময় দামিয়েন যখন তাঁহার অনুমতি প্রার্থনা করিলেন, তখন তিনি তাঁহাকে স্পষ্টরূপে বলিলেন; "ইচ্ছা করিলে আপনি মোলোকাইএ প্রতিগমন করিতে পারেন, কিন্তু তাহা হইলে আপনাকে চিরদিনই সেখানে অবস্থান করিতে হইবে; আর কখনও অন্য কোথাও যাতায়াত করিতে পারিবেন না।" দামিয়েন ধর্ম্মপ্রচারক এবং চিকিৎসকের

পক্ষে স্বতন্ত্র নিয়মী হওয়া উচিত এবং ক্যাথলিক ধর্ম্মের নিয়মানুসারে তাঁহার পক্ষে মধ্যে মধ্যে অন্য কোন ধর্ম্ম প্রচারকের নিকট আসিয়া নিজের অপরাধ স্বীকার করা আবশ্যক, এই বলিয়া তাঁহাকে বুঝাইবার চেষ্টা করিলেন। কিন্তু গবর্ণমেণ্ট কুষ্ঠ রোগের সংসর্গ দোষ সমূলে উৎপাটিত করিবার জন্য দৃঢ় সঙ্কল্প করিয়াছিলেন, সুতরাং সভাপতি তাঁহার প্রার্থনায় কিছুতেই কর্ণপাত করিলেন না। দামিয়েন অগত্যা নিরাশ হৃদয়ে মোলোকাই প্রত্যাগমন করিতে বাধ্য হইলেন এবং দুই চারি দিনের মধ্যে গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে এইরূপ আদেশ প্রাপ্ত হইলেন, যে ভবিষ্যতে যদি তিনি কখন মোলোকাই ত্যাগ করেন, অথবা তাহার অপর কোন অংশে গমনাগমন করেন, তাহা হইলে তাঁহাকে তৎক্ষণাৎ কারারুদ্ধ করা হইবে। দামিয়েন নিজের সুখ-সচ্ছন্দের জন্য মোলোকাই ত্যাগ করিতে ইচ্ছুক ছিলেন না। কিন্তু তিনি মনে করিতেন, কুষ্ঠরোগীদিগের প্রয়োজনীয় কার্য্য সাধনের জন্য, এবং নিজের বিশ্বাসানুরূপ ধর্ম্ম সাধনের জন্য, তাঁহার পক্ষে মধ্যে মধ্যে দ্বীপের অন্যান্য স্থানে গমনাগমন আবশ্যক। এক দিকে কর্ত্তব্যজ্ঞান, অন্য দিকে রাজশাসন, দামিয়েন মহা সমস্যায় পতিত হইলেন ;—কিন্তু কর্ত্তব্য সাধন করিতে যাইয়া শাস্তিভোগের ভয়ে ভীত হইবার পাত্র দামিয়েন ছিলেন না। গবর্ণমেণ্টের আদেশ শুনিবামাত্র তিনি স্বাভাবিক দৃঢ়তার সহিত বলিলেন, "আমি নিশ্চয়ই যাইব, আমার ধর্ম্মোপদেষ্টার সহিত সাক্ষাৎ নিবারণ করিতে পার, তোমাদিগের সে সাধ্য নাই।" ইহার কিছু দিন পরে তাঁহাদিগের ধর্ম্মাধ্যক্ষ, পোতারোহণে দ্বীপের অন্যান্য স্থান দর্শন

করিয়া মোলোকাইএর কুষ্ঠোপনিবেশের নিকটে উপস্থিত হই- লেন; এবং তাঁহাকে সেখানে অবতীর্ণ করিয়া দিবার জন্য পোতাধ্যক্ষকে অনুরোধ করিলেন। কিন্তু গবর্ণমেণ্টের আদে- শের বিরুদ্ধ বলিয়া, পোতাধ্যক্ষ কিছুতেই তাঁহার অনুরোধ রক্ষা করিতে সম্মত হইলেন না। ধর্ম্মাধ্যক্ষ অগত্যা তাঁহাকে সঙ্কেত- সূচক পতাকা দ্বারা দামিয়েনকে পোতের নিকট আহ্বান করাইতে সম্মত করিলেন। এই রূপ সঙ্কেত অনুসারে দামিয়েন একখানি নৌকায় করিয়া জাহাজের নিকট উপস্থিত হইলেন, এবং দূর হইতে ধর্ম্মাধ্যক্ষের সঙ্গে নিজের বিশ্বাসানুযায়ী ক্রিয়া- কলাপ সম্পন্ন করিয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন। দামিয়েনকে অধিক দিন এরূপ ক্লেশ ভোগ করিতে হইল না। অল্প দিনের মধ্যেই হাউয়াই গবর্ণমেণ্ট তাঁহার সম্বন্ধে এই কঠোর নিয়মের প্রত্যাহার করিয়া, তাঁহাকে স্বেচ্ছা মত দ্বীপের সর্ব্বত্র যাতা- য়াতের অনুমতি দান করিলেন। যদিও প্রথম প্রথম দামি- য়েনকে রাজকর্ম্মচারিদিগের হস্তে এই রূপ নিগ্রহ ভোগ করিতে হইয়াছিল; কিন্তু যখন তাঁহার অলৌকিক আত্মবিসর্জ্জনের বিবরণ, রাজ-পুরুষগণের কর্ণগোচর হইল, তখন তাঁহারা তাঁহার ব্যাধিমূলক সংস্পর্শও কল্যাণের আকর বলিয়া মনে করিতে লাগিলেন। অন্যের কথা দূরে থাকুক, রাজপরিবারস্থ ব্যক্তি- গণও তাঁহাকে সম্মান করা গৌরবের বিষয় বলিয়া মনে করি- তেন। তিনি রাজধানীতে আসিলে রাজপ্রাসাদে তাঁহার নিমন্ত্রণ হইত এবং রাজগৃহে তাঁহার শয্যা নির্দ্দিষ্ট হইত। শুভ কার্য্যে পরিণামে ঈশ্বর যে সহায় হন, তাহাতে অনুমাত্রও সংশয় নাই; কিন্তু ঐশ্বরিক সাহায্য প্রাপ্ত হইতে হইলে প্রথমাবস্থায় যে

কত ক্লেশ এবং কত নির্য্যাতন সহ্য করিতে হয়, দামিয়েনের জীবনের উপরিউক্ত ঘটনা তাহার অন্যতর দৃষ্টান্তস্থল।

মোলোকাই কুষ্ঠ উপনিবেশে অবস্থানের কয়েক বৎসর পরে দামিয়েন কুষ্ঠরোগীদিগের অবস্থা সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্টের নিকট যে বিবরণ প্রদান করেন, তাহাতে তিনি মোলোকাই আগমন করিয়া তাহাদিগকে কিরূপ দুর্দ্দশাগ্রস্ত দেখিয়াছিলেন, তাহা বিবৃত করিয়াছেন। পাঠক তাহা হইতে বুঝিতে পারিবেন আন্তরিক যত্ন থাকিলে মানুষ কত মহৎ কার্য্য সম্পাদন করিতে সমর্থ হয়। তিনি এই বিবরণীতে লিখিয়াছিলেন;

"আমাদিগের স্বর্গীয় প্রভু তাঁহার পার্থিব জীবনে কুষ্ঠরোগী-দিগের সম্বন্ধে বিশেষ সহানুভূতি প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন। আমার প্রতি অনুগ্রহবশতঃ ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দের মে মাসে কালোয়া কুষ্ঠ উপনিবেশে গমনের জন্য তিনি আমার পথ পরিষ্কৃত করিয়া দিলেন। আমার বয়স তখন তেত্রিশ বৎসর, আমার শরীর তখন সম্পূর্ণ সুস্থ এবং বলিষ্ঠ ছিল।

আমি মোলাকাইএ যাইয়া দেখিলাম, প্রায় আশী জন রোগী চিকিৎসালয়ে রহিয়াছে। অপর সকলে দুই চারি জন সাহায্যকারী লোকের সঙ্গে দূরবর্ত্তী উপত্যকা ভূমিতে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে। তাহারা পণ্ডানস্ এবং পুনহালা নামক বৃক্ষের জঙ্গল পরিষ্কার করিয়া গৃহ নির্ম্মাণ করিয়াছে; কিন্তু অধিকাংশেরই এরণ্ড বৃক্ষের শাখা দ্বারা নির্ম্মিত ক্ষুদ্র কুটীর ভিন্ন কোন প্রকার বাসস্থান নাই। এই সকল কুটীর ইক্ষুপত্রে অথবা ক্লাই (নামক এক জাতীয়) বৃক্ষের পত্র দ্বারা আচ্ছা-দিত। যেগুলি সর্ব্বোৎকৃষ্ট, তাহাতে পিলি ঘাসের আচ্ছাদন।

আমাকেও অনেক দিন পর্য্যন্ত উপাসনালয়ের প্রাঙ্গনস্থিত একটি পণ্ডানস্ বৃক্ষের তলে আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইয়াছিল। এই বৃক্ষটি এখনও সেখানে বর্ত্তমান আছে। এই রূপ আচ্ছাদনের নিম্নে সমাজ নির্ব্বাসিত এই সকল হতভাগ্যগণ, স্ত্রী পুরুষ, বালক বৃদ্ধ, নূতন এবং পুরাতন রোগী নির্ব্বিশেষে, সকলে একত্র অবস্থান করিত। তাশ ক্রীড়া, হুলা নামক দেশীয় নৃত্য, কাই বৃক্ষের মূল হইতে উৎপন্ন তীব্র মদিরা সেবন এবং ইহার আনুসঙ্গিক বীভৎস আমোদ প্রমোদ, এই তাহাদিগের সময় ক্ষেপের উপায় স্বরূপ ছিল। জল পাওয়া সহজ ছিল না। অনেক দূর হইতে জল বহিয়া আনিতে হইত বলিয়া, তাহাদিগের বস্ত্রাদি পরিষ্কার থাকিত না। নবাগতদিগের পক্ষে সে অবস্থায় বাস করা সম্ভব নয়, বলা যাইতে পারে। অনেকবার তাহাদিগের গৃহে বসিয়া উপাসনা করিবার সময়, নির্ম্মল বায়ুর জন্য আমাকে ছুটিয়া বাহিরে আসিতে হইয়াছে। দুর্গন্ধ নিবারণ করিবার জন্য আমি তামাক ব্যবহার করিতাম। তামাকের গন্ধে আমার বস্ত্র হইতে কুষ্ঠরোগীদিগের বিকট দুর্গন্ধ কিয়ৎ পরিমাণে অন্তর্হিত হইত। উপনিবেশের মৃত্যু সংখ্যাও অতি ভয়ানক ছিল। এবং সেই জন্য মোলোকাইএর কুষ্ঠ উপনিবেশ, জীবন্ত সমাধিক্ষেত্র নামে অভিহিত হইত; কিন্তু আনন্দের বিষয় যে এখন আর সে নাম ইহার সম্বন্ধে প্রযুক্ত হইতে পারে না।”

কুষ্ঠরোগীদিগের কল্যাণ সাধনে তিনি কিরূপে সক্ষম হইয়াছিলেন, তাহাও তিনি সংক্ষেপে এই বিবরণীতে উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছিলেনঃ—

মৃত্যু সংখ্যার আধিক্য বশতঃ আমি অনেক সময়ই হত-

ভাগ্য কুষ্ঠরোগীদিগের গৃহে যাইয়া তাহাদিগকে দেখিবার অবসর প্রাপ্ত হইতাম। আমি প্রধানত পীড়িত এবং মুমূর্ষুদিগকে উদ্দেশ করিয়া উপদেশ দিতাম, কিন্তু আমার উপদেশ অনেক সময় প্রকাশ্য পাপাচারীদিগেরও কর্ণে পতিত হইত। তাহারা অল্পে অল্পে তাহাদিগের পাপ কলুষিত জীবনের পরিণাম বুঝিতে পারিত; এবং পারিয়া মুক্তিদাতা প্রভুর করুণার উপর নির্ভর করিয়া তাহাদিগের অসদভ্যাস পরিত্যাগ করিত। আমি সকলেরই সঙ্গে সদয় ব্যবহার করিতাম; অভাবগ্রস্তকে সাহায্য করিতাম, পীড়িত এবং মুমূর্ষুকে আন্তরিক যত্ন সেবা করিতাম, এবং সেই সঙ্গে তাহাদিগকে বিশুদ্ধ ধর্ম্মানুমোদিত উপদেশ প্রদান করিতাম। কুষ্ঠরোগীদিগের মধ্যে সুনীতি প্রবর্ত্তিত করিবার জন্য, আমি প্রতিনিয়তই এই সকল উপায় অবলম্বন করিতাম। আমার উদ্দেশ্য যে সিদ্ধ হইবে, প্রথমে সে সম্বন্ধে আমার কোন আশাই ছিলনা; কিন্তু আনন্দের বিষয় এই, যে ভগবানের অনুগ্রহে এবং স্থানীয় শাসনকর্ত্তাদিগের সাহায্যে আমার পরিশ্রম অনেক পরিমাণে সার্থক হইয়াছে।”

মোলোকাইএ আসিবার প্রায় সাত মাস পরে তিনি তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে তাঁহার এই স্বেচ্ছা গৃহীত মহাব্রত সম্বন্ধে একখানি পত্র লিখিয়াছিলেন। পাঠক তাহাতে দেখিতে পাইবেন, যে শরীরগত প্রবৃত্তির সঙ্গে সংগ্রাম করিয়াই তিনি তাঁহার কর্ত্তব্য কার্য্য সম্পাদন করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। কঠোর কর্ত্তব্যের অনুরোধে তাঁহার হৃদয়, যদিও কুষ্ঠরোগীদিগের সেবায় উৎসুক হইত, কিন্তু তাঁহার রক্তমাংসময় দেহ, সে ক্লেশ সহ্য করিতে না পারিয়া, সময়ে সময়ে তাঁহার সদিচ্ছার প্রতিকূলে দণ্ডায়মান

হইত। কিন্তু সুনিপুণ সারথি যেমন দুষ্টাশ্বদিগকে বশীভূত করিয়া গন্তব্য পথে প্রেরণ করে, তিনিও তেমনই অবাধ্য শরীরকে বলপূর্ব্বক নিয়ন্ত্রিত করিয়া কুষ্ঠরোগীগণের সেবায় নিয়োজিত করিতেন। দামিয়েনের রক্তমাংসময় দেহেরও অপরাধ নাই; সে ক্লেশ সহ্য করা সহজ নয়। যাঁহারা কখন কুষ্ঠরোগীদিগের সহবাসে দুই এক দণ্ড বাস করিয়া সে ক্লেশ সহ্য না করিয়াছেন, তাঁহারা দামিয়েনের প্রকৃত মহত্ব বুঝিতে পারিবেন না। বিকট দুর্গন্ধে এক একবার তাঁহার নিশ্বাস রোধ হইবার উপক্রম হইত, কিন্তু তথাপি তিনি কর্ত্তব্য সাধনে নিরস্ত হইতেন না। এইরূপ কার্য্যেই প্রকৃত মহত্ব এবং ইহারই নাম প্রকৃত সহৃদয়তা। যিনি গৃহে বসিয়া দরিদ্রকে অর্থ সাহায্য করেন, তিনি দয়ালু, আর যিনি স্বহস্তে দরিদ্রের সেবা করেন তিনি দয়াবীর; পৃথিবীতে দয়াবীরেরই অধিক আদর। যে পত্রে দামিয়েন তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার নিকট তাঁহার অনুষ্ঠিত কার্য্যের বিবরণ প্রদান করিয়াছিলেন, তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল।

মোলোকাই,

২৫এ নবেম্বর, ১৮৭৩।

আমার প্রিয় ভ্রাতঃ,

ধর্ম্মশাস্ত্রে যে ভয়ঙ্কর কুষ্ঠ ব্যাধির কথা পুনঃ পুনঃ উল্লেখ করা হইয়াছে, ভগবান অনুগ্রহ করিয়া তোমার এই অযোগ্য ভ্রাতাকে সেই রোগাক্রান্ত দরিদ্র ব্যক্তিদিগের সেবার জন্য মনোনীত করিয়াছেন। গত দশ বৎসর হইতে এই মহাব্যাধি এখানে এরূপভাবে প্রসারিত হইয়াছে, যে গবর্ণমেণ্ট অবশেষে রোগাক্রান্ত ব্যক্তিদিগকে স্থানান্তর প্রেরণ দ্বারা পৃথক করিতে

বাধ্য হইয়াছেন। মোলোকাই দ্বীপের এক প্রান্তে দুরারোহ পর্ব্বত এবং সমুদ্র পরিবেষ্টিত স্থানে এই হতভাগ্যগণ চির-নির্ব্বাসন দণ্ড ভোগ করিবার জন্য নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। যে দুইসহস্র ব্যক্তি এখানে প্রেরিত হইয়াছিল, তাহাদিগের মধ্যে আটশত লোক এখনও জীবিত আছে। ইহাদিগের মধ্যে রোমান ক্যাথলিক সম্প্রদায়স্থ ব্যক্তিগণের জন্য একজন ধর্ম্ম প্রচারকের প্রয়োজন ছিল। দ্বীপের অন্যান্য অংশের সঙ্গে কুষ্ঠ রোগীগণের সংস্রব রাখার নিষেধ বশতঃ প্রেরিত ধর্ম্ম প্রচারকের, পক্ষে জীবনের অবশিষ্ট কাল কুষ্ঠরোগীদিগের সঙ্গে আবদ্ধ থাকা ভিন্ন অন্য উপায় ছিল না। সেই জন্য আমাদিগের প্রচারাধ্যক্ষ এরূপ কঠোর ব্রত আমাদিগের মধ্যে কাহারও উপর অর্পণ করিতে ইচ্ছুক ছিলেন না। কিন্তু আমার মনে হইল, যে দিন আমি ধর্ম্মপ্রচার কার্য্যে ব্রতী হইয়াছি, সেই দিনই আমি শবাচ্ছাদন বস্ত্র পরিধান করিয়াছি; সুতরাং মৃত্যু আর আমার নিকট নূতন কি? সেই ভাবিয়া আমি আমাদিগের প্রচারাধ্যক্ষের নিকট যাইয়া জানাইলাম, যে তিনি উপযুক্ত মনে করিলে আমি কুষ্ঠ উপনিবেশে অবস্থান রূপ দ্বিতীয়বার মৃত্যুর সম্মুখীন হইতে প্রস্তুত আছি। আমার এইরূপ অভিপ্রায়ানুসারে গত ১১ই মে একখানি বাষ্পীয়পোত আমাকে এবং হাওয়াই দ্বীপ হইতে রাজপুরুষগণ কর্ত্তৃক সংগৃহীত পঞ্চাশ জন কুষ্ঠরোগীকে এখানে অবতীর্ণ করিয়া দিয়া গিয়াছে।

আমি আসিয়া দেখিলাম, স্বর্গীয় মহাপুরুষ পাইলোমিনার উদ্দেশে উৎসর্গীকৃত একটী ক্ষুদ্র উপাসনালয় ভিন্ন অপর কোন উপাসনালয় এখানে নাই। আমার নিজের আশ্রয়ের জন্যও

কোন গৃহ ছিল না। কুষ্ঠরোগীদিগের সঙ্গে এক গৃহে বাস করিতে ইচ্ছা ছিল না বলিয়া, অনেক দিন পর্য্যন্ত আমাকে বৃক্ষতলে বাস করিতে হইয়াছিল। অবশেষে রাজধানী হনোলুলুর শ্বেতকায় পুরুষগণ অর্থ সাহায্য করাতে, আমি নিজের জন্য প্রায় দশ হাত দীর্ঘ এবং ছয় হাত প্রশস্ত একটী কুটীর নির্ম্মাণ করিয়াছি ; এবং সেই কুটীর হইতেই আমি তোমাকে এই পত্র লিখিতেছি। দেখ ভাই, আমি এই ছয় মাস কাল কুষ্ঠরোগীদিগের দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া রহিয়াছি, কিন্তু ইহার সংসর্গ দোষ আমাকে আক্রমণ করিতে পারে নাই। আমার মনে হয়, আমাদিগের দয়াময় প্রভুর এবং পবিত্রা কুমারী মেরীর বিশেষ অনুগ্রহই ইহা দ্বারা প্রকাশিত হইতেছে। *

যতদূর জানিতে পারা গিয়াছে, তাহাতে কুষ্ঠ ব্যাধি আরোগ্য হইবার নয় বলিয়াই মনে হয়। ইহা প্রথমে রক্ত দূষিত হইয়া আরব্ধ হয়। ত্বকের উপরিভাগে এবং প্রধানতঃ দুই গণ্ডে প্রথম বিবর্ণ চিহ্ন সকল দেখা দেয় ; সেইরূপ বিবর্ণ চিহ্ন ক্রমশ সর্ব্ব শরীরে ব্যাপ্ত হইতে থাকে। শরীরের যে সকল অংশ ইহা দ্বারা আক্রান্ত হয়, তাহা অসাড় হইয়া যায়; তাহার পর ক্ষত হইতে থাকে। শরীরের সীমাস্থল অর্থাৎ অঙ্গুলি নাসিকা ইত্যাদির অগ্রভাগই ইহাদ্বারা প্রধানতঃ আক্রান্ত হয়। শরীরের মাংস জীর্ণ হইতে থাকে, এবং তাহা হইতে বিজাতীয় দুর্গন্ধ নির্গত হয়। অধিক কি, কুষ্ঠরোগীর নিশ্বাস পর্য্যন্ত

* খ্রীষ্টিয়ান সম্প্রদায়, বিশেষতঃ তাঁহাদিগের মধ্যে রোমান-ক্যাথলিকগণ খ্রীষ্টমাতা কুমারী মেরিকেও বিশেষ শ্রদ্ধা করিয়া থাকেন।

এরূপ দুর্গন্ধময় হয়, যে নিকটস্থ বায়ু তাহা দ্বারা বিষাক্ত হইয়া উঠে। এইরূপ বায়ুতে অভ্যস্ত হইবার জন্য আমাকে প্রথম প্রথম অনেক আয়াস পাইতে হইয়াছে। একদিন রবি বাসরীয় উপাসনার সময় আমার বোধ হইতে লাগিল, যেন নিশ্বাসরোধ হইয়া যায়। বেদী ছাড়িয়া বাহিরের বিশুদ্ধ বায়ু সেবনের জন্য আমার ইচ্ছা হইতে লাগিল; কিন্তু সেই সময় আমার মনে হইল— আমাদিগের প্রভু কুষ্ঠ রোগী লাজারসের সমাধি উন্মুক্ত করিবার আদেশ দিয়াছিলেন। "ইহা গলিত এবং দুর্গন্ধময়" বলিয়া মার্থা তাঁহাকে নিবারণ করিলেও তিনি তাহাতে কর্ণপাত করেন নাই। প্রভুর এই কার্য্য স্মৃতিপথে উদিত হওয়াতে আমি আমার ইচ্ছা দমন করিলাম। দুর্গন্ধের জন্য এখন আর আমার পূর্ব্বের মত কষ্ট হয় না, আমি এখন কুষ্ঠরোগীদিগের কুটীরে অনায়াসে প্রবেশ করিতে পারি। যে সকল রোগীর ক্ষত কৃমিতে পরিপূর্ণ, কেবল তাহাদিগের অন্তিম কালীন পাপের পরিচয় *গ্রহণ করিবার সময় আমার এক এক বার ঘৃণা উপস্থিত হয়। অনেকের হস্ত পদ এরূপ গলিত হইয়া গিয়াছে, যে মৃত্যুর পূর্ব্বে কেমন করিয়া তাহাতে আমাদিগের ধর্ম্মানুমোদিত বিধানানুসারে তৈলাভিষেক করিব তাহা বুঝিতে পারি না।

উপরোক্ত যে বিবরণ প্রদান করিলাম তাহা হইতে আপনি আমার দৈনিক কার্য্য কিয়ৎপরিমাণে অনুমান করিতে পারিবেন। মনে করুন, একস্থানে কতকগুলি কুটীর, তাহাতে

---

*রোমান ক্যাথলিক ধর্ম্মানুসারে মুমূর্ষুর হস্ত পদ এবং মস্তকে তৈল নিষেক একটী বিশেষ পবিত্র কার্য্য। ইংরাজীতে ইহাকে Extreme Unction বলে।

আটশত কুষ্ঠরোগীর বাস। চিকিৎসক নাই, অথবা যখন আরোগ্য হইবার রোগ নয়, তখন চিকিৎসকের নৈপুণ্য প্রদর্শনের অবসর কোথায়? যাহা কিছু চিকিৎসা কার্য্য করিতে হয়, তাহা কুষ্ঠরোগগ্রস্ত একজন ইউরোপীয় এবং আপনার এই বিনীত দাসই সমস্ত করে।

প্রতিদিন প্রাতে উপাসনা এবং আনুসঙ্গিক উপদেশ দানের পর আমি পীড়িতদিগকে দেখিবার জন্য যাই। ইহাদিগের প্রায় অর্দ্ধেক রোমান ক্যাথলিক সম্প্রদায়ভুক্ত। কুটীরে প্রবেশ করিয়াই আমি তাহাদিগের পাপ স্বীকার শ্রবণ করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করি। যাহারা এইরূপ আধ্যাত্মিক সাহায্য গ্রহণে অস্বীকার করে, ঔষধ পথ্যাদি দ্বারা আমি তাহাদিগকে সাংসারিক বিধানানুসারে সাহায্য করিতে ত্রুটি করি না। সেরূপ স্থলে ধর্ম্ম এবং সম্প্রদায় নির্ব্বিশেষেই আমি সাহায্য করি। দুই চারি জন সাম্প্রদায়িকতায় অন্ধ ও ধর্ম্ম বিশ্বাসহীন ব্যক্তি ভিন্ন আর সকলে আমাকে পিতার ন্যায় জ্ঞান করে। তাহাদিগের সকলকে প্রকৃত খৃষ্টভক্ত করিবার জন্য আমি আপনাকে তাহাদিগের ন্যায় ব্যাধিগ্রস্ত বলিয়াই মনে করি এবং সেই জন্য উপাসক মণ্ডলীকে কোন কথা বলিবার সময়, ইউরোপে যেমন "ভ্রাতৃগণ" বলিয়া সম্বোধন করিবার প্রথা আছে, তাহার পরিবর্ত্তে "আমরা কুষ্ঠরোগী" এই বলিয়া সম্বোধন করি। এখানে আমার প্রতিপত্তি কিরূপ, তাহা আপনি নিম্নলিখিত ঘটনা হইতে বুঝিতে পারিবেন। গত শনিবার এখানকার কতকগুলি যুবক, তাহাদিগের অবস্থায় অসন্তুষ্ট হইয়া এবং গবর্ণমেণ্ট তাহাদিগের সঙ্গে উপযুক্ত ব্যবহার করিতে

ছেন না ভাবিয়া, বিদ্রোহ উত্থাপনে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছিল। তাহাদিগের মধ্যে দুইজন ভিন্ন অপর সকলেই ক্যালভিনিষ্ট অথবা মর্ম্মণ সম্প্রদায়ের অন্তর্গত। আমি উপস্থিত হইয়া কেবল দুই একটি কথা মাত্র বলিলাম, তাহারা লজ্জায় মস্তক অবনত করিল এবং সমস্ত গোলযোগের নিষ্পত্তি হইয়া গেল।

এখানে আসা অবধি আমি প্রায় এক শত জনকে খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত করিযাছি। দীক্ষাকালীন শ্বেত পরিচ্ছদ পরিহিত অবস্থায়ই তাহাদিগের মধ্যে অনেকে পরলোক গমন করিয়াছে। আমাকে অনেককে সমাধিস্থও করিতে হইয়াছে। আমাদিগের মধ্যে গড় মৃত্যু সংখ্যা প্রতি দিন একজন। তাহাদিগের, মধ্যে অনেকে এরূপ নিঃসম্বল, যে তাহাদিগের অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া করিবার সঙ্গতি নাই। বস্ত্রাবৃত করিয়াই তাহাদিগকে সমাধিস্থ করিতে হয়। অন্যান্য কর্ত্তব্যকার্য্য করিয়া যত টুকু সময় থাকে, আমি তাহা এইরূপ দরিদ্রগণের জন্য শবাধার নির্ম্মাণে ক্ষেপণ করি।

স্বস্তি বাচনের জন্য আমার নিকট আর নূতন অনুরোধ পাঠাইবেন না। * এখানে যাহা করিতে হয়, তাহাই আমার সাধ্যাতিরিক্ত। সকলেই জানেন, আমরা যাহা করি, তাহা নিস্বার্থ ভাবেই করি। আমাদিগের কার্য্যের পুরস্কার কি, আমাদিগের দয়াময় প্রভুই তাহা জানেন। অথবা সে কথাই বা বলি কেন? তিনিত আমাদিগকে পূর্ব্ব হইতেই পুরস্কৃত করিয়া রাখিয়াছেন। প্রভু যদি আমায় জিজ্ঞাসা করিতেন, "কেমন আমি যখন তোমাকে অর্থ, ধর্ম্মগ্রন্থ, পাদুকা কিছুই না দিয়া

* হিন্দুধর্ম্মের ন্যায় রোমান ক্যাথলিক ধর্ম্মেও স্বস্ত্যয়ন, আশীর্ব্বাদ, ইত্যাদির প্রচলন আছে।

এখানে পাঠাইয়াছিলাম, তখন কি তোমার কোন অভাব ছিল? আমি তাহা হইলে বলিতাম, "না প্রভো, কিছুরই অভাব ছিল না।" বাস্তবিকও যখন আমি এখানে আসি তখন কিছুই সঙ্গে লইয়া আসি নাই। আমার যাহা কিছু ছিল, সমস্তই কোহালাতে ফাদার ফ্যাবিয়ানকে দান করিয়া আসিয়াছিলাম। আমার একটি পয়সাও আয় নাই; অথচ আমার কিছুরই অভাব নাই আমি বরং অন্যকে সাহায্য করি। ইহার অর্থ কি বলিতে পারেন? যাঁহারা তাঁহার নামে সর্ব্বস্ব উৎসর্গ করিয়াছেন, তাহাদিগকে যিনি শতগুণ প্রতিদান করিতে প্রতিশ্রুত আছেন, ইহার অভ্যন্তরে তাঁহারই গূঢ় উদ্দেশ্য বর্ত্তমান।

অল্প দিন হইল, আমি আমাদিগের উপনিবেশের অপর প্রান্তে এবং পুরাতন উপাসনালয় হইতে দুই মাইল দূরে, আর একটি উপাসনালয় নির্ম্মাণ করিয়াছি। আমার নিজের সূত্রধরের কার্য্য ব্যতীত ইহাতে আমার প্রায় এক শত পাঁচিশ টাকা ব্যয় হইয়াছে। ইহার মধ্যে আমার দশ টাকা মাত্র ঋণ আছে। স্বর্গীয় মহাপুরুষ জোসেফই স্বয়ং আমার অভাব পূর্ণ কর্ত্তা। আমার হনোলুলুস্থিত ধর্ম্ম ভগ্নীগণ আমাকে বস্ত্র পাঠাইয়া দেন, অন্যান্য যাহা কিছু অভাব হয়, কয়েক জন দানশীল ব্যক্তি তাহা পূরণ করিয়া থাকেন।

কয় মাস গত হইল, এখানকার হোমসেক্রেটরী, আমাকে কুষ্ঠ উপনিবেশ ভিন্ন অন্য কোথাও পদার্পণ করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন সুতরাং আমাকে বন্দীর ন্যায় থাকিতে হইয়াছিল। আজ ফরাসী রাজ প্রতিনিধি একখানি পত্রে আমার মুক্তির সংবাদ পাঠাইয়াছেন। ঈশ্বরের মহিমা বর্দ্ধিত হউক।

আমি এখন কেবল যে আমার কুষ্ঠরোগীদিগের তত্ত্বধান করিতে পারিত তাহা নয়; দ্বীপের অন্যান্য স্থানেও খৃষ্টধর্ম্ম প্রচারের জন্য পরিশ্রম করিতে পারি। আমি ভিন্ন সমস্ত দ্বীপে আর একজনও ধর্ম্ম প্রচাবক নাই। এ কার্য্যে একজন সঙ্গী পাইলে ভাল হয় কিন্তু তাহা কোথায় পাইব? আমার প্রচার ক্ষেত্রের কল্যাণের জন্য আপনি নিজে ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিবেন এবং অন্য সকলকেও প্রার্থনা করিতে বলিবেন।

পবিত্র আত্মাশ্রিত

আপনার ভ্রাতা

দামিয়েন।

দামিয়েনের একান্ত ইচ্ছা ছিল, যে একজন কেহ আসিয়া তাঁহার প্রচার-কার্য্যের সহায়তা করেন। ঈশ্বরানুগ্রহে তাঁহার সেই আশা পূর্ণ হইল। পর বৎসর জানুয়ারি মাসে আর একজন প্রচারকের উপর মোলোকইএর অবশিষ্ট অংশের ভার অর্পিত হইল। সুতরাং দামিয়েন কুষ্ঠউপনিবেশের কল্যাণের জন্য অধিকতর মনোযোগ দিবার অবসর প্রাপ্ত হইলেন। তিনি একজন সহযোগী প্রাপ্ত হইলেন বটে, কিন্তু গুরুতর কার্য্যের ভার, সমস্তই তাঁহার স্কন্ধে বর্ত্তমান রহিল এবং প্রকৃত প্রস্তাবে তিনিই দ্বীপের সর্ব্বময় কর্ত্তা রহিলেন। নিকটবর্ত্তী একস্থানে একটি উপাসনালয়ের আবশ্যক ছিল; দামিয়েন তাঁহার সহযোগীর উপর চারি মাসের জন্য কুষ্ঠ উপনিবেশের ভার সমর্পণ করিয়া, নূতন প্রচার ক্ষেত্রে উপাসনালয় নির্ম্মাণ করিতে গেলেন। তাঁহার মানাপমান জ্ঞান ছিল না, সামান্য শ্রমজীবীর ন্যায় পরিশ্রম করিয়া তিনি উপাসনালয় নির্ম্মাণের কার্য্যে

সহায়তা করিতে লাগিলেন এবং কার্য্য শেষ হইলে, সহযোগীকে তাঁহার নির্দ্দিষ্ট কার্য্যক্ষেত্রের ভার প্রদান করিয়া, কুষ্ঠ উপনিবেশের-ভার পুনর্ব্বার গ্রহণ করিলেন।

হাউয়াই দ্বীপে অবস্থান কালে দামিয়েন কিরূপ ভাবে প্রচার কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছিলেন, তাহা পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। মোলোকাইএ আসিয়াও তাঁহার কর্ত্তব্যনিষ্ঠার পরিবর্ত্তন হয় নাই। হাওয়াইএ তাঁহার অধিকাংশ সময়, তত্রস্থ উপাসকমণ্ডলীর আধ্যাত্মিক কল্যাণ চিন্তাতেই অতিবাহিত হইত; কিন্তু মোলোকাইএ আগমন অবধি তাঁহার উপাসকমণ্ডলীর ঐহিক এবং পারত্রিক উভয়বিধ কল্যাণই তাঁহার চিন্তার বিষয় হইল। কি করিলে তাহারা প্রলোভন এবং অবিশ্বাসের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়া ধর্ম্মপথ অবলম্বন করিতে পারিবে, ইহাও তিনি যেমন চিন্তা করিতেন; আবার কি করিলে তাহারা শীতাতপ হইতে রক্ষা পাইবে এবং তাহাদিগের দুর্ব্বিষহ রোগ যন্ত্রণার কিয়ৎপরিমাণে উপশম হইবে, তাহাও তাঁহার তেমনই চিন্তার বিষয় হইল। হতভাগ্য ব্যাধিগ্রস্তগণ তাঁহাকে যে পিতার ন্যায় ভক্তি করিত ইহাই তাহার প্রধান কারণ। ধর্ম্মসাধন ধর্ম্মেরই জন্য সে কথা সত্য; পার্থিব কোন বস্তুর সহিত যে তাহার সম্বন্ধ নাই, সে কথাও স্বীকার করি। কিন্তু যখন ক্ষুধা তৃষ্ণায় প্রাণ অস্থির হয়, শীত গ্রীষ্মে মস্তক রাখিবার একটু স্থান না থাকে, সজীব অবস্থাতেই রক্ত মাংসের ভিতর শত শত ক্রিমি দংশন করিতে থাকে, সে অবস্থায় ধর্ম্মসাধন করিতে পারেন কয় জন? যাঁহারা পারেন, তাঁহাদিগকে দেবতা বলিয়া পূজা করি, যাঁহারা না পারেন তাহাদিগকে নিন্দা করি না। অনেক

ধর্ম্মপ্রচারক এমন আছেন, যে তাঁহারা নিজের বিশ্বাস এবং ধর্ম্মানুরাগের প্রাবল্যে মনে করেন, জগতের সকল লোকই তাঁহাদিগের ন্যায় বিশ্বাসী এবং ধর্ম্মানুরাগী। সাংসারিক ক্লেশ দুঃখ যাহাই ঘটুক, ভগবৎ প্রসঙ্গ হইলেই লোকের আত্মবিস্মৃত হওয়া কর্ত্তব্য। এই সকল লোক প্রেমিক অথবা বিশ্বাসী হইতে পারেন, কিন্তু তাঁহারা সংসারাভিজ্ঞ নহেন। সেই জন্য তাঁহারা দরিদ্রের কুটীরে যাইয়া, তাহার দারিদ্র্য দুঃখ উপশমের প্রসঙ্গ করেন না; রোগীর শয্যা পার্শ্বে বসিয়া তাহার যাতনার দিকে দৃষ্টিপাত করেন না; শোকার্ত্তকে সান্ত্বনা দিবার চেষ্টা করেন না; যে যে শ্রেণীর লোক হউক, সকলকেই সমভাবে ধর্ম্মোপদেশ দিয়া কর্ত্তব্য শেষ হইল, মনে করেন। এই জন্য অধিকাংশ স্থলে তাঁহাদিগের কার্য্য ফলদায়ক হয় না। দামিয়েন এ শ্রেণীর ধর্ম্মোপদেষ্টা ছিলেন না। তাঁহার উপাসকগণের আধ্যাত্মিক এবং আধিভৌতিক, উভয়বিধ অভাবই, তিনি সুন্দর রূপে অনুভব করিতেন এবং অনুভব করিয়া তাহা বিমোচনের চেষ্টা করিতেন। হতভাগ্য সমাজ নির্ব্বাসিত কুষ্ঠরোগীগণ, কত যন্ত্রণায় কাতর, তাহা তিনি বিলক্ষণ বুঝিতেন, এবং সেই জন্য তাঁহার শরীর এবং মন উভয়ই তাহাদিগের সেবায় নিয়োজিত করিতেন। তিনি স্বহস্তে গৃহহীনের গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া দিতেন, পীড়িতকে ঔষধ সেবন করাইতেন, মুমূর্ষুর রোগশয্যার পার্শ্বে বসিয়া তাহাকে সেবা করিতেন; আবার সেই সঙ্গে ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করিয়া, তাহাদিগের নিরাশ প্রাণে আশার সঞ্চার করিয়া দিতেন। এরূপ অবস্থায় তিনি যে তাহাদিগের হৃদয়ে একাধিপত্য করিবেন, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি?

দামিয়েন মোলোকাইএ আসিয়া কুষ্ঠরোগীদিগের স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য যে সকল উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন, তাহার মধ্যে কতকগুলি উল্লেখের যোগ্য। মোলোকাইএ ব্যবহারোপযোগী জলপ্রাপ্ত হওয়া নিতান্ত কঠিন ছিল। অনেক দূর হইতে জল বহিয়া আনিতে হইত; তাহাও আবার নিতান্ত কদর্য্য এবং পানের অযোগ্য ছিল। সুখে স্নানাবগাহন করা দূরে থাকুক, অনেক সময় প্রাণধারিণোপযোগী পানীয় জল পর্য্যন্ত পাওয়া কঠিন হইত। জলের অভাবে তাহারা পূয রক্তে বিষাক্ত গাত্রবস্ত্র প্রক্ষালন করিতে এবং শরীরের ক্ষতস্থান সকল পরিষ্কার করিতে পারিত না; তাহাদিগের শরীরের দুর্গন্ধ অসহ্য হইত। দামিয়েন প্রথমেই এ অভাব বিমোচন করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। দূরবর্ত্তী একটি উপত্যকায় নির্ম্মল জলপূর্ণ একটি হ্রদ ছিল, অতি প্রবল গ্রীষ্মের সময়ও তাহা শুষ্ক হইয়া যাইত না। দামিয়েন এই হ্রদ হইতে জল আনিয়া কুষ্ঠ উপনিবেশের অভাব দূর করিতে মনস্থ করিলেন। গবর্ণমেণ্ট তাহার সাহায্য করিলেন এবং অল্প দিনের মধ্যে প্রচুর নির্ম্মল জল প্রাপ্ত হইয়া, কুষ্ঠরোগীগণের ক্লেশ দূরীভূত হইল।

জলাভাব দূর করিয়া, দামিয়েন কুষ্ঠ উপনিবেশের আর একটি অভাব দূর করিতে মনস্থ করিলেন। ব্যাধিগ্রস্তগণের বাসের জন্য গৃহ ছিল না। কেহ বৃক্ষতলে, কেহ পর্ব্বত গুহায়, কেহবা উন্মুক্ত আকাশের তলে পড়িয়া থাকিত। স্ত্রী পুরুষ, সুস্থ অসুস্থ পার্থক্য ছিল না; পশুপালের ন্যায় দলে দলে সকলে একত্রিত হইয়া রাত্রি যাপন করিত। যে দুই একটী ক্ষুদ্র কুটীর ছিল, তাহাও গৃহ-নামের উপযুক্ত নয়। বর্ষার ধারা এবং শীত

গ্রীষ্মের প্রকোপ, কিছুই তাহাতে নিবারিত হইত না। একেইত তাহা সঙ্কীর্ণ এবং বায়ু সমাগম শূন্য, তাহার উপর গৃহবাসী-গণের ব্যবহার দোষে তাহা মনুষ্যাবাসের উপযুক্ত ছিল না। রাশীকৃত আবর্জ্জনা, ক্লেদ, পূয রক্তে গৃহের বায়ু নরকের বায়ুর অপেক্ষাও দূষিত এবং বিষাক্ত হইয়া থাকিত। দামিয়েনকে এইরূপ গৃহে বসিয়াই রোগীদিগের সেবা করিতে এবং মুমূর্ষু-দিগকে ধর্ম্মোপদেশ দিতে হইত। এইরূপ গৃহে বসিয়াই তিনি রাত্রির পর রাত্রি যাপন করিতেন এবং এইরূপ গৃহ হইতেই গলিত মৃতদেহ বক্ষে লইয়া, সমাধিস্থ করিতেন। যে ক্লেশ প্রেতেরও পক্ষে অসহ্য, অকুণ্ঠিত-চিত্তে তিনি তাহা সহ্য করি-তেন। জলাভাব ক্লেশ দূর করিবার পর, তিনি উপনিবেশের বাস গৃহের অভাব দূর করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। তাঁহার চরি-ত্রের এই একটি বিশেষ প্রশংসনীয় গুণ ছিল, যে যে উৎসাহানল তাঁহার নিজের হৃদয়ে প্রজ্জ্বলিত হইত, তিনি তাহা অন্যেরও হৃদয়ে উদ্দীপিত করিতে পারিতেন। কুষ্ঠ রোগীদিগের দুরবস্থা বর্ণন করিয়া, তিনি গবর্ণমেণ্টের এবং রাজধানীস্থ বদান্য ব্যক্তি-গণের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। তাঁহার প্রার্থনা নির-র্থক হইল না। অল্প দিনের মধ্যে তিনি গবর্ণমেণ্টের নিকট গৃহ নির্ম্মাণোপযোগী কাষ্ঠাদি প্রাপ্ত হইলেন এবং রাজধানীস্থ বদান্য ব্যক্তিগণ তাঁহাকে অর্থ, উপকরণ ইত্যাদি প্রেরণ করিতে লাগিলেন। এইরূপ সাহায্য প্রাপ্ত হইয়া, দামিয়েন কুষ্ঠরোগী-দিগের জন্য গৃহ নির্ম্মাণে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি স্বয়ং সূত্র-ধরের কার্য্য করিতেন, আর কুষ্ঠ রোগীদিগের মধ্যে যাহারা অপেক্ষাকৃত সবলকায় ছিল, তাহারা তাঁহার কার্য্যের সহায়তা

করিত। এইরূপে ১৮৭৪ হইতে ৮৬ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত দ্বাদশ বৎসরের মধ্যে, প্রায় তিন শত কাষ্ঠ নির্ম্মিত সুন্দর কুটীর নির্ম্মিত হইল। শুষ্ক, বায়ুসঞ্চালিত গৃহে বাস করিয়া, কুষ্ঠরোগীদিগের স্বাস্থ্য অনেকাংশে উন্নত হইল এবং উপনিবেশের দৈনিক মৃত্যু সংখ্যা কিয়ৎপরিমাণে স্বল্প হইয়া আসিল।

দামিয়েন এইবার কুষ্ঠরোগাদিগের আহার্য্য এবং পরিচ্ছদের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন। হাওয়াই গবর্ণমেণ্ট তাহাদিগের ভরণপোষণের জন্য প্রতি বৎসর কিয়ৎ পরিমাণ অর্থব্যয় করিতেন বটে, কিন্তু তাহাতে তাহাদিগের সমস্ত অভাব দূরীভূত হইত না। দামিয়েন পুনঃ পুনঃ আবেদন করিয়া, গবর্ণমেণ্টের দৃষ্টি এদিকে অধিকতর আকৃষ্ট করিলেন। ব্যাধিগ্রস্তদিগকে তিনি নিজের পুত্র কন্যার ন্যায় ভাল বাসিতেন। কোনরূপে যৎসামান্য কিছু আহার করিয়া তাহারা প্রাণ ধারণ করিবে, ইহাতে তাঁহার তৃপ্তি বোধ হইত না। সাধারণ খাদ্যের সঙ্গে তাহারা যাহাতে সময়ে সময়ে একটু তৃপ্তিকর উপাদেয় খাদ্যও আহার করিতে পায়, তাহা তাঁহার একান্ত ইচ্ছা ছিল। সেই জন্য তিনি তাহাদিগকে অল্প পরিমাণে দুগ্ধ দিবার জন্য গবর্ণমেণ্টের নিকট প্রার্থনা করিলেন; হাওয়াই গবর্ণমেণ্টেরও বিশেষ প্রশংসার বিষয় এই যে, তাঁহারা সাধ্যানুসারে দামিয়েনের প্রার্থনা পূর্ণ করিতে চেষ্টা করিতেন। দামিয়েনের আগমনের পূর্ব্বে রোগিদিগকে বস্ত্রাভাবে দারুণ ক্লেশ পাইতে হইত। যাহারা অপেক্ষাকৃত সঙ্গতিপন্ন ছিল, তাহাদিগের আত্মীয় স্বজনগণ তাহাদিগের জন্য বস্ত্রাদি পাঠাইয়া দিতেন; কিন্তু অপর সকলের কষ্টের সীমা ছিল না। দামিয়েন তাহাদিগের জন্য

একটি বস্ত্র বিক্রয়ের স্থান স্থাপিত করিলেন এবং প্রত্যেক কুষ্ঠ-রোগীকে বস্ত্র দানের পরিবর্ত্তে বার্ষিক প্রায় ১২ টাকা সাহায্য দানের নিয়ম প্রবর্ত্তিত করিলেন। ইহা দ্বারা রোগীদিগের ক্লেশ যদিও অপেক্ষাকৃত দূরীভূত হইল, কিন্তু তিনি ইহাতে পরিতৃপ্ত রহিলেন না। যাহাতে গবর্ণমেণ্ট ও দানশীল ব্যক্তিগণের দ্বারা তাহাদিগের অবস্থার অধিকতর উৎকর্ষসাধন করিতে পারেন, তজ্জন্য অবিশ্রান্ত চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

এ সকলের অপেক্ষা আরও একটি গুরুতর বিষয়ে দামিয়েন মনোযোগী হইলেন। তাঁহার আগমনের পূর্ব্বে গবর্ণমেণ্ট কুষ্ঠ-উপনিবেশে একটি চিকিৎসালয় সংস্থাপন করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহা নাম মাত্র চিকিৎসালয় ছিল। চিকিৎসালয় অথচ তাহাতে চিকিৎসক নাই, শুশ্রূষাকারিণী নাই, ধাত্রী নাই। দামিয়েন যত দিন পর্য্যন্ত না চিকিৎসালয়ের জন্য একজন স্থায়ী চিকিৎসক, এবং ঔষধাগার সংস্থাপিত করিতে পারিলেন, তত দিন নিরস্ত রহিলেন না। কুষ্ঠরোগ যে আরোগ্য হইবার নয়, তাহা তিনি বুঝিতেন; কিন্তু চেষ্টা দ্বারা যাহাতে রোগীদিগের যন্ত্রণার কিয়ৎ পরিমাণে হ্রাস করা যাইতে পারে, তজ্জন্য তিনি সাধ্যানুসারে বন্দোবস্ত করিলেন। তাঁহার অধিকাংশ সময়ই চিকিৎসালয়ে অতিবাহিত হইত। রোগীদিগের ভালরূপ শুশ্রূষা হইতেছে কিনা, তাহারা তাহাদিগের প্রয়োজনীয় বস্তুসমূহ প্রাপ্ত হইতেছে কিনা, দেখিবার জন্য তিনি সর্ব্বদাই চিকিৎসালয়ে যাইয়া তত্ত্বাবধান করিতেন। এই সকল কার্য্যেই তাঁহার সহৃদয়তা অধিক প্রমাণে প্রকাশিত হইত। তিনি রোগীদিগের শয্যার পার্শ্বে বসিয়া তাহাদিগের সেবা করিতেন, তাহাদিগকে উপদেশ

দিতেন এবং ধর্ম্মশাস্ত্র হইতে উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট স্থল পাঠ করিয়া শুনাইতেন। দারুণ রোগে যাহাদিগের হস্ত এবং অঙ্গুলি গলিত হইয়া গিয়াছিল, তিনি তাহাদিগকে স্বহস্তে আহার করাইয়া দিতেন। রাজধানী হনলুলুস্থিত তাঁহার ধর্ম্ম ভগ্নীগণ তাঁহার নিকট প্রচুর পরিমাণে মিষ্টান্ন, পিষ্টক ইত্যাদি পাঠাইয়া দিতেন, তিনি কুষ্ঠরোগীদিগকে তাহা আহার করাইয়া তৃপ্তিলাভ করিতেন। তাঁহার আগমনের পূর্ব্বে চিকিৎসালয় সম্বন্ধে লোকের এরূপ অবস্থা ছিল, যে সেখানে যাইতে হইবে শুনিলে তাহাদিগের হৃৎকম্প উপস্থিত হইত। না হওয়াই আশ্চর্য্য। দামিয়েনের আগমনের পূর্ব্বে সেখানে কোন নূতন রোগী আসিবামাত্র অমনি তাহার মৃতদেহ প্রোথিত করিবার জন্য শবাধার সংগ্রহের চেষ্টা হইত। কেহ যে অব্যাহতি পাইবে, চিকিৎসকদিগের মনে সে কথা উদিত হইত না। রোগী এবং চিকিৎসক উভয়েই বুঝিতেন, গৃহে যে দশ দিন বাঁচিবে, চিকিৎসালয়ে এক রাত্রি বাস করিলেই তাহার আয়ু শেষ হইবে। দামিয়েনের চেষ্টায় এ ভাব কিয়ৎ পরিমাণে পরিবর্ত্তিত হইল।

এই সকলের সঙ্গে দামিয়েন আরও একটি সহৃদয়তার কার্য্য করিলেন। মৃতদেহ সমাহিত করিবার জন্য গবর্ণমেণ্ট কোনরূপ অর্থ সাহায্য করিতেন না। সুতরাং নিতান্ত নিঃস্ব ব্যক্তিদিগকে যে কোনরূপে হউক এক প্রকারে প্রোথিত করা হইত। দামিয়েন এই শ্রেণীর লোকদিগের জন্য "শবাধার সভা" নামক একটী সভা স্থাপিত করিলেন। দরিদ্রদিগকে সমাধিস্থ করিবার জন্য তাহা হইতে শবাধার প্রদত্ত হইত। তাঁহার উপাসনালয়ের সংলগ্ন একটী সুবেষ্টিত ভূমিখণ্ডে তিনি একটি সমাধি ক্ষেত্রও

প্রস্তুত করিলেন। অনেক সময় লোকাভাবে তাঁহাকে নিজেই কবর খনন করিতে এবং মৃতদেহ তাহাতে শায়িত করিতে হইত। অবকাশ পাইলে তিনি স্বহস্তে শবাধার প্রস্তুত করিয়া দিতেন, সুবিধা না হইলে অগত্যা বস্ত্রাবৃত করিয়াই সমাহিত করিতেন।

পাঠক মনে করিবেননা দামিয়েনের কার্য্য এখানেই পরিসমাপ্ত হইল। যিনি মৃত এবং মুমূর্ষুদিগের জন্য এত চিন্তা করিতেন, তিনি যে, অপেক্ষাকৃত সুস্থকায় ব্যক্তিদিগের জন্য কিছু না করিয়া ক্ষান্ত থাকিবেন, তাহা কখনও সম্ভব নয়। যিনি অনাথ নির্ব্বান্ধবগণের নশ্বরদেহ স্বয়ং সমাধিস্থ করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না, তিনি যে তাহাদিগের অমর আত্মার কল্যাণের জন্য কিছু করিবেন না, তাহা কখনও মনে করা যাইতে পারে না। হাওয়াই দ্বীপ হইতে যাহারা মোলোকাইএ প্রেরিত হইত, তাহারা সকলেই যে একবারে রোগে চলৎশক্তিহীন এবং মুমূর্ষু প্রায় ছিল, তাহা নয়। তাহাদিগের মধ্যে অনেক সবল এবং পরিশ্রম পটু ব্যক্তিও থাকিত। রোগের বীজ কাহারও দেহে বদ্ধমূল দেখিলেই রাজপুরুষগণ তাহাকে নির্ব্বাসিত করিতেন। অনেক অপ্রাপ্ত বয়স্ক বালক বালিকাও এইরূপে মোলোকাইএ প্রেরিত হইত। দামিয়েন এই সকল বালক বালিকাদিগের জন্য একটি আশ্রম স্থাপিত করিলেন। তাঁহার নিজের বাস গৃহের নিকটে তিনি দুইটি গৃহ নির্ম্মাণ করিলেন; একটিতে বালকেরা এবং অপরটিতে বালিকারা থাকিত। তিনি নিজে চল্লিশটি অনাথ বালক বালিকার তত্ত্বাবধান করিতেন। রোগাক্রান্ত অবস্থায় তাহাদিগের পক্ষে যে সকল বিষয় শিক্ষা করা সম্ভব; সেখানে তাহা-

দিগকে সেই সকল বিষয় শিক্ষা দেওয়া হইত। বালিকারা সীবন কার্য্য এবং শিল্প কর্ম্মাদি শিক্ষা করিত। যে সকল বালক বালিকা আপন আপন পিতা মাতার সঙ্গে বাস করিত, তিনি তাহাদিগের শিক্ষা সম্বন্ধেও উদাসীন ছিলেন না। প্রথম প্রথম সুবিধা মত একটি অনাবৃত স্থানে কতকগুলি বালক বালিকাকে একত্রিত করিয়া শিক্ষা দিতেন। তাহার পর একটি বিদ্যালয় গৃহ নির্ম্মিত হইল। ছাত্র সংখ্যা ক্রমশই বর্দ্ধিত হইতেছে দেখিয়া, ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে তিনি আরও একটি নূতন গৃহ নির্ম্মাণ করিলেন। তিনি যাহা কিছু করিতেন, তাহা সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর না হইলে তাঁহার মনোনীত হইত না। উপাসনালয়ে যে সকল বালক সঙ্গীত করিত, রোগে তাহাদিগের মূর্ত্তি বিকৃত হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু তথাপি তিনি তাহাদিগকে এরূপ পরিস্কার পরিচ্ছন্ন থাকিতে শিক্ষা দিয়াছিলেন যে রবিবাসরীয় উপাসনার দিন তাহাদিগের পরিচ্ছন্ন পরিচ্ছদ দেখিলে দর্শকের হৃদয়ে তৃপ্তি বোধ হইত। তাঁহার চেষ্টায় যতদূর সম্ভব, কুষ্ঠরোগাক্রান্তদিগের সচ্ছন্দ বিধানে তিনি অমনোযোগ করিতেননা। যে জন্য তিনি তাঁহার জন্মভূমি এবং প্রিয় জনক জননীর ক্রোড় পরিত্যাগ করিয়া, এতদূর দেশে আসিয়াছিলেন; তাঁহার জীবনের সেই প্রিয় কার্য্য সম্বন্ধেও তিনি উদাসীন ছিলেন না। খ্রীষ্টধর্ম্মের সুসমাচার প্রত্যেক নর নারীর দ্বারে দ্বার আনিবার জন্য তাঁহার হৃদয়ে প্রবল আকাঙ্ক্ষা ছিল। যে ভাবে এবং যাহাদিগের নিকট তিনি এই সুসমাচার প্রচার করিবার জন্য আসিয়াছিলেন, তাহা চিন্তা করিলে অবাক হইয়া যাইতে হয়। যাঁহাদিগের শরীরের প্রতিগন্ধে প্রেত পর্য্যন্ত ঘৃণা বোধ করে, তাহা-

দিগের মুখের নিকট মুখ দিয়া, শরীরে শরীর স্পর্শ করাইয়া, তাঁহাকে এই সুসমাচার শুনাইতে হইত। দিন নাই রাত্রি নাই, সকল সময়েই মুমূর্ষুর শয্যা পার্শ্বে উপবিষ্ট হইয়া তিনি এই সুসমাচার শুনাইতেন। উপনিবেশের দৈনিক মৃত্যু সংখ্যা গড় একজনের ন্যূন ছিলনা; সুতরাং প্রায় প্রতিদিনই তাঁহাকে অন্তত একবার করিয়া মুমূর্ষুকে অন্তিম উপদেশ দিতে অথবা তাহার অন্তিম অপরাধ স্বীকার শ্রবণ করিতে হইত। ঝটিকা বৃষ্টি, নিজের স্বাস্থ্য, অস্বাস্থ্য, কিছুতেই তিনি ভ্রুক্ষেপ করিতেন না; সংবাদ পাইবামাত্র অমনি মুমূর্ষুর শয্যাপার্শ্বে আসিয়া উপস্থিত হইতেন। তাহার একমাত্র উৎকণ্ঠা এই ছিল, পাছে তাঁহার কোন ভ্রাতা ভগ্নী, মৃত্যুকালে খৃষ্টের আশ্বাস বাণী না শুনিয়া, কলুষিত হৃদয়ে প্রাণত্যাগ করে। মুমূর্ষু পাপীকে এই আশ্বাস বাণী শুনাইতে তিনি কোন ক্লেশই ক্লেশ বলিয়া মনে করিতেন না। তাহার এক দিনের কার্য্য বিবরণ সম্বন্ধে তিনি এইরূপ লিখিয়াছেন; "আজ রাত্রি আটটার সময় একটি মমূর্ষু রমণীকে দেখিবার জন্য আমাকে যাইতে হইয়াছিল। রাত্রি ঘোরান্ধকারময়ী, পথ কর্দ্দমে পরিপূর্ণ, তাহার উপর অনবরত মুষলধারে বৃষ্টি পড়িতে ছিল; আমি অশ্বারোহণে যাইতে বাধ্য হইলাম। গন্তব্য স্থলে উপস্থিত হইয়া, অশ্বটিকে প্রথমে সযত্নে এক স্থলে বন্ধন করিয়া আমি গৃহে প্রবেশ করিলাম; দেখিলাম অনেকগুলি কাথলিক সম্প্রদায়স্থ রমণী সেখানে উপস্থিত রহিয়াছে; তাহারা সকলেই ব্যাধিগ্রস্তা। যে মুমূর্ষু রমণীকে আমি দেখিতে গিয়াছিলাম, সে পূর্ব্বে ধর্ম্মচ্যুত হইয়াছিল, কিন্তু এখন সরল হৃদয়ে সমস্ত অপরাধ স্বীকার করিল।

উপাসনা শেষ হইলে, আমি বাহিরে আসিয়া দেখি, আমার অশ্বটী বন্ধনরজ্জু ছিন্ন করিয়া কোথায় পলায়ন করিয়াছে। তাহার পর্য্যাণের সঙ্গে আমার আচ্ছাদন বস্ত্র আবদ্ধ ছিল, সেখানিও নাই। ঘোরতর অন্ধকারে দুই পদ সম্মুখের বস্তুও দেখিবার সম্ভাবনা ছিল না; সুতরাং সে সময় অশ্বটিকে অন্বেষণ করা বৃথা ভাবিয়া আমি ক্ষান্ত হইলাম। আচ্ছাদন বস্ত্রখানি থাকিলেও বৃষ্টিপাত হইতে রক্ষা পাইতে পারিতাম। কিন্তু কি করি, অবশেষে নিরুপায়ে কর্দ্দম বৃষ্টি ভোগ করিতে করিতে পদব্রজে প্রস্তরাকীর্ণ পথ অতিক্রম করিয়া কুটীরে প্রত্যাগমন করিলাম। এখন নিরাপদে গৃহে পৌছিয়াছি, আর কোন অসুবিধা নাই। আচ্ছাদন বস্ত্র খানি হারাইয়াছি বলিয়া কষ্ট হইতেছে, কিন্তু একটি আত্মার উদ্ধার সাধনে আমি যে সহায়তা করিতে পারিয়াছি, তজ্জন্য আমার হৃদয় আনন্দে পরিপূর্ণ। দয়াময় যিশুকে ধন্যবাদ দি" একদিনের ঘটনা এইরূপ, কিন্তু একদিন দুইদিন নয়; মোলোকাইএ পদার্পণ হইতে যত দিন না তিনি একবারে শয্যাশায়ী হইয়া পড়িয়াছিলেন, ততদিন অবিশ্রান্তই এইরূপ পরিশ্রম করিতেন। অপর সকলে বিশ্রাম পাইলে আনন্দ অনুভব করে, তিনি পরিশ্রমেই আনন্দ অনুভব করিতেন। কর্ত্তব্য সাধনে তিনি এমনই নিমগ্ন হইয়া পড়িয়াছিলেন, যে তাঁহার প্রিয় পরিজনবর্গের এমন কি তাঁহার জননীর কথাও তাঁহার মনে স্থান প্রাপ্ত হইত না। তিনি তাঁহার জননীকে লিখিয়াছিলেন, "মা, নানা কারণে আমি এমন ব্যস্ত, যে এক উপাসনার সময় ভিন্ন অন্য সময় তোমার কথা ভাবিবারও আমার অবসর থাকে না।" অতি প্রত্যুষে উঠিয়াই

তিনি প্রাভাতিক উপাসনা সমাধা করিতেন। যে সকল রোগী একবারেই চলৎশক্তি হীন, তাহারা ভিন্ন অপর সকলে এই উপাসনায় যোগদান করিত। প্রভাতের এইরূপ নিয়মিত উপাসনার বলেই তিনি অকুণ্ঠিত চিত্তে দিবসের কঠোর পরিশ্রমে সমর্থ হইতেন। ইহার পর বিদ্যালয়, অনাথ শিশুদিগের জন্য সংস্থাপিত আশ্রম, চিকিৎসালয় ইত্যাদি পরিদর্শন করিতেন। রোগীদিগের সেবা, বিবাহ, অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া প্রভৃতি উপলক্ষে পৌরোহিত্য কার্য্য এবং দিবস বিশেষে ক্যাথলিক ধর্ম্মানুমোদিত প্রথানুসারে পাপ স্বীকার শ্রবণ ইত্যাদি কার্য্যে অবশিষ্ট সময় অতিবাহিত হইত। তদ্ভিন্ন মুমূর্ষুকে আশ্বাস দান এবং মৃতদেহ সমাধিস্থ করণ, তাঁহার নিত্য ক্রিয়ার মধ্যেই হইয়াছিল। পরিচর্য্যায় যিনি ভৃত্য, রোগে যিনি শুশ্রূষাকারিণী জননী, বিদ্যালয়ে যিনি শিক্ষক, ধর্ম্মশিক্ষায় যিনি গুরু এবং মৃত্যুর পর যিনি শববাহী, তাঁহার কার্য্যের আবার বিরাম কোথায়? এরূপ অবস্থায় তিনি যে প্রিয় পরিজনবর্গকে, এমন কি তাঁহার জননীকেও পত্র লিখিতে অবসর প্রাপ্ত হইতেন না, তাহা অসম্ভব নয়। এইরূপেই মোলোকাই কুষ্ঠ উপনিবেশে তাঁহার কার্য্য আরব্ধ এবং এইরূপেই পরিসমাপ্ত হইয়াছিল। যে দেশে এমন মহাত্মা জন্মগ্রহণ করেন, সে দেশ ধন্য, এবং যে সমাজে এমন মহাপুরুষ আবির্ভূত হন, সে সমাজ পবিত্র।

দামিয়েনের মোলোকাই আগমনের পূর্ব্বে ব্যাধিগ্রস্তগণের অবস্থা কিরূপ শোচনীয় ছিল, আমরা পূর্ব্বে তাহা বর্ণন করিয়াছি। কিরূপ ধর্ম্মহীন এবং নীতিহীন ভাবে, পৈশাচিক আমোদ প্রমোদে, তাহাদিগের জীবন অতিবাহিত হইত, পাঠক-

বর্গ তাহা অবগত আছেন। দামিয়েনের যত্নে হতভাগ্য ব্যাধিগ্রস্তগণের ধর্ম্মজীবনে একটি যুগান্তর উপস্থিত হইল। হুলা-নৃত্য, ব্যভিচার, মদ্যপান প্রভৃতি ক্রমশঃ অদৃশ্য হইয়া আসিতে লাগিল। হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জের অন্যান্য স্থলে যদিও খৃষ্টধর্ম্ম প্রচারিত হইযাছিল কিন্তু দামিয়েনের আগমনের পূর্ব্বে নিজ মোলোকাই, কুসংস্কার এবং উপধর্ম্মের নিবিড় অন্ধকারে আচ্ছন্ন ছিল। উপনিবেশ বাসীগণ ধর্ম্মের নামে উপেক্ষা প্রদর্শন করিত। ঈশ্বর করুণাময় শুনিলে তাহারা হাস্য সম্বরণ করিতে পারিত না। দামিয়েনের আগমনের সঙ্গে এই প্রগাঢ় অন্ধকার ভেদ করিয়া, প্রথম সূর্য্যালোক নিপতিত হইল। প্রাণপণ পরিশ্রম করিয়া তিনি দ্বীপের সর্ব্বত্র খৃষ্টধর্ম্ম প্রচারে যত্নবান হইলেন। স্বহস্তে উপাসনালয় নির্ম্মাণ করিয়া, স্বয়ং বিদ্যালয়ে শিক্ষাদান করিয়া, এবং আত্ম জীবনে খৃষ্টধর্ম্মের উপদেশ সকল প্রতিপালিত করিয়া, তিনি খৃষ্টধর্ম্মের মাহাত্ম্য শত শত নর নারীর হৃদয়ে মুদ্রিত করিলেন। তাঁহার পরিশ্রমের বিরাম ছিলনা; পদব্রজে অথবা অশ্বারোহণে এক উপাসনালয় হইতে অপর উপাসনালয়ে ভ্রমণ করিয়া, তিনি প্রত্যেকটীর নিরূপিত ক্রিয়া সমাধা করিতেন। এক এক দিন তাঁহাকে দুই তিন স্থানে উপাসনা এবং উপদেশ দান করিতে হইত। এই সকল কার্য্যে তাঁহাকে নিদারুণ পরিশ্রম করিতে হইত সত্য; কিন্তু যে জন্য তিনি এত পরিশ্রম করিতেছিলেন, তাহা নিষ্ফল হইল না। তাঁহার চেষ্টায় হতভাগ্য দ্বীপবাসীগণ ধর্ম্মের মধুময় ভাব উপলব্ধি করিতে শিখিল। অবিশ্বাস এবং উপেক্ষার স্থলে বিশ্বাস এবং অনুরাগ সঞ্চারিত হইল এবং ঘোর রোগ যন্ত্রণা

এবং দারিদ্রের পীড়নের মধ্যেও তাহারা সেই নিত্য মঙ্গলময়ের মঙ্গল হস্ত অবলোকন করিতে শিখিল। যাহারা এক সময় ধর্ম্মের নামে এবং ঈশ্বরের নামে উপহাস করিত, তাহাদিগের মধ্যে অনেকে বিশ্বাসপূর্ণ হৃদয়ে ভগবানের করুণা এবং তাঁহার বিচারের উপর নির্ভর করিয়া প্রাণত্যাগ করিত। একজনের মৃত্যুকালীন অবস্থা সম্বন্ধে দামিয়েন তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে এইরূপ লিখিয়াছিলেন; "অল্পদিন হইল আমি আমার একজন প্রকৃত বিশ্বাসী খৃষ্টীয়ানকে সমাধিস্থ করিয়াছি। ইহাঁর মৃত্যুকালীন অবস্থা অতি শিক্ষাপ্রদ; মৃত্যুর পূর্ব্বে মহাপুরুষ পলের "এদেহের অবসান হউক এবং আমি খৃষ্টের সহিত মিলিত হই।" এই বাণীটী অনবরত তাঁহার মুখ হইতে নির্গত হইতেছিল। যখন আমি ধর্ম্মানুমোদিত বিধানে তাঁহার নিকট উপাসনা বিশেষের অনুষ্ঠান করিতে আসিলাম, তখন দেখিলাম, ধর্ম্ম বিশ্বাস এবং প্রেম যেন অভ্রান্তরূপে তাঁহার মুখমণ্ডলে প্রতিভাত হইতেছে।" কেবল একজন নয়, অনেকেই এইরূপ বিশ্বাসপূর্ণ হৃদয়ে প্রাণ ত্যাগ করিয়াছে। সাধারণ উপাসক মণ্ডলী সম্বন্ধেও দামিয়েন লিখিয়াছিলেন; "আমার কুষ্ঠরোগীগণ ধর্ম্মানুরাগে পূর্ণ, প্রাতঃকাল হইতে রাত্রি পর্য্যন্ত সমস্ত সময়, তাহারা উপাসনালয়ে উপস্থিত থাকে। তাহারা যেরূপ আগ্রহের সহিত প্রার্থনা করে, তাহা দেখিলে অনেক ধার্ম্মিক ব্যক্তিকেও লজ্জিত হইতে হয়।" যাহারা এক সময় ঘোরতর কুসংস্কার এবং অজ্ঞানান্ধকারের মধ্যে বাস করিত, দামিয়েনের শিক্ষাগুণে তাহারা এইরূপে ক্রমশঃ ধর্ম্ম এবং পবিত্রতার নির্ম্মল আলোক প্রাপ্ত হইল; এবং যে সমাজ এক সময় দুর্নীতি এবং অসংযতেন্দ্রিয়তার জন্য প্রেত-

নগরীর ন্যায় ছিল, তাহা ক্রমশঃ শান্তিময়, সুনিয়ম পরিচালিত মনুষ্যাবাসে পরিণত হইল।

দামিয়েন যখন মোলোকাইএ আসিয়া তাঁহার কার্য্য আরম্ভ করেন, তখন তিনি নিঃসহায় এবং নিঃসম্বল ছিলেন। বাস গৃহের অভাবে তাঁহাকে অনাবৃত স্থানে বৃক্ষমূলে বাস করিতে হইয়াছিল। তাঁহার কার্য্যে সহানুভূতি প্রকাশ করা দূরে থাকুক, অনেকে তাঁহাকে বাধা দিতে পর্য্যন্ত ক্রটী করেন নাই। স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট, তাহাকে মোলোকাই ত্যাগ করিতে নিষেধ করিয়া, তাঁহাকে একরূপ বন্দীর ন্যায় রাখিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন, কিন্তু ভগবানের অনুগ্রহে ক্রমে সকল প্রকার অসুবিধা দূরীভূত হইল। সহানুভূতি, প্রশংসা, অর্থ-সাহায্য, অজস্র ধারে তাঁহার নিকট প্রবাহিত হইতে লাগিল। রাজধানীর সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ তাঁহার সহিত পরিচিত হওয়া গৌরবের বিষয় মনে করিতে লাগিলেন। রাজ প্রাসাদে তাঁহার নিমন্ত্রণ হইত, রাজোচিত শয্যা তাঁহার শয়নের জন্য নির্দ্দিষ্ট থাকিত, কুষ্ঠরোগ সংস্পর্শে, তাঁহার বিষাক্ত দেহ পবিত্র বলিয়া পরিগণিত হইত। ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে রাজ্ঞী নিজে মোলোকাইস্থিত হাওয়াইদ্বীপপুঞ্জের কুষ্ঠরোগীদিগের অবস্থা দর্শন করিবার জন্য সেখানে গমন করিয়াছিলেন। দামিয়েনের কার্য্য দর্শন করিয়া, তিনি এমনই পরিতুষ্ট হইলেন, যে রাজধানীতে প্রত্যাগমন করিয়া, তিনি দামিয়েনকে তাঁহার রাজ্যের একটি অতি সম্মানসূচক পদবীতে ভূষিত করিবার অনুজ্ঞা দিলেন। মহা সমারোহে এবং সর্ব্বজন সমক্ষে দামিয়েনকে এই উপাধি প্রদান করা হইল। রাজ্ঞী এই সঙ্গে দামিয়েনকে

যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহার অনুবাদ নিম্নে প্রদত্ত হইল।

ভক্তি ভাজন মহোদয়,

আমাব প্রজাগণের মধ্যে যাহারা সর্ব্বাপেক্ষা হতভাগ্য, এবং যাহারা আপনাদিগের আত্মীয়গণের সস্নেহ ব্যবহারে বঞ্চিত হইয়া দারুণ যন্ত্রণা ভোগ করিতেছে, তাহাদিগের শারীরিক এবং আধ্যাত্মিক কল্যাণের জন্য আপনি অসীম দয়া, অনুরাগ এবং সহিষ্ণুতা প্রদর্শন করিতেছেন। আপনার সেই প্রকৃত বীরোচিত এবং নিস্বার্থ কার্য্যের জন্য আমি আপনার নিকট আমার কৃতজ্ঞতা এবং শ্রদ্ধা প্রকাশ করিতেছি। আমি আশা কবি, ইহা দ্বারা কিয়ৎ পরিমাণে আপনার কার্য্য সম্বন্ধে প্রকাশ্য সম্মান প্রদর্শন হইবে।

আমি বিলক্ষণ জানি, যে বিপন্নেব সেবা ভিন্ন আপনার পরিশ্রম এবং আত্মত্যাগেব অপব কোন উদ্দেশ্য নাই, এবং যে সর্ব্বনিয়ন্তা প্রভু পরমেশ্বব আপনাকে প্রণোদিত এবং উৎসাহিত করিতেছেন, তাহাব নিকট ভিন্ন অপর কাহারও নিকট আপনি কোন পুবস্কারের প্রত্যাশা কবেন না। কিন্তু তথাপি আমি আমার নিজের পরিতৃপ্তির জন্য, আপনাকে আমার রাজ্যের নাইট কমাণ্ডার অফ্ দি রয়াল অর্ডার উপাধি প্রদান করিতেছি। আপনি অনুগ্রহ পূর্ব্বক ইহা গ্রহণ করুন। আপনি এই হতভাগ্যগণের দুর্দ্দশা এবং যন্ত্রণার লাঘবের জন্য যেরূপ যত্ন করিতেছেন, কুষ্ঠ উপনিবেশ পরিদর্শন করিবার সময় আমি স্বয়ং তাহা প্রত্যক্ষ

করিয়াছি। আমার প্রদত্ত এই উপাধি তাহার সাক্ষ্যস্বরূপ হউক।

আপনার সুহৃদ

লিলিয় কলানী

রাজার অভিভাবিকা।

রাজ দত্ত সম্মানের সঙ্গে সাধারণেরও নিকট দামিয়েনের ক্ষমতা এবং প্রতিপত্তি পরিবর্দ্ধিত হইল। রাজ্যের পদস্থ এবং মাননীয় ব্যক্তিগণ তাঁহার কার্য্যের পরিপোষ্টা হইলেন। তাঁহাদিগের সাহায্য প্রাপ্ত হইয়া দামিয়েন কুষ্ঠ রোগীদিগের দুর্দ্দশার অনেক পরিবর্ত্তন করিতে সক্ষম হইলেন। আমোদ প্রমোদ প্রভৃতি সমস্ত বিষয়েই তিনি ব্যাধিগ্রস্তদিগকে সাধারণ মনুষ্যদিগের ন্যায় সুখ সচ্ছন্দে রাখিতে চেষ্টা করিতেন। তাহাদিগের পরিতৃপ্তির জন্য সময়ে সময়ে নাটকাভিনয় করা হইত। কুষ্ঠরোগীগণ যখন সুন্দর পরিচ্ছদে সুশোভিত হইয়া অভিনয় করিত, তখন তাঁহার হৃদয় আনন্দে পরিপূর্ণ হইত। তিনি নিজে তাহাদিগের অভিনয় কার্য্যে সহায়তা করিতেন। বিশেষ বিশেষ উৎসব দিনে তিনি তাহাদিগকে শ্রেণীবদ্ধ করিয়া এবং স্বয়ং সকলের অগ্রগামী হইয়া, কুষ্ঠ উপনিবেশের পথে সমারোহের সহিত যাত্রা করিতেন। তাহারা খৃষ্ট ধর্ম্মানুমোদিত ক্রিয়া কলাপের অনুষ্ঠানে যোগ দিতেছে দেখিলে তাঁহার আনন্দের আর সীমা থাকিত না; কুষ্ঠ রোগীদিগের অবস্থার পরিবর্ত্তনের আশাতেই তিনি মোলোকাইএ আসিয়াছিলেন; বিধাতা তাঁহার সে অভিলাষ পূর্ণ করিলেন। রোগাক্রান্ত হইবার পূর্ব্ব হইতে তিনি আপনাকে কুষ্ঠ রোগিদিগের সমাবস্থ বলিয়া মনে

করিতেন। এক্ষণে একাদশ বর্ষকাল তাহাদিগের সঙ্গে বাসের পর তিনি প্রকৃতই তাহাদিগের সমাবস্থ হইলেন। যেরূপে তাঁহার কার্য্য আরব্ধ হইয়াছিল, পাঠক তাহা অবগত আছেন, যেরূপে তাহা পরিসমাপ্ত হইয়াছিল, পরবর্ত্তী অধ্যায়ে তাহা বিবৃত হইবে।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

মোলোকাই কুষ্ঠউপনিবেশে বাস—শেষ জীবন।

মোলোকাইএ আগমনের পূর্ব্বেই দামিয়েন কুষ্ঠ রোগের সংক্রামকত্ব সম্পূর্ণরূপ অবগত ছিলেন; কিন্তু তজ্জন্য তিনি বিন্দুমাত্রও ভীত ছিলেন না। যেদিন তিনি কুষ্ঠ উপনিবেশে প্রথম পদার্পণ করিলেন, সেই দিন হইতে তাঁহার হৃদয় ইহার করাল গ্রাসে পতিত হইবার জন্য প্রস্তুত হইল। রোগের ভীষণ মূর্ত্তি একদিনের জন্যও তাঁহাকে ভীত এবং গন্তব্য পথ হইতে বিচলিত করিতে পারিল না। কুষ্ঠ রোগ সংক্রামক এবং ইহাদ্বারা আক্রান্ত হইলে অব্যাহতি নাই, এইরূপ ভাবিয়া তিনি কখনও ব্যাধিগ্রস্তদিগের সেবায় নিরস্ত থাকিতেন না। সুতরাং সর্ব্বদা একত্র অবস্থান, একত্র রাত্রিযাপন এবং পরস্পরের মধ্যে শারীরিক নৈকট্য দ্বারা এই ভয়ঙ্কর ব্যাধির বীজ অল্পে অল্পে তাঁহার দেহে বদ্ধমূল হইতেছিল। অবশেষে একাদশ বর্ষব্যাপী সংগ্রামের পর তাঁহার শরীর ইহার করাল গ্রাসে পতিত হইল। তিনি যে রোগাক্রান্ত হইয়াছেন ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মনে সর্ব্বপ্রথম সে সন্দেহ উপস্থিত হইল। এবং পর বৎসর নিম্নলিখিত ঘটনায় তাঁহার সন্দেহ সমূলক বলিয়া প্রমাণিত হইল। একদিন হাওয়াই হইতে প্রত্যা-

গমনের পর, শরীর অসুস্থ বোধ হওয়াতে, তিনি উষ্ণ জলে পাদ নিমজ্জনের ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। জল অগ্নিবৎ উত্তপ্ত ছিল, কিন্তু তিনি অনায়াসে তাহাতে পদ নিমগ্ন করিয়া রহিলেন, তাঁহার বিন্দুমাত্র ক্লেশ বোধ হইল না। নিমজ্জন শেষ হইলে তিনি দেখিতে পাইলেন, তাঁহার পদের অনেক স্থান গুরুতররূপে দগ্ধ হইয়া গিয়াছে, অথচ তাঁহার চৈতন্য হয় নাই। কুষ্ঠরোগের প্রধান লক্ষণ এই, যে ইহা দ্বারা আক্রান্ত অঙ্গ সকল একবারে অসাড় হইয়া যায়; সুতরাং শরীরের কোন স্থল অজ্ঞাতসারে দগ্ধ হইলে রোগী কিছুমাত্র জানিতে পারে না। দামিয়েন নিজের পদদ্বয়ের অবস্থা দেখিয়া আপনার পরিণাম বুঝিতে পারিলেন; কিন্তু তজ্জন্য তিনি কিছুমাত্র উদ্বিগ্ন অথবা ভীত হইলেন না। তিনি পূর্ব্ব হইতেই ইহার জন্য প্রস্তুত ছিলেন, সুতরাং তাঁহার নিকট ইহা আর কিছু নূতন বলিয়া মনে হইল না। বরং যাহাদিগের জন্য তিনি জীবন উৎসর্গ করিতে আসিয়াছিলেন, এতদিন পরে তিনি যে তাহাদিগের সমাবস্থা প্রাপ্ত হইলেন, তাহাতেই যেন তাঁহার শান্তিবোধ হইল। অনেক দিন পূর্ব্ব হইতে তিনি সামাজিক প্রার্থনার সময় "আমরা কুষ্ঠরোগী" এই বলিয়া প্রার্থনা করিতেন। এখন তাঁহার মনে হইল, এতদিন পরে "আমরা" শব্দ ব্যবহার করিবার প্রকৃত প্রস্তাবেই তাঁহার অধিকার জন্মিয়াছে। কুষ্ঠ রোগীদিগের প্রতি তাঁহার স্বাভাবিক অনুরাগ পূর্ব্বাপেক্ষা বর্দ্ধিত হইল; এবং তিনি মনে করিলেন, এত দিন পরে যথার্থই তাঁহার এবং রোগীদিগের মধ্যে একটি অচ্ছেদ্য বন্ধন স্থাপিত হইল। ব্যাধিগ্রস্ত হইলাম ভাবিয়া, ভগবানের

করুণায় অবিশ্বাসী হওয়া দূরে থাকুক, তাঁহার নির্ভরশীলতা যেন আরও বদ্ধমূল হইল। এবং তিনি পূর্ব্বেরই ন্যায় সযত্নে রোগীদিগের সেবা করিতে লাগিলেন। রোগাক্রান্ত হইয়া তিনি তাহাদিগের ধর্ম্মাধ্যক্ষকে লিখিয়াছিলেন; "রোগাক্রান্ত হইয়াছি বলিয়া আমি এখন আর হনলুলুতে যাতায়াত করিতে পারি না। আমার বাম গণ্ডে এবং কর্ণে কুষ্ঠ রোগের লক্ষণ প্রকাশিত হইয়াছে; আমার ভ্রূরোম সকল ভ্রষ্ট হইয়া পড়িতেছে, অল্প দিনের মধ্যেই আমার মূর্ত্তি বিকৃত হইয়া যাইবে। এ রোগের প্রকৃতি কিরূপ, তাহা নিঃসন্দেহরূপে অবগত আছি বলিয়া, আমি এখন নিশ্চিন্ত এবং ভগবানের ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল। আমার কুষ্ঠ রোগীদিগের মধ্যে বাস করিয়া আমি সম্পূর্ণ সুখে আছি। আমার উদ্ধারের জন্য কি কর্ত্তব্য, আমার দয়াময় প্রভু তাহা জানিতেছেন। আমি প্রতিদিনই হৃদয়ের সহিত বলি, নাথ, তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হউক।'

কি জলন্ত বিশ্বাস, কি অটল অহেতুক প্রেম! এরূপ বিশ্বাস এবং এরূপ প্রেম না থাকিলে, কেহ কি কখন সেরূপ ভাবে আত্মবিসর্জ্জন করিতে পারে? যে দিন কুষ্ঠরোগীদিগের সেবা করিবার বাসনা দামিয়েনের হৃদয়ে প্রথম আবির্ভূত হইয়াছিল, সেই দিন হইতে তিনি নিজে রোগাক্রান্ত হইবার জন্য প্রস্তুত ছিলেন। সকল অবস্থাতেই তিনি আপনাকে কুষ্ঠরোগীদিগের সেবক বলিয়া মনে করিতেন। তাহাদিগের নিকট হইতে দূরে থাকিয়া, পৃথিবীর সর্ব্বোত্তম স্বাস্থ্য-সুখও তিনি ভোগ করিতে চাহিতেন না। রোগাক্রান্ত হইবার পর এক দিন একজন কুষ্ঠ রোগীকে দেখিতে যাইয়া তিনি বলিয়াছিলেন, "যদি আমাকে

কেহ বলেন, তুমি আরোগ্যলাভ করিতে পারিবে, কিন্তু তাহার মূল্য স্বরূপ তোমাকে মোলোকাই ত্যাগ করিতে হইবে, তাহা হইলে আমি সে আরোগ্য প্রার্থনা করি না।"

দামিয়েন কুষ্ঠরোগাক্রান্ত হইলেন বটে কিন্তু তাঁহার কার্য্যের বিরাম হইল না। পূর্ব্বের ন্যায় ধর্ম্ম প্রচার, রোগীগণের শুশ্রূষা, অনাথ বালক বালিকাদিগকে শিক্ষাদান প্রভৃতি কার্য্যে তাঁহার সময় অতিবাহিত হইতে লাগিল। আমরা নিম্নে তাঁহার এক খানি পত্র উদ্ধৃত করিলাম। পাঠক তাহা হইতে তাঁহার এই সময়কার অনুষ্ঠিত কার্য্যের পরিচয় প্রাপ্ত হইবেন। পাছে তাঁহার জননী তাঁহার অসুস্থ সংবাদে উদ্বিগ্ন হন, সেই জন্য তিনি নিজের রোগ সম্বন্ধে একটি কথাও উল্লেখ করেন নাই। পূর্ব্ব হইতে প্রস্তুত ছিলেন বলিয়া রোগের কথা তাঁহার মনে স্থান প্রাপ্তও হইত না। পত্র খানি এই ;—

কালাওয়া, মোলোকাই,

২৫এ নবেম্বর, ১৮৮৫।

আমার প্রিয় জননি, ভ্রাতৃগণ এবং সমস্ত পরিজনবর্গ,

আজ দেবী কাথেরাইনের উৎসব দিন ; আজ উপাসনার সময় আপনাদিগের সকলের কথা—বিশেষতঃ মার কথা—ভাল করিয়া স্মরণ করিয়াছি ; এবং দয়াময় প্রভুর নিকট প্রার্থনা করিয়াছি, যেন তিনি প্রতিপালিকা দেবী কাথেরাইনের অনুরোধে মাতা ঠাকুরাণী এবং তাঁহার পরিজন বর্গের কল্যাণ বিধান করেন। মার বয়স এখন অধিক হইয়াছে বলিয়া আমার সর্ব্বদা মনে হয়, যেন আপনাদিগের পত্রে শুনিতে পাইব, তিনি এখন আর পূর্ব্বের মত পরিশ্রম করিতে পারেন না।

কিন্তু আমার আশা হয়, তিনি এবং আপনারা সকলে সুস্থ শরীরে আছেন।

আমার নিজের জীবন সেই পূর্ব্বানুরূপ কার্য্যেই অতিবাহিত হইতেছে। গত মার্চ্চ মাস হইতে আমি একা এখানকার প্রচার কার্য্যে নিযুক্ত আছি। সেই জন্য এখন আর আমি আমার প্রচার ক্ষেত্র ব্যতীত অন্যত্র যাতায়াত করিবার সময় পাইনা। প্রতি রবিবার আমাকে দুইবার দুইটি প্রচার ক্ষেত্রে উপাসনা করিতে হয়, চারিবার উপদেশ দিতে হয় এবং দুইবার আশীর্ব্বচন প্রয়োগ করিতে হয়। এইরূপ পরিশ্রমের পর অপরাহ্নে প্রায়ই বড় ক্লান্ত হইয়া পড়ি। সপ্তাহের অন্যান্য দিন পীড়িতদিগকে পরিদর্শন এবং বালক বালিকাদিগের তত্ত্বাবধান কার্য্যেই অতিবাহিত হয়। এই সকল বালকবালিকাদিগের সকলেই ব্যাধিগ্রস্ত। অষ্ট প্রহর এইরূপ রোগাক্রান্ত ব্যক্তিগণের দ্বারা পরিবেষ্টিত থাকা শরীরের পক্ষে বড়ই ক্লেশকর; কিন্তু আমি তাহাতেই তৃপ্তিলাভ করি। আমি আমার প্রতিপালক স্বর্গীয় মহাপুরুষ দামিয়েনের ন্যায় কিয়ৎপরিমাণে শারীর বিদ্যায়ও পারদর্শিতা লাভ করিয়াছি। ভগবানের অনুগ্রহের উপর নির্ভর করিয়া আমি সেই জন্য তাহাদিগের শারীরিক ক্লেশ দূর করিবার চেষ্টা করি, এবং তাহার পর তাহাদিগকে ক্রমশ মুক্তি পথে আনয়ন করি। খৃষ্টধর্ম্ম সম্বন্ধীয় নির্দ্দিষ্ট তত্ত্ব সকল তাহারা অতি সুন্দর রূপে কণ্ঠস্থ করে; এবং প্রতিদিন নিয়ম মত প্রভাতিক উপাসনা এবং সায়াহ্নকালীন নাম জপস্থলে উপস্থিত থাকে।

জিরার্ড আমার জন্য যে দুইখানি সংবাদপত্র গ্রহণ করিতেছেন তাহা নিয়ম মতই আমার নিকট আসিতেছে। এই অনুগ্রহের

জন্য আমি তাঁহাকে ধন্যবাদ দিই। এই প্রবাসে আমার নিকট "তাহা" বড়ই উপাদেয়। জিরার্ড যেন এই দুইখানি পত্রের বার্ষিক মূল্য নিয়ম মত প্রদান করেন, তাহা হইলে আমি নিয়ম মত তাহা প্রাপ্ত হইব। এই দুই খানি পত্রিকার মধ্যে জিরার্ডের নিজের পরিবার বর্গের জন্য "ক্যাথলিক প্রচার পত্রিকা" নামক পত্রিকা খানি গ্রহণ করিতেও আমি অনুরোধ করি। এই পত্রিকা অতি উপাদেয় এবং সদুপদেশপূর্ণ। জিরার্ডের এবং লিয়ন্সের পুত্র কন্যাগণ উহা পাঠ করিয়া নিশ্চয়ই আনন্দিত হইবে। খৃষ্ট জন্মোৎসব এবং নববর্ষ সমীপবর্ত্তী; আমি ভগবানের নিকট তোমাদিগের সকলের জন্য সময়োচিত কল্যাণ প্রার্থনা করি। আমার সুশিক্ষিতা ভ্রাতুষ্পুত্রীগণ আমাকে যেন ট্রিমিলুর সংবাদ লিখিয়া পাঠান। মা, জিরার্ড এবং লিয়ন্স প্রত্যেকে আমাকে এক পংক্তি করিয়াও লিখিয়া পাঠাইলে আমি বড় সুখী হইব। ভগবানের কার্য্যে যেন আমাদিগের চিত্ত স্থির থাকে; যেন আমরা পবিত্র উপাসনা কার্য্যে নিরত থাকি, এবং পরস্পরের কল্যাণের জন্য সর্ব্বদা ভগবানের নিকট প্রার্থনা করি।

তোমাদিগের স্নেহশীল
পুত্র এবং ভ্রাতা,
জোসেপ দামিয়েন।

এই পত্র লিখিবার এক বৎসর কালের মধ্যেই দামিয়েনের স্নেহময়ী জননী পরলোক গমন করেন। দামিয়েন যে ব্যাধিগ্রস্ত হইয়াছেন, সে কথা তাঁহার কর্ণগোচর হইয়াছিল। কুলপাবন পুত্রের এরূপ নিদারুণ রোগ সংবাদে তিনি বৃদ্ধ বয়সে মর্ম্মান্তিক

যাতনা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। দামিয়েনের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা জননীর মৃত্যু সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছিলেন, তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল ঃ—

"তিন বৎসর হইল (অর্থাৎ ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে) মাতা ঠাকুরাণী মৃত্যু শয্যায় শয়ান ছিলেন। সেই সময় আমাদিগের দেশের কতকগুলি সংবাদ পত্রে দামিয়েনের ব্যাধির সংবাদ প্রচারিত হয়। প্রকৃত অবস্থার অপেক্ষা তাহাতে অনেক অতিরিক্ত বর্ণনা ছিল। তাহাতে লিখিত ছিল, যে দামিয়েনের শরীরের মাংস, জীর্ণ বস্ত্র খণ্ডের ন্যায় গলিত হইয়া যাইতেছে। নির্ব্বুদ্ধিতা বশতঃ এক ব্যক্তি মাতাকে এই সকল বিবরণ পাঠ করিয়া শুনায়। মাতা শুনিয়া সম্পূর্ণ নির্ভরশীলতার সহিত বলেন, "ভালই আমরা দুইজনে তবে একসঙ্গে স্বর্গে যাইতে পারিব।" ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দের ৫ই আগষ্ট তিনি প্রাণত্যাগ করেন। তাঁহার পৌত্রী তাঁহার শুশ্রূষা করিত, মৃত্যুর দিন প্রাতে তিনি তাহাকে বলেন, "দেখ আজ এক মুহূর্ত্তের জন্যও আমাকে পরিত্যাগ করিয়া কোথাও যাইও না।" ইহার পর যে কয়েক ঘণ্টা কাল জীবিত ছিলেন, কখনও নাম জপ, কখনও ধ্যান, কখনও বা সৎশাস্ত্র শ্রবণ ইত্যাদি নির্দ্দিষ্ট কার্য্যে অতিবাহিত করেন। রোগের প্রারম্ভ হইতেই তিনি এইরূপে সময়াতিপাত করিতেন। অপরাহ্ণ ৪ টার সময় মৃত্যুকাল নিকটবর্ত্তী বুঝিতে পারিয়া তিনি প্রথমে কুমারী মেরীর চিত্রের দিকে এবং তাহার পর দামিয়েনের একখানি প্রতিমূর্ত্তির দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন এবং প্রত্যেকটিকে লক্ষ্য করিয়া মস্তক ঈষৎ অবনত করিলেন। ইহার পর তাঁহার শক্তি ক্রমশঃই হ্রাস হইয়া আসিতে লাগিল এবং অবশেষে ধীরে ধীরে তাঁহার প্রাণবায়ু নির্গত হইয়া গেল

দামিয়েনের জননী পুত্রকে কিরূপ শ্রদ্ধা করিতেন এবং তাঁহার গৌরবে আপনাকে কিরূপ গৌরবান্বিতা মনে করিতেন, উপরি উল্লিখিত কয়েক পংক্তি হইতে পাঠক তাহা বুঝিতে পারিবেন। এরূপ পুত্রের গৌরবে কোন্ মাতাই বা আপনাকে সৌভাগ্যবতী বলিয়া মনে না করেন? দামিয়েনের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা প্যাম্‌ফাইল, মলোকাই দ্বীপে যাইয়া ভ্রাতার কার্য্যে সহায়তা করিবার জন্য অনেক দিন হইতে সঙ্কল্প করিতেছিলেন। এই সময় তিনি তাঁহার উপরিতন কর্ম্মচারিগণের নিকট তজ্জন্য বিশেষ অনুরোধ সহকারে আবেদন করিলেন। কিন্তু তাঁহারা কিছু-তেই তাঁহাকে মলোকাই যাইতে অনুমতি দান করিলেন না। দামিয়েন জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার সঙ্কল্প অবগত হইয়া কৃতজ্ঞতা এবং আনন্দ প্রকাশ পূর্ব্বক তাঁহাকে নিম্নলিখিত পত্র লিখিয়া পাঠাইলেন :—

আমার প্রিয় ভ্রাতা প্যাম্‌ফাইল,

তোমার ৩০ এ মে তারিখের পত্র প্রাপ্ত হইয়া সুখী হইলাম। ইহাতে মাতাঠাকুরাণীর পীড়ার কথা আছে। আমি প্রার্থনা করি, ঈশ্বর তাঁহাকে পুনর্ব্বার স্বাস্থ্য জনিত সুখ প্রদান করুন, কিন্তু তিনি যে আবার পূর্ব্বের ন্যায় সবল হইবেন আমার আর সে আশা নাই।

ভগবান তাঁহার দাস দাসীগণের জন্য যে চির বিশ্রাম সুখ নিরূপিত করিয়া রাখিয়াছেন, এই বিরাশী বৎসরকালব্যাপী পবিত্র এবং কর্ম্মিষ্ঠ জীবনের পর মাতাঠাকুরাণীর পক্ষে সে সুখ প্রাপ্ত হইবার দিন বোধ হয় নিকটবর্ত্তী হইয়াছে। তুমি নিকটে আছ, সুতরাং সর্ব্বদাই মাতা ঠাকুরাণীর সহিত

সাক্ষাৎ করিতে পার। বোধ হয় তাঁহাতে আমার অভাব কিয়ৎপরিমাণে দূরীভূত হইবে। তাঁহাকে নিশ্চয় বলিও যে উপাসনা কালে আমি তাঁহাকে সর্ব্বদাই স্মরণ করি। প্রকৃত বিশ্বাসী খৃষ্টানের ন্যায় তিনি যে পবিত্রভাবে মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হইতেছেন, তদ্বিষয়ে আমার কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। লিয়ন্স এবং জিরার্ডও যে অতি পবিত্রভাবে জীবন অতিবাহিত করিতেছে, তদ্‌সম্বন্ধে আমার দৃঢ় বিশ্বাস আছে। তাঁহাদিগের এবং পরিবারস্থ অপর সকলের আধ্যাত্মিক কল্যাণ সাধন সম্বন্ধে মনযোগী হইবার জন্য, তোমাকে কোন কথা বলা অনাবশ্যক। আমাদিগের দয়াময় প্রভু আমাদিগের পরিবারস্থ এবং দেশস্থ সকলের উদ্ধারের জন্যই তোমাকে স্বদেশে রাখিয়াছেন এবং আমাকে মলোকাই দ্বীপের এই কুষ্ঠরোগীদিগের কল্যাণের জন্য তাহাদিগের মধ্যে স্থাপিত করিয়াছেন। তাঁহার মঙ্গল অভিপ্রায় ইহাতে সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে। আমি তোমার পত্র ধর্ম্মাধ্যক্ষের নিকট প্রেরণ করিয়াছি। এসম্বন্ধে আমাদিগের ধর্ম্মাধ্যক্ষগণের অভিপ্রায়ের উপর সম্পূর্ণরূপ নির্ভর করাই তোমার এবং আমার উভয়ের পক্ষে কল্যাণকর। এই প্রচার ক্ষেত্রে আগমন সম্বন্ধে ঈশ্বরের অব্যবহিত নিয়ে আমি তোমারই নিকট কৃতজ্ঞ। কিন্তু তোমাকে আমার সহযোগী রূপে প্রাপ্ত হইলে আমি যে সুখ প্রাপ্ত হইবার আশা করি, তজ্জন্য আমি আমাদিগের ধর্ম্মাধ্যক্ষগণেরই উপর নির্ভর করিতেছি। এসম্বন্ধে আমার মনের ভাব যে কি, আমি ব্যক্ত করিয়া না বলিলেও বোধ হয় তুমি বুঝিতে পারিবে।

গত ৫ সপ্তাহ অবধি আমি জাপানী পদ্ধতি অনুসারে

চিকিৎসা করাইতেছি। আমার পীড়া তাহাতে কিছু উপশম হইয়াছে। তোমার এই পত্রের ভিতর আমাদিগের ধর্ম্মাধ্যক্ষের নামেও একখানি পত্র পাঠাইলাম। তুমি পত্রখানি পড়িয়া এবং যদি তোমার ইচ্ছা হয়, তবে একখানি প্রতিলিপি রাখিয়া তাহা তাঁহার নিকট পাঠাইয়া দিও। আমি কার্য্যে এত ব্যস্ত, যে তোমাকে অথবা পরিবারস্থ কাহাকে, ইহার অপেক্ষা সুদীর্ঘ পত্র লিখিতে আমাব অবসর নাই। হাওয়াই গবর্ণমেণ্ট কয়েক শত কুষ্ঠ রোগীর চিকিৎসার জন্য একটী প্রকাণ্ড চিকিৎসালয় নির্ম্মাণ করিতে আমাকে অনুমতি দিয়াছেন। এই সকল রোগী সম্পূর্ণরূপে আমারই তত্ত্বাবধানে থাকিবে। আমাকে সেই জন্য ধর্ম্মাচার্য্য, চিকিৎসক এবং গৃহ নির্ম্মাতা, একাধারে সকলেরই কার্য্য করিতে হয়। সৌভাগ্যের বিষয় যে আমার শক্তি কিয়ৎ পরিমাণে পুনঃ প্রত্যাগত হইয়াছে। লুর্ডে এবং ট্রিমিলুর সকলকে আমার নমস্কার জানাইও। সত্বর আমাকে পত্র লিখিও।

তোমার ভ্রাতা

জোসেফ দামিয়েন দি বিউস্তার।

পীড়িত অবস্থায়ও দামিয়েনকে যে কিরূপ পরিশ্রম করিতে হইত তাঁহার পত্র হইতে পাঠক তাহা অবগত হইতে পারিয়াছেন। স্থানীয় প্রচার কার্য্য তাঁহাকে একাই সম্পন্ন করিতে হইত। যদিও সময়ে সময়ে দুই একজন প্রচারক মলোকাই পরিদর্শন করিতে আসিতেন, কিন্তু তাহাতে দামিয়েনের পরিশ্রমের কিছুমাত্র লাঘব হইত না। এই সময়ে মলোকাই দ্বীপে দামিয়েনের অনুষ্ঠিত কার্য্য, তাঁহার নাম সভ্য জগতের সর্ব্বত্র

প্রচারিত করিয়াছিল। ইয়ুরোপিয় এবং মার্কিন দেশীয় সংবাদ পত্র সমূহে তাঁহার দৈনিক ক্রিয়া কলাপ উদ্ধৃত এবং আলোচিত হইত। কে তাঁহার সর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর প্রশংসা করিতে পারে, এই লইয়া সংবাদপত্র সম্পাদকগণ, পরস্পরের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতেন। তাঁহার নাম উচ্চারিত হইবা মাত্রেই লোকের হৃদয় ভক্তি এবং শ্রদ্ধায় উচ্ছ্বসিত হইত। মহাত্মাগণের মিত্রের ন্যায় শত্রুও থাকে, দামিয়েনেরও ছিল। কিন্তু ইহাদিগের কথায় কেহ কর্ণপাত করিত না। তাঁহার বিরুদ্ধে কোন কুৎসা রটনা হইলে সহস্র লেখনীতে তাহার অলীকত্ব প্রমাণিত হইত; এবং সহৃদয় ব্যক্তিমাত্রই তাঁহার নিঃস্বার্থ আত্ম-বিসর্জ্জনের জন্য অন্তরের সহিত তাঁহাকে শ্রদ্ধা করিতেন। দামিয়েনের এই সময়কার কার্য্য কলাপ এবং শারীরিক অবস্থা প্রত্যক্ষ করিয়া, এক ব্যক্তি তাঁহার সম্বন্ধে এইরূপ লিখিয়াছেন; "মলোকাই দ্বীপে আমার প্রথম আগমন অবধি আমি দুই মাস অন্তর এক এক বার এই স্থান দর্শন করিতে আসিতাম। ফাদার দামিয়েনের অবস্থা অতীব শোচনীয়। প্রত্যেক বারেই আমার প্রত্যাগমনের পর আমি তাঁহার রোগের বৃদ্ধি এবং এক একটী নূতন লক্ষণ দেখিতে পাইতাম। সহৃদয় দামিয়েন কিন্তু কখন নিরাশ্বাস হইতেন না। অদ্ভুত নির্ভরশীলতার সহিত তিনি একদিন আমায় বলিলেন "বড় সুখের বিষয় যে আমার রোগ সম্বন্ধে আর আমার সন্দেহমাত্র নাই। আমি এখন প্রকৃত প্রস্তাবে কুষ্ঠ রোগগ্রস্ত।" গত ২৭এ সেপ্টেম্বর আমি যখন মলোকাইএ আসি, তখন দেখিলাম যে তাঁহার অবস্থা পূর্ব্বাপেক্ষা একটু ভাল। দুই মাস কাল হইতে তিনি জাপানীয় রীতি

অনুসারে চিকিৎসা করাইতেছিলেন এবং তদ্দারা প্রত্যক্ষ উপকারও প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এখন আর পূর্ব্বের ন্যায় রোগের ক্লেশ ছিল না; আহারে রুচি হইয়াছিল এবং রাত্রিতেও পূর্ব্বাপেক্ষা সুনিদ্রা হইত। দামিয়েন পদব্রজে অথবা অশ্বারোহণে উপনিবেশের চতুর্দ্দিক পরিভ্রমণ করিয়া আসিতে পারিতেন। ঈশ্বরের বিশেষ অনুগ্রহ যে মার্কিন দেশীয় একটী যুবক এ অবস্থায় দামিয়েনের কার্য্যের সহায়তা করিবার জন্য এখানে উপস্থিত হইয়াছেন। ইনি অবিশ্বাসী এঙ্গিলিকান সম্প্রদায় হইতে খ্রীষ্টধর্ম্মে পরিবর্ত্তিত হইয়াছিলেন। দামিয়েনের পীড়ার সংবাদ অবগত হইয়া, তিনি মনে মনে সঙ্কল্প করিয়াছিলেন, যে ভগবান যখন অনুগ্রহ পূর্ব্বক আমাকে খ্রীষ্ট ধর্ম্মে পরিবর্ত্তিত করিয়াছেন, তখন তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞতার স্বরূপ আমি দামিয়েনের কার্য্যের সাহায্যে এবং মলোকাইএর ব্যাধিগ্রস্তগণের সেবায় সমস্ত জীবন উৎসর্গ করিব। দামিয়েনের যেরূপ অবস্থা দেখিতেছি, তাহাতে এখন আমরা আশা করিতে পারি, যে তিনি দীর্ঘকাল জীবিত থাকিয়া কুষ্ঠ রোগীদিগের সেবায় নিয়োজিত থাকিতে পারিবেন।”

দামিয়েন এই সময় নিজের অবস্থা সম্বন্ধে তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল। তিনি লিখিয়াছিলেনঃ—

মলোকাই,

৯ই নবেম্বর, ১৮৮৭।

আমার প্রিয় ভ্রাতঃ,

শুনিলাম, বেলজিয়মের কোন কোন সংবাদ পত্রে তোমার

এই নির্ব্বাসিত ভ্রাতার মৃত্যু সংবাদ প্রচারিত হইয়াছে। বোধ হয়, সেই জন্যই তুমি আমাকে আর পত্র লেখ নাই। কিন্তু বড়ই পরিতাপের বিষয়, যে সর্ব্বশক্তিমান এই দুঃখময় জগৎ হইতে আমাকে আজিও আহ্বান করেন নাই। আমি (সমাজের পক্ষে) অকর্ম্মণ্য অবস্থায় অদ্যাপি জীবিত রহিয়াছি ; এবং আরো কত বৎসর যে এরূপ অবস্থায় থাকিব, বলিতে পারি না। আমাদিগের স্বর্গীয় প্রভু যে দিন হইতে মলোকাইএর নির্ব্বাসিত কুষ্ঠরোগীদিগের আধ্যাত্মিক কল্যাণের ভার আমার উপর সমর্পণ করিয়াছেন, সেই দিন হইতে আমি অবিরাম আমার কর্ত্তব্য কার্য্য সম্পাদনে ব্রতী আছি। বোধ হয় অনেক দিন পূর্ব্বে তুমি শুনিয়াছ, যে ভগবান আমাকেও এই ঘৃণাকর ব্যাধি ভোগ করিবার জন্য মনোনীত করিয়াছেন। আশা করি যে এই রোগ আমার জীবনের দিন ক্রমে সংক্ষেপ করিয়া আনিবে এবং (পরলোক রূপ) আমাদের পিতৃভূমি গমনের পথ অপেক্ষাকৃত সরল করিয়া দিবে। এই অনুগ্রহের জন্য ভগবানের নিকট আমি চিরকৃতজ্ঞ থাকিব। এইরূপ বিশ্বাসের বলে আমি এই ব্যাধিকে আমার বিশেষ পরীক্ষার উপকরণ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছি। শিরিনিয়ান দেশীয় সাইমন্ যেমন ক্রুব কাষ্ঠ স্কন্ধে করিয়া আমাদিগের স্বর্গীয় প্রভুর পদানুসরণ করিয়াছিল, আমিও তেমনি এই ব্যাধি শরীরে বহন করিয়া তাঁহার অনুবর্ত্তী হইব। যাহাতে আমার গন্তব্য স্থলে উপস্থিত হইবার জন্য উপযুক্ত শক্তি এবং অধ্যবসায় থাকে, তজ্জন্য তুমি অনুগ্রহ করিয়া ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিও।

কুষ্ঠ রোগ আমার শরীরে এখন দৃঢ়বদ্ধ হইয়াছে এবং

তজ্জন্য, যদিও আমি কিয়ৎ পরিমাণে বিকৃত মূর্ত্তি হইয়াছি, কিন্তু এখনও আমার শরীরে সামর্থ্য এবং বল আছে। আমার পদের ভয়ানক যন্ত্রণা এখন আর নাই। এখন পর্য্যন্ত রোগে আমার করদ্বয় বিকৃত হইয়া যায় নাই। আমি এখনও প্রতিদিন নিয়মিত উপাসনা করিতে পারি। প্রতি রবিবার আমার উপাসনালয় কুষ্ঠ রোগীতে প্রায় পূর্ণ হইয়া যায়। আমি সেখানে নিয়মিত আশীর্ব্বাদাদি প্রয়োগ করি। আমার নিজের এবং আমার উপাসক মণ্ডলীর কার্য্যের জন্য ভগবান আজিও যে আমার করদ্বয় অবিকৃত রাখিয়া, নিয়মিত কর্ম্মপালনে সক্ষম করিতেছেন, ইহাই আমার পক্ষে বিশেষ শান্তির বিষয়। পঞ্চাশটী কুষ্ঠ রোগগ্রস্ত বালক আমার সঙ্গে একত্র বাস করে। সুতরাং যে টুকু অবসর পাই তাহাদিগের কার্য্যেই অতিবাহিত হয়। মৃত্যু বশতঃ রোগীর সংখ্যা ন্যূন হইয়া এখন ৫০০ শত হইয়াছে। কিন্তু গবর্ণমেণ্ট প্রতি সপ্তাহেই দশ বার জন করিয়া নূতন রোগী প্রেরণ করিতেছেন। সুতরাং অল্পদিনের মধ্যে রোগীর সংখ্যা বর্ত্তমান সংখ্যার দুই তিন গুণ হইবে এবং সর্ব্বশক্তিমান ঈশ্বর যদি আমাকে সবল রাখেন, তাহা হইলে যে সকল কুষ্ঠ রোগী খৃষ্ট ধর্ম্মে পরিবর্ত্তিত হইবে, তাহাদিগের আধ্যাত্মিক কল্যাণের জন্য যথেষ্ট কার্য্য ক্ষেত্র প্রাপ্ত হইব। এই সকল সমাজ নির্ব্বাসিত হতভাগ্যগণ যাহাতে খৃষ্ট ধর্ম্মে পরিবর্ত্তিত হয় তজ্জন্য তোমার উপাসক মণ্ডলীকে ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিতে বলিও। কারণ ইহাদিগের মধ্যে অনেকের শারীরিক অপেক্ষা আধ্যাত্মিক কুষ্ঠ রোগই প্রবল। যাহাতে ইহাদিগের খ্রীষ্ট ধর্ম্মে পরিবর্ত্তনের ব্যাঘাত ঘটে, তজ্জন্য পাপপুরুষ শয়তান

অপবিত্র মর্ম্মণদিগকে এখানে আনয়ন করিয়াছে। হায়! যাহারা একবার, তাহাদিগের কুহকে নিপতিত হইয়াছে, তাঁহাদিগকে পরিবর্ত্তিত করা কতই দুরূহ।

আমাদিগের স্বর্গীয় প্রভু আমার হস্তে যে কর্ম্ম ক্ষেত্র সমর্পণ করিয়াছেন, তাহাতে উপযুক্ত রূপ রোপণ এবং সেচন কার্য্যে আমি সাধ্যানুসারে চেষ্টা করি। সময়ে সময়ে আমাকে খৃষ্ট ধর্ম্ম প্রচার রূপ সুমধুর ফল লাভের জন্য দুই একটী কণ্টকী বৃক্ষও উৎপাটিত করিতে হয়। এ অবস্থায় পবিত্রাত্মার আশীর্ব্বাদ এবং করুণ হৃদয় ব্যক্তিগণের প্রার্থনা, আমার পক্ষে বিশেষ প্রয়োজনীয়! তুমি যখন স্বয়ং এখানে আসিতে পারিতেছ না, তখন তোমার নিজের প্রার্থনা এবং অন্যের প্রার্থনা দ্বারা আমার এই অদ্ভুত প্রচার কার্য্যের সহায়তা করিও।

১৬ই নবেম্বর। এখন আমি একাই এখানকার প্রচার কার্য্যে নিয়োজিত আছি। গত ষোল মাসের মধ্যে ফাদার কলম্বস ভিসিল এবং ফাদার ওয়েণ্ডিলিন মুলার ব্যতীত আর কোন প্রচারকই এখানে আসেন নাই। যথেষ্ট কার্য্য ক্ষেত্র আছে বলিয়া, সময় আমার নিকট দীর্ঘ বলিয়া মনে হয় না। পবিত্রাত্মাগণ আমার হৃদয় যে সন্তোষ এবং আনন্দে প্লাবিত করিয়াছেন, তাহাতে আমার মনে হয়, যে পৃথিবীতে যত ধর্ম্মপ্রচারক আছেন, আমিই তাঁহাদিগের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা সুখী। যখন আমি চিন্তা করি, ঐশ্বরিক বিধানে আমার স্বাস্থ্য উৎসর্গ করাতে এই সকল কুষ্ঠ রোগীদিগের মধ্যে আমার প্রচার কার্য্য অধিকতর ফলপ্রদ হইয়াছে, তখন আমার মনে হয়, আমার এই স্বাস্থ্য বিসর্জ্জন অতি অকিঞ্চিৎকর এবং আমার পক্ষে বিশেষ কল্যাণজনক! মহাপুরুষ

পলের উক্তির অনুকরণে আমিও বলি, আমার সত্ত্বা বিলুপ্ত হইয়াছে এবং আমি খৃষ্টের সহবাসে ভগবানে বিলীন হইয়াছি।

তোমাকে নূতন সংবাদ দিবার মতন কিছুই নাই। কিন্তু তোমার নিকট আমার অনুরোধ, আমার ভ্রাতৃস্নেহ লিয়নস্ জিরারড্ ও তাহাদিগের পরিবার বর্গকে জানাইও। আমাদিগের লুভেঁস্থিত ধর্ম্ম ভ্রাতাদিগকে, ধর্ম্মাধ্যক্ষকে ও ওখানকার ধর্ম্মাচার্য্যদিগকে বলিও, যে তাঁহাদিগের কথা আমি সস্নেহে স্মরণ করিয়া থাকি। আমার এই অনাথ কুষ্ঠরোগীদিগের এবং আমার নিজের কল্যাণের জন্য আমি তাঁহাদিগের উপাসনার উপর নির্ভর করি।

আমার ভ্রাতষ্পুত্রীদিগকে বলিও, তাঁহারা যেন আমাদিগের গ্রামের এবং পরিবার বর্গের বর্ত্তমান অবস্থার আনুপূর্ব্বিক বৃত্তান্ত লিখিয়া পাঠান। লুভেঁর সংবাদ এবং তৎস্থানের উপাসকমণ্ডলীর অবস্থা তুমি স্বয়ং লিখিয়া পাঠাইও।

তোমার ভ্রাতা

জোসেফ্ দামিয়েন্।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি দামিয়েনের আত্ম বিসর্জ্জনের ইতিহাস সভ্য জগতের সর্ব্বত্র প্রচারিত হইয়াছিল। দেশ দেশান্তরের গুণগ্রাহী মনস্বী পুরুষগণ অর্থ সাহায্যের দ্বারা, তাঁহার কার্য্যে সহানুভূতি প্রকাশ করিতেন। তাঁহার সদ্গুণে বিমোহিত হইয়া, কেহ কেহ শত সহস্র যোজন ব্যাপী মহাসমুদ্র অতিক্রম করিয়াও তাঁহাকে দেখিতে যাইতেন। তাঁহারা ফিরিয়া আসিয়া তাঁহার অলৌকিক কার্য্যকলাপের বিবরণ লোকের নিকট প্রচার করিতেন। ইউরোপ ভূমি এক দিকে যেমন

বিলাস সুখাপ্রয়, অন্য দিকে আবার তেমনি মহাপুরুষগণের সমাদরে এবং প্রত্যেক সাধুকার্য্যের সহায়তায় উদ্যোগশীল। দামিয়েনের প্রতিষ্ঠিত কুষ্ঠাশ্রম সমূহের সাহায্যার্থ ইউরোপের অনেক স্থান হইতে যথেষ্ট অর্থ এবং রোগীদিগের ব্যবহার্য্য দ্রব্যাদি প্রেরিত হইতে লাগিল। দুই একজন সদাশয় খৃষ্টধর্ম্ম প্রচারক, দামিয়েনের কার্য্যের সহায়তা করিবার জন্য মলোকাই উপনিবেশে উপস্থিত হইতে লাগিলেন। ভগবান যে উদ্দেশ্যে দামিয়েনকে মলোকাইএ প্রেরণ করিয়াছিলেন, এইরূপে সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইল। রোগের ভীষণ আক্রমণে দামিয়েনের জীবনের দিন যদিও সংক্ষেপ হইয়া আসিতেছিল, কিন্তু তাঁহার স্থান অধিকার করিবার জন্য, ঐশীশক্তি সেখানে নূতন কর্ম্মকুশল ব্যক্তিদিগকে সংস্থাপিত করিল। দামিয়েনের পার্থিব জীবনের কার্য্য শেষ হইয়াছিল, যে দিনের জন্য তিনি এত দিন উৎসুকচিত্তে অপেক্ষা করিতেছিলেন, তাঁহার জীবনে ভগবদিচ্ছা পূর্ণ হইবার সেই শুভদিন ক্রমশঃ নিকটবর্ত্তী হইয়া আসিল।

যে ভয়ঙ্কর ব্যাধি দামিয়েনকে আক্রমণ করিয়াছিল, তাহা অল্পে অল্পে তাঁহার সর্ব্ব শরীরে আধিপত্য বিস্তার করিল। দামিয়েনের সুস্থ সবল দেহ, ক্রমে শিশুর দেহের ন্যায় দুর্ব্বল এবং চির রোগীর শরীরের ন্যায় স্ফূর্ত্তিহীন হইয়া আসিল। তাঁহার সেই সুন্দর, প্রীতি বিকসিত মুখ, রোগের ভীষণ আক্রমণে বিকৃত আকার ধারণ করিল। তাঁহার যে বাহুতে একদিন মত্ত হস্তীর বল ছিল, এবং তাঁহার যে পদ বহু যোজন পর্য্যটনেও ক্লান্তি বোধ করিত না, তাঁহার সেই বাহু এখন পূজোপযোগী দ্রব্য উত্তোলনেও ক্লেশ অনুভব করিত এবং গৃহ হইতে গৃহান্তরে গমন

করিতেও তাঁহার সেই পদ এখন ক্লান্ত হইত। কিন্তু এ অবস্থায়ও তিনি তাঁহার কর্ম্মক্ষেত্র হইতে অবসর গ্রহণ করিলেন না। ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দের শেষভাগেও তিনি একটি নূতন উপাসনালয় নির্ম্মাণে প্রবৃত্ত হইলেন এবং মৃত্যুর অল্পদিন পূর্ব্বপর্য্যন্ত সাধ্যানুসারে তাহার নির্ম্মাণ কার্য্যে সহায়তা করিয়া তাহা সম্পূর্ণ করিলেন। ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে অর্থাৎ তাঁহার মৃত্যুর কিঞ্চিন্ন্যূন দুইমাস পূর্ব্বে তিনি তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে যে পত্র লিখিয়াছিলেন, পাঠক তাহা হইতে তাঁহার তাৎকালিক অবস্থা অবগত হইতে পারিবেন। সেই পত্রখানি এই :—

১৯এ ফেব্রুয়ারি, ৮৮৯।

প্রিয়ভ্রাতঃ প্যামফাইল,

ভগবদিচ্ছায় আমি যে ব্যাধি দ্বারা আক্রান্ত হইয়াছি, তাহার সংক্রামক প্রকৃতির বিষয় বিবেচনা করিয়া, আমি এখন আর তোমাকে অথবা পরিবারস্থ অপর কাহাকে পূর্ব্বের মত পত্র লিখি না কিন্তু এখনও আমি পূর্ব্বেরই ন্যায় সুখী এবং নিজের অবস্থায় পরিতুষ্ট। আমার পীড়া যদিও অতি কঠিন, কিন্তু আমার একমাত্র অভিলাষ এই যে ভগবানের পবিত্র ইচ্ছা চরিতার্থ হউক।

লুভেন হইতে সমাগত ফাদার কনরাডী এখন আমার সঙ্গে রহিয়াছেন। ফাদার ওয়েণ্ডিলিন নামক আরও একজন ধর্ম্মযাজক নিকটবর্ত্তী একটি পল্লীতে বাস করিতেছেন। ইহাঁরা দুইজন ভিন্ন আরও দুইজন ধর্ম্মভ্রাতা এখানে আছেন। তাঁহারা আমাকে আমার তত্ত্বাবধানে রক্ষিত প্রায় একশত পিতৃ মাতৃহীন বালক বালিকার প্রতিপালন কার্য্যে সাহায্য করেন।

এখানকার চিকিৎসালয়ে এখন সহস্রাধিক কুষ্ঠরোগী বর্ত্তমান আছে। কয়েকজন ধর্ম্মভগ্নী এবং ফ্রানসিস্কান সম্প্রদায়স্থ শুশ্রূষাকারিনীও এখানে আছেন।

লণ্ডনস্থ প্রোটেষ্টাণ্ট, রোমান ক্যাথলিক প্রভৃতি সকল সম্প্রদায়ের লোকই আমার প্রতি এবং আমার অনুষ্ঠিত কার্য্য সম্বন্ধে সহানুভূতি প্রদর্শন করিতেছেন।

অনুগ্রহ পূর্ব্বক লিযন্স জিবাড প্রভৃতি পরিবারস্থ সকলকে এবং সুপ্রতিষ্ঠিত ধর্ম্মাচার্য্যগণকে আমার কথা স্মরণ করাইয়া দিও। সহজে দাঁড়াইতে না পারিলেও আমি প্রতিদিনই বেদীর নিকট দণ্ডায়মান হইয়া তোমাদিগের প্রত্যেকের জন্য প্রার্থনা করি। ভাই, আমি ধীরে ধীরে মৃত্যুমুখে অগ্রসর হইতেছি, তুমি আমার জন্য প্রার্থনা করিও এবং আর সকলকেও আমার জন্য প্রার্থনা করিতে বলিও। ভগবানের নিকট প্রার্থনা, যেন তিনি আমাকে বল দেন এবং যাহাতে আমি নিশ্চিন্ত মনে প্রাণত্যাগ করিতে পারি, তজ্জন্য যেন তিনি আমায় আশীর্ব্বাদ করেন।

তোমার চিরানুগত ভ্রাতা

দামিয়েন।

এই তাঁহার শেষ লিপি। এত দিন বিশ্বাস এবং সহিষ্ণুতার সঙ্গে তিনি যাহার জন্য প্রতীক্ষা করিয়া রহিয়াছিলেন, মৃত্যুর সেই করাল ছায়া ধীরে ধীরে তাঁহার উপর নিপতিত হইল। ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দে মার্চ্চ মাসের শেষ হইতে তাঁহার পীড়া ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইতে লাগিল; অবশেষে তিনি শয্যাশায়ী হইয়া পড়িলেন। মার্চ্চ মাসের শেষে তিনি তাঁহার যে যৎসামান্য পার্থিব

বিভব ছিল, তাহার বন্দোবস্ত করিয়া, তাঁহার সহযোগী ফাদার ওয়েণ্ডিলিনকে বলিলেন, "আমার যথাসর্ব্বস্ব আমি আজ দান করিয়া যাইতেছি; আমার নিজের বলিতে পারি, পৃথিবীতে এমন আর কিছুই রহিলনা; আমি দরিদ্রের ন্যায় মরিতেছি, আজ আমার কি আনন্দ" ফাদার ওয়েণ্ডিলিন, তাঁহার মৃত্যু কাল পর্য্যন্ত তাঁহার নিকটে ছিলেন এবং প্রাণপণে তাঁহার শুশ্রূষা করিয়াছিলেন। তিনি তাঁহার এই সময়কার অবস্থা সম্বন্ধে বলিয়াছেন; "দামিয়েনের তৎকালিক সেই প্রফুল্লভাব কি শিক্ষাপ্রদ! কি যেন একটী ঔজ্জ্বল্য এবং 'উৎফুল্ল ভাব তাঁহাকে আবৃত করিয়া রাখিয়াছিল। একদিন তিনি ওয়েণ্ডিলিনকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন 'দেখ আমার হস্তের ক্ষতগুলি সমস্তই শুষ্ক হইয়া গিয়াছে, এবং তাহার উপর কৃষ্ণবর্ণ আবরণ পড়িয়া আসিতেছে। ইহাই মৃত্যুর অবশ্যম্ভাবী লক্ষণ। আমার চক্ষুর দিকে চাহিয়া দেখ। আমি এত কুষ্ঠ রোগীকে মরিতে দেখিয়াছি যে এ সম্বন্ধে আমার ভ্রম হওয়া কোন ক্রমেই সম্ভব নয়। মৃত্যু আমার নিকট হইতে এখন আর দূরবর্ত্তী নয়। এই সময় আমাদিগের ধর্ম্মাধ্যক্ষের সহিত একবার আমার দেখা হইলে ভাল হইত; কিন্তু দয়াময় ঈশ্বর আমাকে তাঁহার সহিত এক সঙ্গে উত্থানোৎসব * সম্পাদন করিবার জন্য আহ্বান করিতেছেন। এই অনুগ্রহের জন্য আমি তাঁহাকে ধন্যবাদ দিই।'"

---

* কথিত আছে, ক্রুশ বিদ্ধ হইয়া মৃত্যুর পর খৃষ্ট পুনর্ব্বার জীবনলাভ করিয়া কবর হইতে উত্থিত হইয়াছিলেন। তাঁহার পুনরুত্থান স্মরণার্থ উৎসবের নাম উত্থানোৎসব।

ইহার চার দিন পরে, এপ্রিল মাসের ২রা তারিখে ফাদার কনরাড়ী তাঁহার মৃত্যুকালীন তৈলাভিষেক ক্রিয়া সম্পাদন করিলেন।* ক্রিয়া শেষ হইলে দামিয়েন ওয়েণ্ডিলিনকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন "দেখ দেখি দয়াময়ের কি অসীম করুণা; তিনি আমায় এত দিন জীবিত রাখিয়াছেন, যে আমি দুই জন ধর্ম্মযাজককে আমার মৃত্যু কালে সেবা করিতে এবং এখানকার চিকিৎসালয়ে পরোপকারিণী ভগ্নীদিগকে দেখিয়া যাইতে পারিলাম। আমার বাসনা পূর্ণ হইয়াছে। আমি এখন ভগবানের নিকট বলিতে পারি, "দাও নাথ, তোমার এই সেবককে সচ্ছন্দে বিদায় লইতে দাও," এখানকার কুষ্ঠ রোগীদিগের জন্য এখন আর আমার কোন চিন্তা নাই। আমার জীবন এখন আর তাহাদিগের পক্ষে বিশেষ প্রয়োজনীয় নয়; অল্পদিনের মধ্যে আমি ওই ঊর্দ্ধ লোকে প্রস্থান করিব"। ওয়েণ্ডিলিন তাঁহার কথা শুনিয়া বলিলেন; "আচার্য্য, আপনি যাহাদিগকে অনাথ করিয়া চলিয়া যাইতেছেন, পরলোকে গিয়া তাহাদিগের কথা বিস্মৃত হইবেন না?" দামিয়েন বলিলেন, "না কখনই নয়, ভগবানের নিকট যদি আমার কিছুমাত্র প্রতিপত্তি থাকে, তবে নিশ্চয় জানিও আমি এই কুষ্ঠ নিবাসের সকলের জন্যই তাঁহার নিকট প্রার্থনা করিব"। ওয়েণ্ডিলিন তাহার পর তাঁহাকে বলিলেন, "আপনার ওই বস্ত্র খানি আমাকে দিন,

---

* মৃত্যুর পূর্ব্বে মুমূর্ষুর হস্তপদ এবং মস্তকে বিধানানুসারে তৈলনিষেক ক্যাথলিক ধর্ম্মানুসারে বিশেষ পবিত্র অনুষ্ঠান ইংরাজীতে ইহাকে Extreme Unction বলে।

উহা পরিধান করিয়া যেন আমি আপনার ন্যায় হৃদয় প্রাপ্ত হইতে পারি।" দামিয়েন বলিলেন "এ বস্ত্র লইয়া তুমি কি করিবে, কুষ্ঠরোগের পুয রক্তে ইহা বিষাক্ত।" তৎপরে তিনি অশ্রু-পূর্ণ নয়নে ওয়েণ্ডলিনকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। তাঁহার বড়ই ইচ্ছা ছিল, ফ্রানসিস্কান সম্প্রদায়স্থ দয়াবতী মহিলাগণ আসিয়া মলোকাইএ কুষ্ঠরোগীগণের সেবার ভার গ্রহণ করিবেন। বিধাতা তাঁহার সে বাসনা পূর্ণ করিয়াছিলেন, তিনি তাঁহাদিগের জন্যও ভগবানের আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করিলেন।

দিন দিন দামিয়েনের দেহ অবসন্ন হইয়া আসিতে লাগিল। যিনি এক দণ্ডও কার্য্য না করিয়া স্থির থাকিতে পারিতেন না, এখন তিনি জড়ের ন্যায় শয্যায় নিপতিত থাকিতে বাধ্য হইলেন। যাঁহারা এই সময় তাঁহার অবস্থা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই মুক্তকণ্ঠে তাঁহার সহিষ্ণুতার প্রশংসা করিয়াছেন। এ অবস্থায়ও দামিয়েনের উপাসক মণ্ডলীর প্রতি অনুরাগের হ্রাস হয় নাই। তাঁহাদিগের সঙ্গে একত্রিত হইয়া উপাসনা করিতে পারেন, তাঁহার শরীরে সেরূপ বল ছিল না; সেই জন্য তিনি ফাদার ওয়েণ্ডলিনকে বলিলেন "আপনি আমাদিগের উপাসকমণ্ডলীর প্রতিনিধি স্বরূপ হইয়া আমার সঙ্গে উপাসনা করুন, তাহা হইলে আমার তৃপ্তি হইবে। যাহারা সেই পবিত্র আত্মার উপর বিশ্বাস করিয়া প্রাণ ত্যাগ করে, তাহাদিগের নিকট মৃত্যু কতই মধুর।" কুষ্ঠ নিবাসের দরিদ্রতম ব্যক্তির ন্যায় তিনি একটী সামান্য মাদুরের উপর শয়ন করিয়া থাকিতেন। বন্ধু বান্ধবগণ অনেক অনুরোধের পর তাঁহাকে একটি যৎসামান্য শয্যায় শয়ন করিতে স্বীকৃত করাইলেন। যিনি

কুষ্ঠ রোগীদিগের সেবার জন্য এত অর্থ সংগ্রহ করিয়াছিলেন, তাঁহার নিজের একখানি শয্যাস্তরণ পর্য্যন্ত ছিল না। অধিক কি, তিনি যে পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া থাকিতেন তাহাই তাঁহার একমাত্র সম্বল স্বরূপ ছিল; পরিবর্ত্তন করিবার উপযুক্ত দ্বিতীয় বস্ত্র মাত্র ছিল না।

অনাথের পর্ণ কুটীর এবং পীড়িতের যাতনাময় গৃহ আলোকিত করিবার জন্য, বিধাতা যে দীপ প্রজ্বলিত করিয়াছিলেন, নিয়তির অলঙ্ঘনীয় নিয়মে তাহার তৈল ক্রমশঃ নিঃশেষিত হইয়া আসিল। রোগের যন্ত্রণায় তিনি কখনও বা একবারেই সংজ্ঞা শূন্য হইয়া পড়িতেন, আবার এক এক সময় অল্পক্ষণের জন্য চেতনা লাভ করিতেন। এইরূপ অবস্থায় একবার তিনি সমীপবর্ত্তী আত্মীয়দিগকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন। "ঈশ্বরের ইচ্ছা পূর্ণ হউক; ভবিষ্যতের গর্ভে কি আছে তিনিই কেবল বলিতে পারেন আমার অনুষ্ঠিত কার্য্যের দোষগুণ, সমস্তেরই ভার তাঁহার হস্তে। উত্থানোৎসবের পূর্ব্বেই আমি আমার মুক্তিদাতার সহিত সাক্ষাৎ করিব।"

১৩ই এপ্রিল হইতে তিনি একবারেই অবসন্ন হইয়া পড়িলেন। ব্যাধির ভয়ঙ্কর বীজ তাঁহার মুখে এবং কণ্ঠনালীতে প্রবেশ করিয়া, তাঁহার বাক্‌রোধ করিয়া ফেলিয়াছিল। নাসিকা হইতে অতি কষ্টে শ্বাস বায়ু নিঃসৃত হইতেছিল। উপাসনালয়ের ঘণ্টাধ্বনি, অতি অস্পষ্টভাবে তাঁহার কর্ণে প্রবেশ করিতেছিল। যাহাদিগের সেবায় তিনি জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন, তাঁহার সেই প্রিয় কুষ্ঠরোগিগণ তাঁহার চতুর্দ্দিকে দণ্ডায়মান হইয়া আর্ত্তনাদে আকাশ পরিপূর্ণ করিতেছিল। এইরূপ অবস্থায়

১৮৮৯ খৃষ্টাব্দের ১৫ই এপ্রিল তাঁহার প্রাণবায়ু নিঃসৃত হইল। গগন বিহারী বিহঙ্গ, যেমন মেঘলোক ভেদ করিয়া, নিত্যালোক সমুজ্জ্বল ঊর্দ্ধ দেশে বিচরণের জন্য উত্থিত হয়,—দামিয়েনের অমর আত্মাও তেমনি জরামরণশীল মানব দেহ পরিত্যাগ করিয়া, সেই অমৃত নিকেতনে সিদ্ধ পুরুষদিগের অধ্যুষিত প্রদেশে বাস করিবার জন্য উত্থিত হইল। তাঁহার পাঞ্চভৌতিক দেহ পঞ্চভূতে বিমিশ্রিত হইল, কিন্তু তাঁহার অশরীরী আত্মা নূতন কার্য্যক্ষেত্রে নূতন ভাবে কার্য্য করিবার জন্য প্রস্তুত হইল। হিন্দু শাস্ত্রকারগণ যাহাকে চিরানন্দময়, চির পুণ্যময় পুণ্যাভিসম্ভব বৈরাজ নামক লোক বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, ষোড়শ বর্ষব্যাপী নরসেবারূপ তপশ্চর্য্যার ফলে তাঁহার আত্মা সেই পবিত্র লোকের অধিকারী হইল।

সম্পূর্ণ।

উপসংহার।

আত্মবিসর্জ্জনের যে অলৌকিক দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়া দামিয়েন ইহলোক হইতে অবসৃত হইলেন, তাহার সংবাদ প্রচারিত হইবামাত্র সমস্ত পৃথিবী বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইল—সমগ্র মানব জাতি পুণ্য ভূমি মলোকাইএর প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া সেই পুণ্যাত্মার উদ্দেশে যেন ভক্তিভরে প্রণিপাত করিল। জাতি নির্ব্বিশেষে, সম্প্রদায় নির্ব্বিশেষে সকলেই তাঁহার অপূর্ব্ব মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিতে লাগিল। ইংলণ্ড প্রায় সকল মহদনুষ্ঠানে ইউরোপের সকল দেশের অগ্রগামী হইয়া থাকেন। ফাদার দামিয়েনের স্মরণ চিহ্ন স্থাপনার্থ এবং তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনার্থ ইংলণ্ডই সর্ব্ব প্রথমে এক মহতী সভা আহ্বান করিলেন। সে সভার উদ্দেশ্যের প্রতি সমগ্র সভ্য জগৎ সম্পূর্ণ সহানুভূতি প্রদর্শন করিল। ঐ সভায় একটী কমিটী নিযুক্ত হইল। আর্ক বিশপ অব্ কেণ্টারবেরির ন্যায় ধর্ম্মাচার্য্য, ডিউক্ অব অয়েষ্টমিনষ্টারের ন্যায় সম্ভ্রান্ত লোক, গ্লাডষ্টোন ও লর্ড হার্টিংটনের ন্যায় রাজনীতিজ্ঞ পুরুষ, বেরন রথস্ চাইল্ডের ন্যায় ধনকুবের প্রভৃতি ইংরাজ সমাজের শীর্ষ স্থানীয় ব্যক্তিগণ সাগ্রহে ঐ কমিটীর সভ্য হইলেন এবং স্বয়ং প্রিন্স অব্ ওয়েল্‌স্ ঐ কমিটীর সভাপতির পদ সোৎসাহে গ্রহণ করিলেন। এই কমিটী কাল বিলম্ব না করিয়া দামিয়েনের স্মরণ চিহ্ন স্থাপন জন্য অর্থ সংগ্রহে তৎপর হইলেন এবং অদ্যাপিও তাঁহারা ঐ কার্য্যে নিযুক্ত

আছেন, এ পর্য্যন্ত ঐ উদ্দেশ্যে যথেষ্ট অর্থ সংগৃহীত হইয়াছে এবং আরও সংগৃহীত হইবে তাহার সম্ভাবনা আছে। উক্ত কমিটী স্থির করিয়াছেন যে সংগৃহীত অর্থ হইতে দামিয়েনের স্মরণ চিহ্ন স্বরূপ তাঁহার সমাধি মন্দিরের উপর বহু মূল্য প্রস্তর নির্ম্মিত একটী ক্রশ স্থাপনা করিবেন; লণ্ডনের কোন একটী চিকিৎসালয়ের বিভাগ স্বরূপ কুষ্ঠরোগীদিগের চিকিৎসার্থ একটী চিকিৎসাগার নির্ম্মাণ করিবেন; কুষ্ঠরোগের সমস্ত তত্ত্ব অবগত হইবার জন্য পৃথিবীর নানা দেশে কয়েকজন সুদক্ষ চিকিৎসককে প্রেরণ করিবেন; এবং কুষ্ঠরোগের আবাস ভূমি যে ভারতবর্ষ তথাকার কুষ্ঠরোগীদিগের অবস্থা সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিবার নিমিত্ত একটী কমিসন্ নিযুক্ত করিবেন।

সাধু দামিয়েনের স্মৃতি রক্ষার্থে প্রিন্স অব ওয়েলস্ প্রমুখ ইংলণ্ডবাসীগণ যে চেষ্টা করিতেছেন তাহা অতীব প্রশংসনীয় সন্দেহ নাই, কিন্তু তাঁহাদের সঙ্কল্পিত অনুষ্ঠান গুলি অপেক্ষা দামিয়েনের উচ্চতর ও মহত্তর স্মৃতিচিহ্ন পৃথিবীতে চিরকাল বর্ত্তমান থাকিবে। মানব জাতির দুঃখ মোচন ও কষ্টের লাঘব করিয়া তাহাদিগের সুখ ও উন্নতির পথ প্রশস্ত করিতে যাইলে কুষ্ঠ রোগীর ন্যায় অস্পৃশ্য, ঘৃণিত ও পরিত্যক্ত জীবদিগকেও আলিঙ্গন করিতে হইবে, দামিয়েন জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত দ্বারা জগৎকে এই যে মহোপদেশ প্রদান করিয়া গিয়াছেন, তাহাই তাঁহার প্রকৃত

* এই কমিসন্ নিযুক্ত হইয়া গিয়াছে এবং ইহার সভ্যগণ এক্ষণে ভারতবর্ষের নানা স্থানে পর্য্যটন করিয়া কুষ্ঠরোগ সম্বন্ধে তত্ত্ব অবধারণে ব্যাপৃত আছেন।

স্মৃতিচিহ্ন, তাহাই তাঁহার অবিনশ্বর স্মরণ স্তম্ভ, তাহাই তাঁহার অমর কীর্ত্তি। এক্ষণ হইতে যে দেশে যে কালে যে ব্যক্তি দামিয়েনের মহৎ দৃষ্টান্তানুসারে কার্য্য করিবেন তিনিই তাঁহার মূর্ত্তিমান স্মৃতিচিহ্ন স্বরূপ বিবেচিত হইবেন, তিনিই নির্ব্বাক-বাগ্মীতা সহকারে দামিয়েনের **অমর কীর্ত্তি** ঘোষণা করিবেন।

সমাপ্ত

☞ অনুগ্রহ পূর্ব্বক প্রস্তাবনাংশটী পাঠ করুন।